চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 194 Wednesday, 14 June, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৯৪ সংখ্যা ❋ ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০, বুধবার, ১৪ জুন, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

তৃণমূলে যারা প্রার্থী হতে পারবে না তারা ইতিমধ্যেই যোগাযোগ শুরু করেছে। তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হলেই তারা বিজেপিতে যোগদান করবে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

নির্বাচনী আবহাওয়ার মধ্যে মডেল কোড অফ কন্ডাক্টের বিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠল কান্দি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরের বিরুদ্ধে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

অনলাইন গেম নিয়ে আরও কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তিন ধরনের অনলাইন গেম নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা নিয়েছে মোদি সরকার। ...বিস্তারিত পাতা ৬

চ্যাম্পিয়ন কোচেই অবশেষে আস্থা রাখল মোহনবাগান। আরও এক বছর হুয়ান ফেরান্দোকে কোচ হিসেবে রেখে দিল সবুজ-মেরুন শিবির। ...বিস্তারিত পাতা ৮

কমিশনের বিজ্ঞপ্তিই বহাল রাখল হাইকোর্ট

স্পর্শকাতর জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুনঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হাতেই ছাড়ল কলকাতা হাইকোর্ট। এ দিন এই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়নের জন্য কম সময়সীমা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা সহ একাধিক দাবি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। সেই জোড়া মামলারই এ দিন রায় দান করে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। কিন্তু বিরোধীদের আর্জি খারিজ করে দিয়ে পঞ্চায়েতের মনোনয়নের সময়সীমা বৃদ্ধি নিয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপে রাজি হল না প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। বিরোধীদের পক্ষে অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন বিচারপতিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগের আর্জিও জানানো হয়েছিল। সেই নির্দেশও খারিজ করে দিয়েছে আদালত। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ১৫ জুন পর্যন্ত মনোনয়ন

জমা দেওয়া যাবে। হাইকোর্টে শুনানি চলাকালীন অবশ্য কমিশন সিদ্ধান্ত নেয়, সেটাই এখন দেখার। তবে মনোনয়নের সময়সীমা না

জানিয়েছিল, হাইকোর্ট চাইলে একদিন মনোনয়ন জমার সময়সীমা বাড়ানো যেতে পারে। হাইকোর্ট এ দিন তাদের উপরেই আস্থা রাখার পর কমিশন কী বাড়ালেও পঞ্চায়েত নির্বাচনে স্পর্শকাতর সব জেলা এবং বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এর জন্য যত দ্রুত সম্ভব কমিশনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। যে সমস্ত এলাকায় রাজ্য পুলিশ পর্যাপ্ত সংখ্যায় পাওয়া যাবে না, সেখানেও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পাশাপাশি, নির্বাচনে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের ডিউটি দেওয়া যাবে না বলেও নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। ভোট শান্তিপূর্ণ করাতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে সবরকম ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। পঞ্চায়েত ভোট সংক্রান্ত যে যে দাবি নিয়ে বিরোধীরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট গ্রহণ। এ দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী আদালতের নির্দেশে বিরোধীদের সেই দাবিতে কার্যত সিলমোহর দিল হাইকোর্ট। কলকাতা হাইকোর্ট এ দিন নির্দেশ দিয়েছে, স্পর্শকাতর সাত জেলা ছাড়াও অন্যান্য জেলাতেও পরিস্থিতি বিচার করে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের কথা কমিশন বিবেচনা করবে বলে নির্দেশে জানিয়েছে আদালত।

পার্থকে দেখা মাত্রই ফের উঠল ‘চোর চোর’ স্লোগান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুনঃ নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেফতার রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সামনে আবারও উঠল ‘চোর চোর’ স্লোগান। মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়েছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। সেই সময়েই পার্থকে দেখে ‘চোর চোর’ স্লোগান উঠল। আজ আদালত চত্বরে অল ইন্ডিয়া ল’ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সই সংগ্রহের পর্ব চলছিল। ওই সই সংগ্রহ পর্ব চলাকালীনই পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আলিপুরে বিশেষ সিবিআই আদালতে। পার্থকে দেখামাত্রই সই সংগ্রহ অভিযানের একাংশের থেকে উঠতে থাকে ‘চোর চোর’ স্লোগান। যাঁরা স্লোগান তোলেন, তাঁদের মূল অভিযোগ পার্থ চট্টোপাধ্যায়রা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। ক্যামেরার সামনে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বললেন, ‘‘চোরকে চোর বলব না তো কী বলব?’’ উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেফতারির পর থেকে একাধিকবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সামনে ‘চোর’ স্লোগান উঠেছিল। গত মাসেই পার্থকে আলিপুর আদালতের কোর্ট লক আপ থেকে কোর্ট রুম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজন ব্যক্তি পার্থর খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। এরপর রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে ‘চোর চোর’ স্লোগান তুলতে শুরু করেছিলেন। সেদিন স্লোগান শুনে কিছুটা মেজাজ হারিয়েছিলেন পার্থ। বলেছিলেন, ‘সব নাটক।’ এদিন আদালতে পার্থর আইনজীবী বিপ্লব গোস্বামী ফের একবার তাঁর মক্কেলের জামিনের জন্য আবেদন জানান। আদালতে পার্থর আইনজীবী তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা উল্লেখ করে জানান, ‘‘ওঁর পায়ের যা অবস্থা উনি একা চলতে পারছেন না। ওঁর চলাফেরার জন্য সাপোর্ট দরকার হচ্ছে।’’ যে কোনও শর্তে যাতে পার্থকে জামিন দেওয়া হয়, আদালতের কাছে সেই আর্জিও জানান আইনজীবী বিপ্লব গোস্বামী। বলেন, ‘‘আমার মক্কেলের যা মেডিক্যাল কন্ডিশন, উনি আর কতদিন হেফাজতে থাকবেন?’’ এদিকে বিচারক এদিন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আগের দিনের একটি মন্তব্যের কথা উল্লেখ করেন। পার্থর আইনজীবীকে বিচারকের প্রশ্ন, ‘‘আপনার মক্কেল আগের দিন কী বলেছেন? আমি এখান থেকে বিচার পাব না!’’ শুনে পার্থর আইনজীবী জানান, তাঁর মক্কেল ইচ্ছাকৃতভাবে এই মন্তব্য করেননি। বললেন, ‘‘হুজুর, তাঁর এমন কোনও অভিপ্রায় নেই। মানসিক পরিস্থিতি থেকে উনি বলেছেন।’’ বিচারক সে কথা শুনে বলেন, ‘‘আমি এ ধরনের জিনিস আগে শুনিনি। ওঁর বয়স হয়েছে। তাই আমি কিছু বলিনি। কিছু মনে করিনি। দয়া করে মিডিয়া ট্রায়াল করবেন না।’’

আদ্যাপীঠে এসে স্মৃতিচারণা মুখ্যমন্ত্রীর

‘মা কমদামি শাড়ি নিয়ে পুজো দিতে এসেছিলেন’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুনঃ রেলমন্ত্রী থাকার সময়ে আদ্যাপীঠের মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য সস্তার সুতির শাড়ি মায়ের হাত দিয়ে পাঠিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দামি শাড়ি পরানো হবে বলে প্রথমে সেই শাড়ি নিতে চাননি পুরোহিতরা। কিন্তু সে দিন আর কোনও শাড়ি না আসায় মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো সেই শাড়িই পরানো হয়েছিল দেবীকে। মঙ্গলবার আদ্যাপীঠ মন্দিরে গিয়ে অতীতের সেই কাহিনি শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী। এই কথা বলার পাশাপাশি মমতা এ-ও বলেন, ‘‘কেউ বলবেন নাটক! তবে এতে রাজনীতির প্রয়োজন নেই।’’ রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের আবহে মঙ্গলবার বিকেলে আদ্যাপীঠ মন্দিরে যান মমতা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্দিরে পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী। আরতিও করেন। তার পরই মঞ্চে উঠে পুরনো দিনের কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আদ্যাপীঠে আসার একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। আশা করি, আমার এই কথা কেউ গায়ে মাখবেন না। আমার মাকে স্মরণ করে এখানে এসেছি। এই গল্প কারও জানা নেই।’’ তার পরই সেই ‘গল্প’ বলতে শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ‘‘২০০৯ সালে আমি তখন রেলমন্ত্রী ছিলাম। আমার মা এবং ছোট বোন আদ্যাপীঠে এসেছিলেন। মাকে একটা সুতির শাড়ি কিনে দিয়েছিলাম। মাকে বলেছিলাম ওই শাড়ি নিয়ে পুজো দিতে। ভোর ৪টে থেকে গিয়ে আদ্যাপীঠে বসেছিলেন মা আর ছোট বোন। অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন, ‘আপনি কি কাপড় এনেছেন?’ মা বলেন, ‘হ্যাঁ’। আমরা তো দামি দামি শাড়ি পরাতে পছন্দ করি মাকে। যেমন বেনারসি। আদ্যাপীঠে অনেক ভাল শাড়ি আসে। কিন্তু অত কম দামি শাড়ি... কেউ আন্দাজ করতে পারেনি। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পরেও মা বাড়ি না ফেরায় চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। পরে মা এসে বাকিটা বলল।’’ তার পর কী হয়েছিল? না থেমে মমতা বলেন, ‘‘মাকে বলা হয়েছিল, আপনি একটু বসুন। আমাদের অনেক দামি দামি শাড়ি আসবে, সাধারণত বেনারসি পরাই। ভাল শাড়ি এলে পরে যখন পরাব, তখন ওই শাড়িটা দিয়ে পুজো দেবেন। সেই শুনে মা বসে রইলেন, বিকেল ৫টার সময় এক জন মাকে বলেন, ‘আজ আর একটা শাড়িও আসেনি। আপনার কাছে নতুন শাড়ি আছে না?’ মা তখন বলল, ‘আমার মেয়ে তো পাঠিয়েছে। আপনারা অপেক্ষা করতে বললেন।’’ মুখ্যমন্ত্রী জানান, তার পরই সেই শাড়িটি দেবীমূর্তিকে পরানো হয়। এই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে মমতা বলেন, ‘‘আমার মনে কাঁটা দেয় এই ঘটনা। এমন অনেক ঘটনা ঘটে। অনেক সময় বিশ্বাস করি। আবার করি না। কেউ বলবেন, নাটক, কুৎসা। মাকে ভালবাসি অন্তর থেকে। রাজনীতির প্রয়োজন নেই।’’

ইডি দফতরে হাজিরা এড়ালেন অভিষেক

১৫ পাতার চিঠি লিখলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুনঃ ইডি দফতরে হাজিরা এড়ালেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবারই ইডির দফতরে ১৫ পাতার চিঠি দিয়েছেন তিনি। লিখেছেন, দলীয় কর্মসূচি নিয়ে কলকাতার বাইরে রয়েছেন তিনি। এদিকে গত কয়েক বছরের নথি চেয়েছে ইডি। তথ্য সংগ্রহে সময় লাগবে। ইডিকে চিঠিতে জানিয়েছেন অভিষেক। যদিও আগেই সংবাদমাধ্যমে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, আপাতত এই হাজিরা তিনি দেবেন না। তবে ইডিকে ইমেল বা চিঠি দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানাননি। মঙ্গলবার ইডিকে সেই চিঠিও পাঠালেন তিনি। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ১৩ জুন অর্থাৎ আজ মঙ্গলবার ইডি দফতরে তলব করা হয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সকাল ১১টার মধ্যে তাঁর হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল। যদিও অভিষেক সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন, পঞ্চায়েত ভোট না মেটা পর্যন্ত তিনি ইডি দফতরে হাজিরা দিতে পারবেন না। যেদিন অভিষেক

বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইডি নোটিস পাঠিয়েছিল, সেদিন নবজোয়ার কর্মসূচিতে নদিয়া জেলায় ছিলেন তিনি। সেখান থেকেই অভিষেক বলেছিলেন, ‘‘নবজোয়ার নষ্ট করতে চাইছে বিজেপি। আমার স্ত্রীকে হেনস্থা করা হচ্ছে। নবজোয়ারের যাত্রা থামিয়ে হাজিরা দিতে যাব না। চাকর-বাকর নই যে যতবার ডাকবে ততবার যেতে হবে। আগেই অনুরোধ করেছিলাম যাত্রার মাঝে না ডাকতে। ইডিরও বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ওদের বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ নেই।’’ সূত্রের খবর, এবার পরবর্তী নোটিস পাঠানোর প্রস্তুতিও শুরু করতে চলেছে ইডি। এবং তা বুধবার কিংবা বৃহস্পতিবারের মধ্যেই পাঠানো হতে পারে বলে ইডি সূত্রে খবর।

উত্তপ্ত ভাঙড়, মুড়িমুড়কির মতো বোমাবাজি! আরও বাহিনী পাঠানোর নির্দেশ কমিশনের

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়। ১৩ জুনঃ মঙ্গলবার সকাল থেকে উত্তপ্ত ভাঙড়ের পরিস্থিতি। এদিন মনোনয়ন জমা দেওয়াকে ঘিরে তৃণমূল বনাম আইএসএফ সংঘর্ষে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয় ভাঙড়। পরিস্থিতি সামলাতে নামানো হয় বিরাট পুলিশ বাহিনী। কিন্তু তারপরেও অশান্তির আঁচ দেখা যায়। তৃণমূল এবং আইএসএফ, দু পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছে। এদিন সকাল থেকেই ভাঙড়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে যায়। মুড়িমুড়কির মতো বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট এবং পাথরও ছোঁড়া হয়। শেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করে। কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানো হয়। অভিষেকের নবোজোয়ার যাত্রার আগেই উত্তপ্ত হয়ে যায় ভাঙড়ের পরিস্থিতি। এদিন তৃণমূল-আইএসএফ সংঘর্ষে চলল গুলি, মুড়ি মুড়কির মতো পড়ল বোমা। গুলিবিদ্ধ হলেন এক আইএসএফ এবং এক তৃণমূল কর্মী। তবে আইএসএফ-এর পাল্টা মারে এ দিন রীতিমতো কোণঠাসা হয়ে পড়ে ভাঙড়ের দাপুটে তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম এবং তাঁর অনুগামীরা। এ দিন মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে আইএসএফ এবং তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভাঙড়ের বিডিও অফিস চত্বর। রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বিজয়গঞ্জ বাজার এলাকা। পুলিশের সামনেই চলে বোমাবাজি,

পরস্পরের দিকে ইট ছুড়তে থাকে দু দলের সমর্থক। বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙড়ে জয়ী হয়েছিলেন আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকি। তার পর থেকেই ভাঙড়ে শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে আইএসএফ-এর। অতীতেও আইএসএফ-তৃণমূল সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়েছে ভাঙড়। এ দিন সংঘর্ষের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন আরাবুল ইসলাম নিজেও। একটা সময় আইএসএফ সমর্থকদের পাল্টা হামলায় ভাঙড়ের দলীয় কার্যালয়ে আটকে পড়েন আরাবুল ইসলাম এবং তাঁর অনুগামীরা। দীর্ঘক্ষণ পর আরাবুল ইসলাম এবং তাঁর অনুগামীদের পুলিশি নিরাপত্তায় পার্টি অফিস থেকে বের করে আনা হয়। এর পর তাঁদের ভাঙড় থানা এলাকার বাইরে বের করে দেয় পুলিশ। অন্যদিকে আইএসএফ কর্মীদের আক্রমণের মুখে খাল সাঁতরে পালিয়ে যেতে দেখা যায় তৃণমূল কর্মীদের। এ দিন আরাবুল ইসলাম এবং তাঁর ছেলে হাকিমুল ইসলামের গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। আরাবুলের ছেলে হাকিমুলের গাড়ির ভিতর থেকে বোমা উদ্ধার হয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও আরাবুলের দাবি আইএসএফ সমর্থকরা চক্রান্ত করে গাড়িতে বোমা রেখে দিয়েছে। এ দিনের সংঘর্ষে এক আইএসএফ কর্মী এবং একজন তৃণমূল কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে খবর। আইএসএফ-এর এক প্রার্থীও আহত হয়েছেন। ১৪৪ ধারাকে উপেক্ষা করেই চলে সংঘর্ষ। অন্যদিকে, ভাঙড়ের ঘটনা নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের ফোন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসককে। দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার নির্দেশ। পাশাপাশি আরও ফোর্স বাড়ানোর নির্দেশ। পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা যান ভাঙড়ে। উপদ্রুত এলাকায় পুলিশকে দ্রুত রুট মার্চ করার নির্দেশ কমিশনের। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, মনোনয়ন সংক্রান্ত কমিশনের কাছে যদি কোনও অভিযোগ আসে, তাহলে সংশ্লিষ্ট জেলার প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তারা যাতে মনোনয়ন জমা দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি কেউ মনোনয়ন জমা দিতে না পারেন, তাঁকে পুলিশে নিরাপত্তা দিয়ে মনোনয়ন জমা দেওয়ার নির্দেশ কমিশনের।

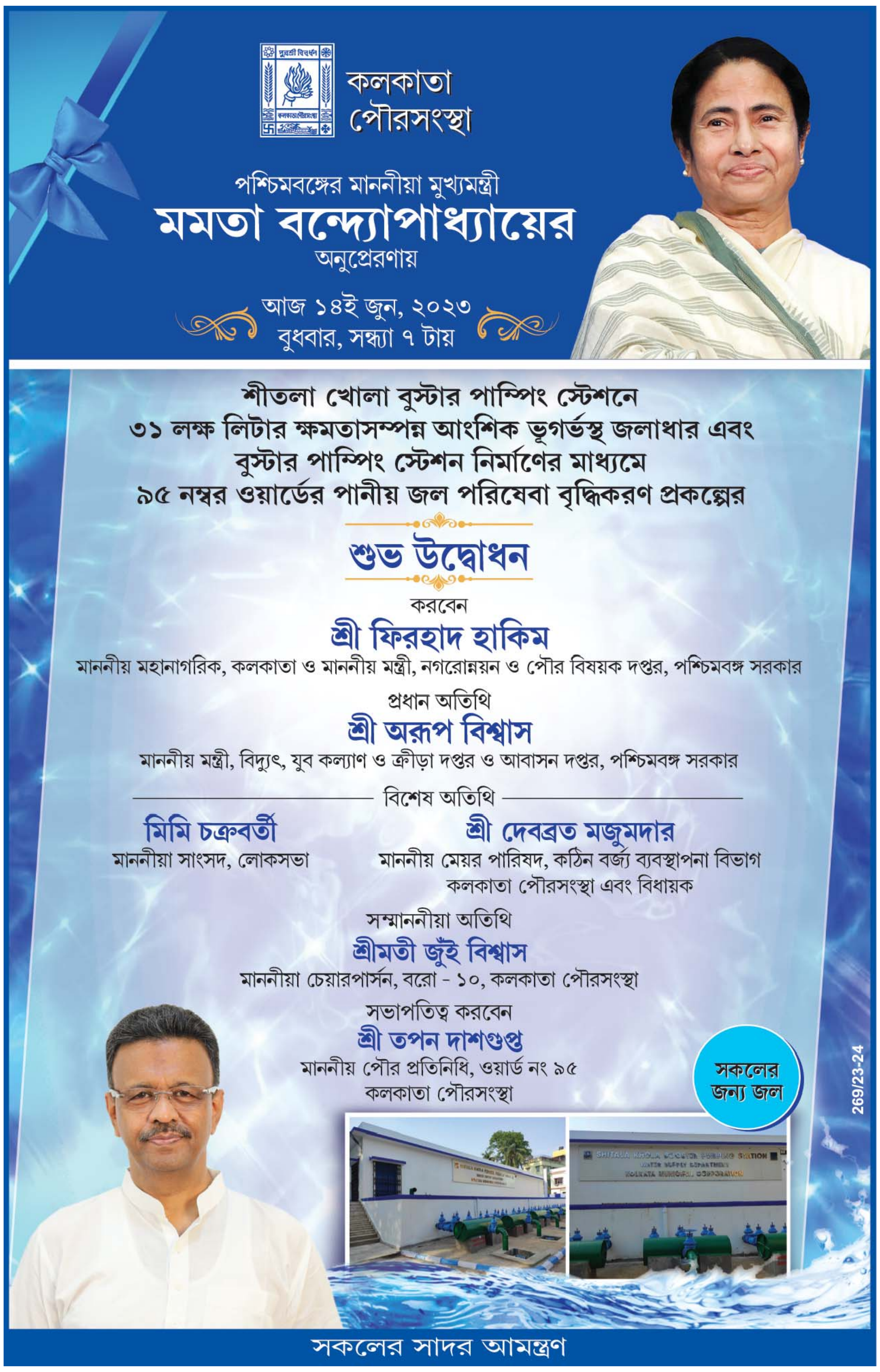

বিদ্যুত পরিষেবা দিতে সমস্যা হচ্ছে জানালো সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুন ঃ কালবৈশাখীর জন্য তার ছিঁড়ে যাওয়া ও বৈদ্যুতিক খুটি ভেঙ্গে পড়া এবং বাড়ির লোড ঠিকভাবে না জানানোর জন্য চলতি গ্রীষ্মের মরসুমে বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুত পরিষেবা দিতে সমস্যা হচ্ছে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। বিদ্যুতমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস আজ কলকাতায় সাংবাদিকদের বলেন, বাম আমলে রাজ্যে যেখানে আশি লক্ষ গ্রাহক ছিল এখন সেটা বেড়ে দুই কোটি ৩৩ লক্ষ হয়েছে। বিদ্যুতের চাহিদা চার হাজার ৮৫ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে ৯ হাজার ২০০ মেগাওয়াট হয়েছে বলেও তিনি জানান। বিদ্যুতের পরিকাঠামোর উন্নয়নে রাজ্য সরকার ২০১১ সাল থেকে ২৭ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। অসম ও উত্তরপ্রদেশের মত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির তুলনায় এই রাজ্যে বিদ্যুতের দাম কম বলেও মন্ত্রী দাবি করেন।

৫.৪ তীব্রতার ভূমিকম্পে কাঁপল জম্মু-কাশ্মীরের ডোডা

শ্রীনগর, ১৩ জুন ঃমাঝারি তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলা। মঙ্গলবার দুপুর ১.৩৩ মিনিট নাগাদ ডোডা জেলায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৪। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকায় কম্পন অনুভূত হয় দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। কম্পন টের পাওয়া যায় হিমাচল প্রদেশ, চন্ডীগড় ও পঞ্জাবে।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুর ১.৩৩ মিনিট নাগাদ ৫.৪ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলা। স্থানীয় বাসিন্দারা কম্পন বেশ ভালোই টের পেয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, কম্পন বেশ জোরালো ছিল। আতঙ্কে মানুষজন ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন। শ্রীনগরেও কম্পন টের পাওয়া যায়। সেই সময় ক্লাস চলছিল, আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি ডিরেক্টর ও পি মিশ্র বলেছেন, মঙ্গলবার দুপুরে ৫.৪ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায়। হিমাচল প্রদেশ, চণ্ডীগড়, পঞ্জাব এবং সমস্ত পার্শ্ববর্তী এলাকায় কম্পন অনুভূত হয়। সম্ভবত আফটারশক মূল কম্পনের চেয়ে কম মাত্রার হবে।

কঙ্গোয় বাস্তুচ্যুতদের শিবিরে ৪৫ জনকে হত্যাঃ রাষ্ট্রসংঘ

ব্রাজাভিল, ১৩ জুন ঃ আফ্রিকার দেশ কঙ্গোয় একটি বাস্তুচ্যুতদের শিবিরে হামলা চালিয়ে ৪৫ জনের বেশি লোককে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের তথ্যমতে, দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত (আইডিপি) শিবিরে রবিবার সন্ধ্যা থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত এই হামলার ঘটনা ঘটে।কোঅপারেটিভ ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব কঙ্গো বা কোডেকো নামে পরিচিত একটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যরা এই হামলা চালিয়েছে বলে সন্দেহ করেছে রাষ্ট্রসংঘ। এটি রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর ঘাঁটি থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।এক বিবৃতিতে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছে রাষ্ট্রসংঘ। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'এই হামলা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘন। শান্তিরক্ষা মিশন মনে করিয়ে দিতে চায় যে, বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত হামলা যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে।'এর আগে গত সপ্তাহে মাহাগি অঞ্চলের জুকোথ এলাকায় একটি সেনা অবস্থানে হামলা চালিয়ে কমপক্ষে সাতজন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করে কোডেকো যোদ্ধারা।

দেশের যুব সমাজের ভবিষ্য সুরক্ষিত করার জন্য কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকারঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃরোজগার মেলা কর্মসূচির অধীনে প্রায় ৭০ হাজার চাকরি প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশজুড়ে ৪৩টি জায়গায় রোজগার মেলা অনুষ্ঠিত হয়, ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে রোজগার মেলায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বিভিন্ন দফতরে এই নিয়োগ হচ্ছে। এই দফতরগুলির মধ্যে রয়েছে অর্থ দফতর, পোস্ট অফিস, শিক্ষা দফতর,উচ্চ শিক্ষা দফতর, প্রতিরক্ষা, রাজস্ব,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ,পারমাণবিক শক্তি, রেলওয়ে এবং স্বরাষ্ট্র দফতর।প্রায় ৭০ হাজার চাকরি প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কিছু রাজনৈতিক দল চাকরির জন্য ''রেট-কার্ড'' তৈরি করে। তাঁরা পরিবারতান্ত্রিক দল। অন্যদিকে, আমাদের সরকার ভারতের যুব সমাজের ভবিষ্য সুরক্ষিত করার জন্য কাজ করছে। আমরা যুব সমাজের স্বপ্ন এবং আকাঙ্খার জন্য কাজ করছি।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, বর্তমানে ভারতে একটি সিদ্ধান্তমূলক সরকার রয়েছে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রয়েছে। রাজনৈতিক দুর্নীতি, সরকারি স্কিমগুলির অসঙ্গতি এবং জনসাধারণের অর্থের অপব্যবহার পূর্ববর্তী সরকারগুলির সমার্থক ছিল। চাকরির নিয়োগপত্র পাওয়া সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আজ ৭০ হাজারের বেশি প্রার্থীকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। ''রোজগার মেলা'' এনডিএ-বিজেপি সরকারের একটি নতুন পরিচয় হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী যোগ করেছেন, ''আজাদি কা অমৃত কাল''-শুরু হওয়ায় যারা সরকারি ভূমিকায় আসছেন তাঁদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়, যেখানে নতুন নিয়োগকারীরা আগামী ২৫ বছরে ভারতকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্য বহন করবেন।

সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ উপকূলে জারি কমলা সতর্কতা, ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন মনসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি ও কচ্ছ, ১৩ জুন ঃ ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়'-এর প্রভাবে কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে গুজরাটের সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছে। মঙ্গলবার ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের ডিজেক্টর জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র বলেছেন, পোরবন্দর, দেবভূমি দ্বারকা জেলা থেকে কচ্ছ পর্যন্ত বাড়তে চলেছে বাতাসের গতিবেগ, বুধবার ৬৫-৭৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় বাড়তে পারে হাওয়ার গতি। তিনি জানিয়েছেন, ১৫ জুন গুজরাটের দ্বারকা, জামনগর, কচ্ছ এবং মোরবি জেলায় বাতাসের গতিবেগ হবে প্রায় ১২৫-১৩৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা এবং দমকা হাওয়া হবে ঘন্টায় ১৫০ কিলোমিটার, তাই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকতে পারে।মঙ্গলবারই ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। এদিন তিনি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে ভুজ সামরিক স্টেশন পরিদর্শন করেন। মনসুখ এদিন বলেছেন, এখনও পর্যন্ত ৮ হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং কচ্ছে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে। মন্ত্রী জানান, ভারত সরকার, রাজ্য সরকার, আইএএফ, নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ-সহ সমস্ত সংস্থা ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়'-এর প্রভাব কমাতে একসঙ্গে কাজ করছে।

অস্থায়ী উপাচার্যদের বেতন ও ভাতা বন্ধের নির্দেশ নিয়ে প্রশ্ন

কলকাতা, ১৩ জুনঃরাজ্য সরকার ও রাজভবনের মধ্যে দ্বৈরথের জেরে আচার্য মনোনীত অস্থায়ী উপাচার্যদের বেতন ও ভাতা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। বিষয়টি নিয়ে আইনি প্রশ্ন উঠেছে নানা মহলে।দু'দফায় সম্প্রতি এ ভাবে ১৪ জন অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দবোস। রাজ্যের এবং বিক্ষুব্ধ একদল উপাচার্যের অভিযোগ, 'সঙ্গে আলোচনা না-করে' এই সব নিয়োগ হয়েছে।রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর থেকে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারদের কাছে লিখিত নির্দেশ পৌঁছেছে, ওই সব অস্থায়ী উপাচার্যের নিযগে বেআইনি। তাই তাঁরা বেতন ও ভাতা পাবেন না।শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আগেই জানিয়েছিলেন, উচ্চশিক্ষা দফতরের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই রাজ্যপাল যাঁদের অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করেছেন, রাজ্য সরকার তাঁদের স্বীকৃতি দিচ্ছে না। ' যুক্ত ভাবে' নিযুক্ত সেই উপাচার্যদের পদ প্রত্যাখ্যান করার অনুরোধও জানান তিনি। তবে এক জন ছাড়া সকলেই অস্থায়ী উপাচার্যের পদে যোগ দিয়েছেন। তার পরে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছিলেন, এই বিষয়ে আইনি পরামর্শ নেওয়া হবে। তার পরেই এ দিন উচ্চশিক্ষা দফতরের নির্দেশ পৌঁছয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে।বিষয়টি নিয়ে এই মুহূর্তে সংশ্লিষ্ট ১৪ উপাচার্যদের কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলতে রাজি নন। তবে মঙ্গলবার তাঁদের ২-১ জন এই প্রতিবেদককে বললেন, রাজ্যপালের এই মনোনয়ন নিয়ে হাইকোর্টে মামলা হয়েছে। মঙ্গলবারই এর শুনানী হতে পারে। বিচারাধীন বিষয়ের ওপর রাজ্য কীভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করে?মন্তব্য করতে রাজি নন রেজিস্ট্রাররাও। তাঁদের একজন জানান, এ ব্যাপারে রাজ্যের নির্দেশিকা পেয়েছি। আইন মেনেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ইউক্রেনে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত ৩ আহত আরও ২৫ জন

কিয়েভ, ১৩ জুন ঃ ইউক্রেনের কেন্দ্রীয় শহর ক্রাইভি রিহ-তে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। সোমবার গভীর রাতের এই হামলায় অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। আহতের সংখ্যা কমপক্ষে ২৫। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা ।স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে সোমবার গভীর রাতে পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকসহ বেশ কয়েকটি বেসামরিক ভবনে হামলা চালানো হয়।আঞ্চলিক গভর্নর সের্হি লিসাক বলেছেন, এর ফলে একটি পাঁচ তলা ভবন এখনও আগুনে আচ্ছন্ন। আশঙ্কা করা হচ্ছে- ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও বেশি মানুষ আটকা পড়েছে।ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বলেছেন, কেন্দ্রীয় শহর ক্রাইভি রিহ- প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির নিজ শহর। রাতে শহরটি ' বিশাল ক্ষেপণাস্ত্র হামলার শিকার হয়েছে। বিমান হামলা একটি পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকসহ বেশ কয়েকটি বেসামরিক ভবনে আঘাত করেছে। সতর্ক করে শহরটির মেয়র জানিয়েছেন, ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও মানুষ আটকে থাকতে পারে।

বিহারের মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দিলেন জিতেনরামের ছেলে সন্তোষ, বললেন দলকে বাঁচাতেই এই সিদ্ধান্ত

পাটনা, ১৩ জুন ঃ বিহারের মহাজোট সরকারের মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (ধর্মনিরপেক্ষ)-র প্রধান জিতেনরাম মাঁঝির ছেলে ডঃ সন্তোষ কুমার সুমন। মঙ্গলবার ইস্তফা দেওয়ার পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (ধর্মনিরপেক্ষ)-র নেতা সন্তোষ কুমার সুমন বলেছেন, আমার দলের অস্তিত্ব হুমকির মুখে ছিল, দলকে রক্ষা করার জন্য আমি এটা করেছি...।সন্তোষ বলেছেন, আপাতত কারও সঙ্গে আমাদের তেমন কোনও কথোপকথন নেই। আমরা একটি স্বাধীন দল, আমরা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার কথা ভাবব। আমি এখনই এটা ভাবছি না, আমি এখনও মহাগঠবন্ধনের অংশ হতে চাই। আগামী ২৩ জুন পাটনায় বৈঠকে বসছে বিরোধীরা। সন্তোষকে এদিন প্রশ্ন করা হয়, হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা কী বিরোধীদের বৈঠকে যোগ দেবে? উত্তরে তিনি বলেন, আমাদের যখন আমন্ত্রণ করা হয়নি, যখন আমাদের পার্টি হিসেবেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, তখন কীভাবে আমন্ত্রণ পেতাম?

কোভিড-সংক্রমণ কমে মাত্র ৯২ সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও নিম্নমুখী

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে, নেমে এসেছে ১০০-র নীচে। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৯২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২,২৪৮-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮৯২ জনের (১.১৮ শতাংশ)।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৫৮,৮২০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৪৭৫ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৩১,২৪৬ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১২ জুন সারা দিনে ভারতে ৭১,১৩৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

বিপর্যয়-এর প্রভাবে ক্রমেই উত্তাল হচ্ছে সমুদ্র, ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান ফের জানাল আইএমডি

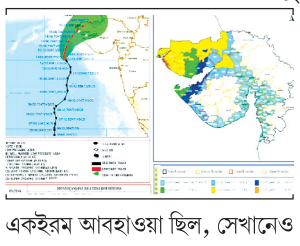

নয়াদিল্লি, ১৩ জুনঃঅতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়'-এর প্রভাবে ক্রমেই উত্তাল হচ্ছে সমুদ্র, ভয়ও বা।ছে ততটাই। মঙ্গলবার সকালে গুজরাটের দ্বারকার গোমতীঘাটে ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়'-এর প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল হতে দেখা যায়, বইতে থাকে প্রবল বেগে হাওয়া। মুম্বইয়েও একইরম আবহাওয়া ছিল, সেখানেও সমুদ্র ছিল উত্তাল।এদিকে, মঙ্গলবার সকালে আরও একবার ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান জানাল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আইএমডি জানিয়েছে, অত্যন্ত শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়' ১৩ জুন ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ উত্তর-পূর্ব এবং পার্শ্ববর্তী পূর্ব-মধ্য আরব সাগরে, পোরবন্দর থেকে প্রায় .২৯০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং জাখাউ বন্দরের ৩৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছিল। ১৫ জুন সন্ধ্যার মধ্যে জাখাউ বন্দরের কাছে সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ অতিক্রম করবে।

জ্যাক ডোরসের বক্তব্য খারিজ করল কেন্দ্র রাজীব বললেন মিথ্যে, চেপে ধরল বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃমাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারের প্রাক্তন সিইও জ্যাক ডোরসের বক্তব্য খারিজ করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও প্রযুক্তি মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর বলেছেন, টুইটার ভারতে এবং বিদেশের মানুষজনকে বেছে বেছে ডি-এম্প্লিফাই এবং ডি-প্ল্যাটফর্ম করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে নিজস্ব ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। রাজীব আরও বলেছেন, জ্যাক ডোরসের হঠা ঘুম ভাঙল, তিনি যা বলেছেন সম্পূর্ণ মিথ্যা।টুইটারের প্রাক্তন সিইও জ্যাক দাবি করেছেন, তিনি যখন সংস্থার প্রধান ছিলেন, তখন ভারত সরকারের তরফে চাপ সৃষ্টি করা হত টুইটারের ওপর। টুইটার প্রতিষ্ঠাতার এহেন গুরুতর অভিযোগের প্রেক্ষিতে মুখ খুলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই ইস্যুতে সরকারের তরফে মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর পালটা তোপ দেগেছেন। সরকারের তরফে চাপ সৃষ্টির অভিযোগের প্রেক্ষিতে জ্যাকের অভিযোগকে 'মিথ্যা' বলে আখ্যা দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর। তিনি আরও দাবি করেন, টুইটারের 'সন্দেহজনক সময়কালের ইতিহাস' মুছতেই এই সব ভুলভাল দাবি করছেন জ্যাক। মন্ত্রী জানান, জ্যাকের অধীনে টুইটার বারবার ভারতের আইন ভেঙেছে। রাজীব চন্দ্রশেখর জানান, ২০২০ এবং ২০২২ সালের মধ্যে বহুবার ভারতের আইন ভাঙে টুইটার। এই সময়ের মধ্যে সংস্থার প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন জ্যাক ডোরসিও। পরে ২০২২ সালের জুন মাসে সেই সব আইন লঙ্ঘনের ঘটনা বন্ধ হয়। এর কয়েক সপ্তাহ আগেই ইলন মাস্ক টুইটার কেনার তোড়জোড় শুরু করেন।এদিকে, জ্যাকের এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে চেপে ধরল বিরোধীরা। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা মনীশ তিওয়ারি বলেছেন, জ্যাক ডোরসি যা বলেছেন তা মোটেও আশ্চর্যজনক নয়। ২০১৪-এর পর গত ৯ বছরে দেশে বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং নাগরিক স্বাধীনতার পদ্ধতিগত অবক্ষয় ঘটেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই ঘটনাটি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কিছু কিছু রাজ্য সরকারও সমানভাবে কঠোর এবং কর্তৃত্ববাদী হয়েছে যেভাবে তারা ভিন্নমতকে দমন করার চেষ্টা করে এবং বিকল্প কণ্ঠস্বরকে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করে। রাজ্যসভার সাংসদ কপিল সিব্বল বলেছেন, প্রথমেই আমি জানতে চাই, জ্যাক ডোরসি কেন এমন বিবৃতি দেবেন? রাজীব চন্দ্রশেখর বলেছেন যে এটা মিথ্যা। কিন্তু, সে মিথ্যা বলবে কেন?

১২-১৯ জুলাইয়ের মধ্যে উৎক্ষেপণ হবে চন্দ্রযান-৩ ঃ ইসরো চেয়ারম্যান

বেঙ্গালুরু, ১৩ জুন ঃ অপেক্ষা আর মাত্র কিছু দিনের, আগামী মাসের ১২ থেকে ১৯ তারিখের মধ্যে উক্ষেপণ করা হবে চন্দ্রযান-৩। এমনটাই জানিয়েছেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) চেয়ারম্যান এস সোমনাথ। চন্দ্রযান-৩ হল ইসরোর লুনার মিশনের তৃতীয় সংস্করণ। এস সোমনাথ যদি পরীক্ষা পরিকল্পনামাফিক হয়, তাহলে ১২ থেকে ১৯ জুলাইয়ের মধ্যে উক্ষেপণ করা হবে চন্দ্রযান-৩।সোমবার কোট্টায়াম জেলার ভাইকামে কোথাভারা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বক্তৃতা রাখছিলেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) চেয়ারম্যান এস সোমনাথ। তিনি জানান, ইউ আর রাও স্যাটেলাইট সেন্টার থেকে ইতিমধ্যেই শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেঃেদ্রর লঞ্চ পেডে পৌঁছেছে চন্দ্রযান-৩। চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে, সবকিছু এ মাসের শেষে সম্পন্ন হবে। ১২ থেকে ১৯ জুলাইয়ের মধ্যে উৎক্ষেপণ করা হবে চন্দ্রযান-৩।

সুইমিং পুলে ডুবে মৃত্যু আইআইটি আইএসএমের সহকারী অধ্যাপকের

ধানবাদ, ১৩ জুন ঃ সুইমিং পুলে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে ধানবাদ আইআইটি আইএসএম-এর সহকারী অধ্যাপকের ।জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবারও তিনি তার বন্ধুদের সাথে আইআইটি আইএসএম ক্যাম্পাসের সুইমিং পুলে স্নান করতে গিয়েছিলেন। স্নান করার সময় সুইমিং পুলে ডুবে যান। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তার মৃত্যু হয়।আইআইটি আইএসএম-এর মাইনিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক যশবন্ত উজালা (৪০), প্রতিদিনের মতো সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ বন্ধুদের সঙ্গে আইআইটি আইএসএম ক্যাম্পাসে অবস্থিত সুইমিং পুলে স্নান করতে গিয়েছিলেন। তখনই তিনি ডুবে যান। তার বন্ধুরা দেখতে পেয়ে সুইমিং পুলে নেমে তাকে উদ্ধার করে অচেতন অবস্থায় সুইমিং পুলের বাইরে নিয়ে আসে। এরপর তাকে আইআইটি আইএসএম-এর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ধানবাদের এসএনএমএমসিএইচ-এ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।তথ্য অনুযায়ী, নিহত সহকারী অধ্যাপক যশবন্ত উজালা মূলত ওড়িশার বাসিন্দা, বর্তমানে তার পরিবার কলকাতার বাসিন্দা। মৃত্যুর খবর তার পরিবারের সদস্যদের জানানো হয়েছে।

করিমগঞ্জের নিলামবাজারে দু ঃসাহসিক ডাকাতি, আহত গৃহকর্তা সহ দুই

করিমগঞ্জ (অসম), ১৩ জুন ঃদক্ষিণ করিমগঞ্জের নিলামবাজার এলাকার কেউটকোণা গ্রামে সংগঠিত দু ঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন গৃহকর্তা ময়নুল হক এবং তাঁর ছেলে। ঘটনা মঙ্গলবার ভোররাতে সংগঠিত হয়েছে। ডাকাত দলের হামলায় গৃহকর্তা ও তাঁর ছেলে গুরুতর আহত হয়ে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।জানা গেছে, প্রায় ১২ জনের একটি ডাকাত দল মুখে কালো কাপ। বেঁধে কেউটকোণা গ্রামের মযনুল হকের ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে ঘরের সদস্যদের বেঁধে নগদ লক্ষাধিক টাকা সহ মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার লুট করে কেটে পড়ে।

ভোপালের সতপুরা ভবনের আগুন নিয়ন্ত্রণে, ১২-ঘন্টারও বেশি সময় পর মিলল সাফল্য

ভোপাল, ১৩ জুন ঃ দীর্ঘ ১২-ঘন্টারও বেশি সময় পর মিলল সাফল্য। মধ্যপ্রদেশের ভোপালের সতপুরা ভবনের আগুন এসেছে নিয়ন্ত্রণে। সোমবার ওই ভবনে আগুন লাগে, সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে মঙ্গলবার সকালে। আগুনে ভবনের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভোপালের জেলা কালেক্টর আশিস সিং জানিয়েছেন, আগুন নিযন্ত্রণে এসেছে। সিআইএসএফ, সেনাবাহিনী-সহ সমস্ত সংস্থা একত্রিত হয়ে আগুন নিভিয়েছে।সোমবার বিকেল ৪টে নাগাদ ভোপালের সতপুরা ভবনে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই ভবনের বিভিন্ন তলে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্টসার্কিটের কারণে আগুন লাগে। তৃতীয় তলে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে আগুন লাগে। সেই আগুন অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। দমকল, সিআইএসএফ, সেনাবাহিনী-সহ সমস্ত সংস্থা একত্রিত হয়ে আগুন নিভিয়েছে। এই অগ্নিকান্ডে কেউ হতাহত হননি।

গোঘাটে মাঠে তিল তুলতে গিয়ে বজ্রপাতে একজনের মৃত্যু

বনস্পতি দে, গোঘাট, ১৩ জুন ঃ মাঠে চাষের তিল তুলতে গিয়ে বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি জেলার মান্দারণ গ্রাম পঞ্চায়েতের তারাহাট এলাকায। মৃত ওই চাষির নাম অশোক ঘোষ, বযস আনুমানিক(৫১)। জানা যায় বিকালের দিকে কালবৈশাখী ঝড় সহ প্রচন্ড বজ্রপাত হয়। ঠিক সেই সময় বাড়ির বাইরে বের হয়ে চাষের তিল তোলার জন্য গিয়েছিল ঠিক তারপরই এই ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায. পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে মাঠে প্রচুর তিল চাষ করা হয়েছিল। প্রতিদিনই তিল আদায় করার জন্য মাঠে যেত। মঙ্গলবার বিকালের পর প্রচন্ড বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি নামে। ঠিক সেই সময়ই এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানান। বৃষ্টি থামার পর দীর্ঘক্ষণ না আসার জন্য বাড়ি থেকে দেখতে গেলে দেখি প্রায় মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তড়িঘড়ি কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে অশোক বাবুকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার খবর পায. গোঘাট থানার পুলিশ। অশোক বাবুর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ।

মুন্ডেশ্বরী নদীতে স্নান করতে গিয়ে ডুবে মৃত্যু এক ভ্যানচালকের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৩ জুন ঃ মুণ্ডেশ্বরী নদীতে আবারও স্নান করতে গিযে. তলিযে.মৃত্যু। আরামবাগের এই নদী যেন ধীরে ধীরে মৃত্যুক্ষেত্র হয়ে উঠছে। মঙ্গলবার এই নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যান সাগর পাত্র (৫৬)। পরে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। হুগলির খানাকুলের বালিপুর এলাকার বাসিন্দা সাগর পাত্র পেশায় ভ্যানচালক ছিলেন। স্থানীয়দের থেকে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে তিনি মুণ্ডেশ্বরী নদীতে স্নান করতে নেমেছিলেন। কিন্তু কোনভাবে পা হড়কে তলিয়ে যান। বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসতেই তাঁরা ওই ভ্যানচালকের পরিবারকে খবর দেন। নদীর পাড়ের কাছেই তাঁর দেহ ভাসতে দেখা যায়। তড়িঘড়ি করে স্থানীয়রা ও পরিবারের লোকজন সাগর পাত্রকে দ্রুত খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সাগরবাবু প্রতিদিনই ভ্যান চালিয়ে দুপুরে নদীতে স্নান করতে যেতেন। এদিনও তাই গিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ বাড়ি না ফেরায় স্থানীয়দের নিয়ে পরিবারের লোকজন নদীর ঘাটে এসে দেখেন পাশেই তাঁর দেহ পড়ে আছে। মুণ্ডেশ্বরী নদীতে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘিরে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে এলাকায়। এদিকে পুলিশ ওই ভ্যানচালকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে গিয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৪জুন সোমবার, ৩০ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৪জুনঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৩০ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩০ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৬.০৩এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৫শতকরা এবং ৫৩শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার । জোয়ার- সকাল ১১ টা ২০ মিনিট এবং রাত১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে ।

রাশিফল

মেষরাশিঃ আজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বৃষভ রাশিঃযেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। বিবাহের যোগ হবে আজ
মিথুন রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে।।
কর্কট রাশিঃআপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে।
সিংহ রাশিঃআপনার অসাধারণ মেধা ক্ষমতার আপনার অক্ষমতাকে জয় করতে সাহায্য করবে। শুধুমাত্র ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমেই আপনি আপনার এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।
কন্যা রাশিঃআপনার জন্য কোনটি শ্রেষ্ট তা কেবল আপনিই জানেন- কাজেই শক্ত হোন এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফলাফলের সাথে বাঁচার জন্য তৈরী হোন।
তুলা রাশিঃঅফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। বিবাহের যোগ
বৃশ্চিক রাশিঃবাইরের ক্রিয়াকলাপ আজ ক্লান্তিকর এবং ধকলসাধ্য হবে। সংসারে শান্তি ফিরবে।
ধনু রাশিঃআপনার দীর্ঘায়িত অসুস্থতার সাথে লড়াই করার সময় উপলব্ধি করুন যে আত্ম বিশ্বাসই হল বীরত্বের সারবত্তা।।
মকর রাশিঃআপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন
কুম্ভ রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে, কিন্তু আপনার জীবনকে নিশ্চিন্তভাবে নেবেন না, উপলব্ধি করুন যে জীবনের প্রতি যত্নই হল আসল ব্রত। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।
মীন রাশিঃআপনার চারপাশের মানুষের সম্প্রসারিত সমর্থন আপনাকে খুশি করবে।জীবনের সমস্যাগুলি দূর করবে। প্রবাহ বজায় রাখবে। সংসারে শান্তি ফিরতে আসতে পারে আজ

প্রাক বর্ষায় নিকাশির কাজে হাত পুরসভার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ জুন ঃ প্রাক বর্ষায় এবার নিকাশির কাজে হাত দিল পুরসভা। বর্ষার প্রাক মুহুর্তে দক্ষিণ হাওড়ার জি কে ডব্লুউ কারখানার ড্রেনে ওই নিকাশির কাজ শুরু করেছে হাওড়া পৌরনিগম। জানা গেছে, হাওড়া শহরের ৩টি ওয়ার্ডের জমা জল এসে পড়ে ওই ড্রেনে। ফলে জল নিকাশির ক্ষেত্রে ওই ড্রেনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গত সোমবার পৌরনিগমের উদ্যোগে আধিকারিকরা ওই এলাকা পরিদর্শনে আসেন। এবিষয়ে হাওড়া পৌরনিগমের উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী বলেন, দক্ষিণ হাওড়ার জি কে ডব্লুউ কারখানার মধ্যে দিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ ড্রেন গিয়েছে। এটা পরিস্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৩৮, ৩৯ এবং ৪১ নং ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ এলাকার জল এই ড্রেন দিয়েই যায়। পরবর্তীতে সেই জল মেন ড্রেনে পড়ে। ফলে এই ড্রেন যদি সম্পূর্ণ পরিষ্কার না করা হয় তাহলে কিছু সমস্যা থেকে যাবে। গতবছর এই কাজ করে ভাল ফল পাওয়া গিয়েছিল।

হাওড়ায় জেলা পরিষদের ৪২টি আসনে মিছিল করে নমিনেশন দিলেন বাম প্রার্থীরা

দুরন্ত বার্তা, ১৩ জুন ঃ হাওড়ায় জেলা পরিষদের ৪২টি আসনে মঙ্গলবার নমিনেশন দিলেন বাম প্রার্থীরা। পঞ্চায়েত নির্বাচনে হাওড়া জেলা পরিষদের মোট ৪২টি আসনে বামফ্রন্ট প্রার্থীরা মঙ্গলবার তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দেন। হাওড়া সদরের ৫টি ব্লকের মনোনয়নপত্র জমা হয় এসডিও হাওড়া সদর অফিসে। পাশাপাশি, উলুবেড়িয়ার বাকি ৯টি ব্লকের জন্য মনোনয়নপত্র জমা হয় উলুবেড়িয়া এসডিও অফিসে। এদিন মনোনয়নপত্র জমা উপলক্ষে হাওড়া ময়দানে বিবেকানন্দের মূর্তির সামনে জমায়েত করে সেখান থেকে সদরের ৫টি ব্লকের জেলা পরিষদের বাম প্রার্থীরা আসেন এসডিও অফিসে। অন্যদিকে, উলুবেড়িয়ায় গরুহাটা মাঠে জমায়েতের পর সেখান থেকে এসডিও অফিসে যান উলুবেড়িয়ার ৯টি ব্লকের বামফ্রন্টের প্রার্থীরা। জেলা পরিষদের বাম প্রার্থী অঞ্জুলা চক্রবর্তী জানান, এর আগে যিনি প্রার্থী ছিলেন তিনি কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। ১০০ শতাংশ আমরা এবার জিতব।

প্রার্থী নিয়ে ওরা প্রথম দিন থেকে মারপিট করছে। প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু কারণ নিয়ে গণ্ডগোল লেগে রয়েছে। জণগণ এইসব দেখে বিরক্ত। তাদের চরিত্র এবং আমাদের চরিত্র পাশাপাশি দেখে বুঝতে পারছে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। আশা করি আমরা এবার ভালভাবে জিতে ফিরে আসতে পারব।

হাওড়া জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক দিলীপ ঘোষ বলেন, হাওড়া সদরের ৫টি ব্লকে ১৫ জন প্রার্থী এবং উলুবেড়িয়ার ৯টি ব্লকে ২৭ জন প্রার্থী এদিন জেলা পরিষদের আসনের নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। আমাদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মহিলাদের উপর। প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু এবং কম বয়সী যুবক যুবতীদের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বামফ্রন্ট চেয়েছিল সব ধরনের মানুষ পঞ্চায়েতের কাজে যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে। সব ব্লকেই প্রার্থী দেওয়া হবে। জণগনের অভিমত বাম এবং বাম সমর্থীত কংগ্রেস এবং আইএসএফ দলের পক্ষে। এবার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফল ইতিবাচক হবে। শাসকেরা লুঠের মালের বখরা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করছে। কিন্তু মানুষ এবার তৈরি। তাদের বোঝা উচিত মানুষ এবার ছেড়ে কথা বলবে না। নির্বাচনে সাধারণ মানুষ এই সমস্ত কিছুর জবাব দেবেন। বামফন্ট এখনও যে হারিয়ে যায়নি এই নির্বাচনে তার প্রমাণ শাসক দল পাবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামেরা ভালো ফল করে দেখিয়ে দেবে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে, সমস্যায় রোগী ও চিকিৎসকরা

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১৩ জুন ঃ দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল। ঘটনার জেরে সমস্যায় রোগী ও তাদের পরিজনরা। এছাড়া চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী সকলেই নাজেহাল এই বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে। সোমবার সন্ধ্যা থেকে দফায় দফায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে লোডশেডিং হয়। কিন্তু রাত ন''টা থেকে লাগাতার লোডশেডিং চলতে থাকে হাসপাতালে। রাতভর লোডশেডিংয়ের জেরে আইসিইউ থেকে শুরু করে অন্যান্য ওয়ার্ডের রোগী ও সেখানকার স্বাস্থ্য কর্মীরা সমস্যায় পড়েন। কোনও মতে মোবাইল ফোনের আলো জ্বেলে চলে চিকিৎসা পরিষেবা। সোমবার রাত ন''টা নাগাদ হাসপাতাল বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। জেনারেটরও বিকল থাকায় গোটা হাসপাতাল চত্বর কার্যত ঘন অন্ধকারে ঢেকে যায়। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পরও বিদ্যুতের সমস্যা না মেটায় সমস্যায় পড়েন রোগীরা। সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়েন সিসিইউতে চিকিৎসারত রোগীরা। অন্ধকারের মধ্যেই একদিকে যেমন রোগীদের চিকিৎসা করতে থাকেন ডাক্তার, নার্সরা, তেমনই অন্ধকারের মধ্যেই রোগীকে এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডে নিয়ে যেতে হয় পরিবার পরিজনকে। প্রচন্ড গরম ও অন্ধকারে কার্যত নাভিশ্বাস ওঠে সকলের। দীর্ঘক্ষণ পর মঙ্গলবার ভোর রাতে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হয়। হাফ ছেড়ে বাঁচেন সকলে।

ভাঙড়ে তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর, অভিযুক্ত আইএসএফ

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ১৩ জুন ঃ রাতের অন্ধকারে এক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে চড়াও হয়ে হামলা, ভাঙচুর ও বোমাবাজির অভিযোগ উঠল আইএসএফ কর্মীদের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় বিধানসভার অন্তর্গত চালতাবেরিয়া গ্রামে। সেখানে কুতুবউদ্দিন আলি শেখ নামে এক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতেই হামলার অভিযোগ উঠেছে আইএসএফের বিরুদ্ধে। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই কাশীপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। এলাকা থেকে বোমার সুতুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। যদিও আইএসএফ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সোমবার ভাঙড় ২ বিডিও অফিসে তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামের ডাকে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় সেখানে গিয়েছিল কুতুব। বাড়ি ফিরে রাতে খাওয়া দাওয়ার পর যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন ঠিক তখনই অতর্কিতেই তার বাড়ির উপর হামলা চলে। ইট ও বোমা ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে কাশীপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। উদ্ধার করে বোমার সুতলি। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি দাবি করেন, তৃণমূল নিজেরাই বোমা বাজি করে আইএসএফের উপর দোষ চাপাচ্ছে।

পরিবেশ বান্ধব সবুজ বাজির জন্য ৯০ শতাংশ খরচ বহন করবে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুন ঃ রাজ্য সরকার পরিবেশ বান্ধব সবুজ বাজি তৈরির জন্য ক্লাস্টার তৈরিতে ৯০ শতাংশ খরচ বহন করবে। মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর নেতৃত্বে আজ নবান্নে এই সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠক নিয়ে এখনও পর্যন্ত সরকারি ভাবে কিছু না জানান হলেও বৈঠকে অংশ নেওয়া বাজি প্রস্তুতকারী ব্যবসায়ীদের সংগঠন সারা বাংলা আতসবাজী উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান বাবলা রায় বলেন, সারা রাজ্যে ১৮টি ক্লাস্টার তৈরি করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। ১৫টি ইউনিট নিয়ে ৬ একর জমির উপরে একটি ক্লাস্টার তৈরিতে খরচ হবে এক কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ৯০ শতাংশ অর্থ দেবে রাজ্য সরকার। বাকি অর্থ ক্লাস্টারের ইউনিটগুলিকে বহন করতে হবে। ক্লাস্টার তৈরির জন্য বেশ কিছু জেলায় ইতিমধ্যেই জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। কেউ ব্যক্তিগত জমিতে ক্লাস্টার করতে চাইলে রাজ্য সরকার তার জন্য ব্যাংক ঋনের ব্যবস্থা করবে। এছাড়াও বাজি বিক্রীর জন্য দার্জিলিং এর শিলিগুড়ি ও কলকাতায় দুটি হাব তৈরি করা হবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দুই মাসের মধ্যে এই ক্লাস্টার তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হবে। পাশাপাশি বাজি তৈরির জন্য এতদিন বিভিন্ন দপ্তর থেকে ছাড়পত্র নিয়ে যে লাইসেন্স পাওয়া যেত সেই নিয়ম সরলীকরন করার বিষয়ে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন থেকে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের দপ্তরে আবেদন করে সেখান থেকেই লাইসেন্স মিলবে বলে জানান হয়েছে। তবে ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট নিরি র শংসাপত্র থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অন্যদিকে আজকের বৈঠকে বাজি প্রস্তুতকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা অন্যরাজ্যে শব্দবাজি ফাটানোর ক্ষেত্রে যে ১২০ ডেসিমেলের নিয়ম রয়েছে এইরাজ্যেও তা ৯০ ডেসিমেল থেকে বাড়ানোর প্রস্তাব দেন। বৈঠকে স্বরাষ্ট্রসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা, রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতা পুলিশ কমিশনার ছাড়াও ৭০টি বাজি প্রস্তুতকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

উত্তরপাড়া গণভবনে সৃজনশীল নৃত্যানুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ জুন ঃ গত ৪ জুন উত্তরপাড়া গণভবনে অনুষ্ঠিত হল এক আনন্দদায়ক সৃজনশীল নৃত্যানুষ্ঠান রিনিকিঝিনি। এই নৃত্যানুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন রকম দর্শকের বিভিন্ন রকমের পছন্দ এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব দিয়ে তাদের মনোরঞ্জন করা। অনুষ্ঠানের শুরু হয় কৃষ্ণবন্দনা দিয়ে এবং পরে বাঙালিয়ানাকে বজায় রেখে বাঙালি ঘরের বধুদের লক্ষ্মি পূজোকে কেন্দ্র করে এক নৃত্যানুষ্ঠান ''এসো মা লক্ষ্মি'' পরিবেশন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বাঙালি ঘরের পূজোর আয়োজনকে নৃত্যের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিলেন মৌসুমী ভান্ডারী। যিনি নিজে নৃত্যশিল্পী হিসাবে প্রায় ৩০ বছরের অভিজ্ঞ। অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হয় ভারত মাতাকে স্মরণ করে 'মেরে বতন' নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব তৃণমূল, বিজেপি নেতার পাল্টা দাবি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ জুন ঃ বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে এবার সরব তৃণমূল। বিজেপি নেতার পাল্টা দাবি, অভিযোগ থাকলে থানায় জানান। এতদিন সোস্যাল মিডিয়া সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে শাসক দলের বিধায়ক, নেতাদের বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সোচ্চার হয়েছেন বিজেপির যে রাজ্য নেতা, এবার সেই নেতার বিরুদ্ধেই পাল্টা সোচ্চার হলো শাসক দল। সোমবার উত্তর হাওড়া তৃণমূল কংগ্রেস এবং তৃণমূলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের তরফ থেকে একযোগে ওই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন উত্তর হাওড়ার তৃণমূল নেতৃবৃন্দ। উত্তর হাওড়া তৃণমূল কংগ্রেস, উত্তর হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেস, উত্তর হাওড়া তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস এবং উত্তর হাওড়া আইএনটিটিইউসি'র তরফ থেকে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন দলের নেতৃবৃন্দ। উত্তর হাওড়া তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বলেন, এটা শুরু হয়ে হয়েছে গত বিধানসভা নির্বাচনে উনি হেরে যাওয়ার পর। উনি ওনার হার মেনে নিতে পারেননি। বলে এসেছিলেন উনিই উত্তর হাওড়া আসনে জিতবেন। কিন্তু উত্তর হাওড়ার মানুষের পালস উনি বুঝতে পারেননি। মানুষ ওনাকে পরিত্যাগ করেছেন। সেই রাগ থেকে উনি এইসব কাজ করেছেন। আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আঃেদালন

করব। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক কাজ যত বাড়বে এদের পায়ের তলা থেকে মাটি ততো সরে যাবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানুষকে সাথে নিয়ে উত্তর হাওড়ার মানুষ আবার তৃণমূলকে জয়ী করবে। এরা আসলে ফেসবুকের নেতা। মিডিয়ার নেতা। মানুষের সঙ্গে কোনও যোগ নেই। সমাজের জন্য কিছু করেননি। ৫ বছর কিছু করেননি। দলের সহকর্মীদের জন্যও কিছু করেননি। উনি উত্তর হাওড়ার রায় মেনে নিতে পারেননি।

এদিকে, এর জবাব দিতে গিয়ে বিজেপি নেতা পাল্টা বলেন, উত্তর হাওড়ার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও যুব সভাপতি পুরো টিম নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এদিন আমার বিরুদ্ধে প্রেসকে জানিয়েছেন। সেই প্রেসের মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা বেআইনি নির্মাণ, শৌচাগার, বেআইনি হোর্ডিং থেকে আমার বিরুদ্ধে টাকা তোলার অভিযোগ তুলেছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য, বেআইনি নির্মাণ হলে সেই বিল্ডিং ভেঙে দিক। এইরকমভাবে অভিযোগ হয়না। থানায় অভিযোগ করতে হয়। আপনাদের সরকার বেচারার মতো কথা বলছেন। টিএমসি রাস্তায় নেমে কথা বলছে। সারা হাওড়া জুড়ে বেআইনি কাজ হচ্ছে। কোনও লজে বেআইনি কার্যকলাপ হলে তারজন্য দায়ী রাজ্য প্রশাসন। আমি বেআইনি কাজ করলে তাহলে তা বন্ধ করিয়ে দিক। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গেলে আগে হোমওয়ার্কের প্রয়োজন হয়।

হিমালয় সন্নিহিত জেলা ভিজছে বৃষ্টিতে, বিক্ষিপ্ত বর্ষণে স্বস্তির আমেজ তিলোত্তমায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুন ঃ দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমী বায়ুর হাত ধরে উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যেই বর্ষা প্রবেশ করেছে। এর ফলে হিমালয় সন্নিহিত দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে বৃষ্টি হচ্ছে। এখন প্রতীক্ষায় দক্ষিণবঙ্গ, খুব শীঘ্রই দক্ষিণবঙ্গেও বর্ষা প্রবেশ করতে পারে, এ জন্য অবশ্য অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছু দিন। বর্ষার আগমণের সঙ্গে সঙ্গেই পাহাড়ে তরাই-ডুয়ার্স-সহ বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে বৃষ্টি। বৃষ্টিতে স্বস্তি পেয়েছে জলপাইগুড়িও। যদিও রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলি এবং মালদহ ও দক্ষিণ দিনাজপুরে তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি আপাতত বজায় থাকবে। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সারাদিন ঘর্মাক্ত, অস্বস্তিকর আবহাওয়া বিরাজ করবে। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিও হবে। কলকাতা ছাড়াও হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম।

বালি বোঝাই লরি ও ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ২ আহত ২

রবিন মন্ডল, হুগলি, ১৩ জুন ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বালি বোঝাই লরি ও ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত দুই আহত দুই। ঘটনা বৈদ্যবাটি তারকেশ্বর রোডের সিঙ্গুরের পুরুষোত্তমপুর এলাকার। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভোর ৫টা নাগাদ সিঙ্গুরের দিকে থেকে একটি বালি বোঝাই লরি বৈদ্যবাটির দিকে যাচ্ছিল, অন্যদিকে বৈদ্যবাটির দিক থেকে একটি ডাম্পার সিঙ্গুরের দিকে যাচ্ছিল। সিঙ্গুরের পুরুষোত্তমপুর কলাহাট এলাকায় লরি ও ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় দুটি গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার ফলে বৈদ্যবাটি তারকেশ্বর রোড অবরুদ্ধ হয়ে পরে, প্রায় দু ঘন্টা বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। গাড়ি দুটির সংঘর্ষের আওয়াজে স্থানীয় মানুষ জড়ো হয় পাশপাশি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। স্থানীয় মানুষ ও পুলিশের বেশ কিছুক্ষনের চেষ্টায় দুটি গাড়ি থেকে দুই চালক ও দুই খালাসিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে দুই জনকে মৃত বলে ঘোষনা করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। অন্যদিকে অপর দুই ব্যক্তি আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। যদিও মৃত ব্যক্তিদের পরিচয় এখনো জানা যায় নি। ঘটনার পর ক্রেন এনে লরি ও ডাম্পার টি কে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ চালায় পুলিশ। প্রায় ২ঘন্টা পর আস্তে আস্তে যান চলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

আরামবাগে ধৃত লাল্টু খান

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৩ জুন ঃ পঞ্চায়েত ভোটের মুখে গ্রেফতার হুগলির আরামবাগের দাপুটে তৃণমূল নেতা। যদিও অভিযোগ 'চক্রান্ত' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। ধৃতের নাম আজিজ খান ওরফে লাল্টু। দুষ্কৃতীকে ধরতে যাওয়ায় পুলিশকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এ নিয়ে রীতিমত অস্বস্তি দেখা দিয়েছে তৃণমূলে। মঙ্গলবার আরামবাগ মহকুমা আদালতে হাজির করানোর সময় ধৃত লাল্টু দাবি করেন, ''এ সবই চক্রান্ত। মানুষ শেষ কথা বলবেন।'' অন্যদিকে, হুগলি গ্রামীণের পুলিশ সুপার আমনদীপ বলেন, ''এক জন ওয়াঃেটড দুষ্কৃতীকে পুলিশ ধরতে গিয়েছিল। সেখানে বাধা দেন আজিজ খান। পুলিশকে হেনস্থা করেন। তাঁকে গ্রেফতার করা হযেছে। পুলিশ হেফাজতে নেওয়া. হবে।'' এ নিয়ে আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দার বলেন, ''যদি অভিযোগ উঠে থাকে সেটা পুলিশ দেখবে।

তৃণমূলে যারা প্রার্থী হতে পারবে না তারা ইতিমধ্যেই যোগাযোগ শুরু করেছে ঃ লকেট

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৩ জুন ঃ তৃণমূলে যারা প্রার্থী হতে পারবে না তারা ইতিমধ্যেই যোগাযোগ শুরু করেছে। তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হলেই তারা বিজেপিতে যোগদান করবে। আজ সিঙ্গুরে এসে চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। এদিন সিঙ্গুর ব্লক অফিসে ব্লক অধিকারীকের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। ভাঙরে বোমাবাজি প্রসঙ্গে লকেট বলেন বারুদের স্তূপের উপর বাংলা দাঁড়িয়ে আছে। পঞ্চায়েতে মানুষ এদের ভোট দেবে না জেনে গেছে মানুষ কে ভয় দেখিয়ে ভোট লুট করতে পারে তারই পরিকল্পনা চলছে। দেখুন আট তারিখে কি হয় মানুষ বিজেপি কে ভোট দেওয়ার জন্য রেডি আছে । তৃণমূলের নমিনেশন সেই ভাবে দেখা যাচ্ছে না।নিজেদের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জন্য তৃণমূলে এখন নব জোয়ারে নব ভাটা এসে গেছে পঞ্চায়েতে প্রার্থী দেওয়ার জন্য যোগ্য প্রার্থী পাচ্ছে না।

১)শহরে টিএমসির দুটো মিছিল কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে (গতকাল প্রায় ৯০০০ কোটি টাকা কেন্দ্রর থেকে কর বাবদ রাজ্য পেয়েছে। লকেট-কেন্দ্র সব টাকা দিয়েছে,মানুষ কে

মিথ্যে বোজাচ্ছে, ভোট এলেই এরা মানুষ কে মিথ্যে বোঝায়। ২) অভিষেকের ইডি হাজিরা। যাবে না বলেছে জনসমক্ষে। লকেট-বড় বড় কথা অনেকেই বলেছে,বীরভূমেও অনেক বড় বলেছিল ইডি কে নাকি পকেটে রাখে এখন তারা তিহারে, আগামী দিনে দেখুন কি হয়। বিভিন্ন জায়গায় বিরোধীদের মনোনয়ন এ বাঁধা শাসক দলের? লকেট-ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি তো পঞ্চায়েতে হবেই। ২০১৮ র পুনরাবৃত্তি চলছে। কোন কোন জায়গায় নমিনেশন দিয়ে জয় ঘোষনা করে দিচ্ছে। এই সন্ত্রাস পুরো বাংলাতেই চলে। পঞ্চায়েত ভোটটা ওদের হাতেই আছে। কিন্তু সব থেকে বড় ব্যাপার নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দের জন্য শাসক দল এখানে নমিনেশন জমা দিতে পারছে না। এখনো প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হয়নি। যেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হবে যারা প্রার্থী হতে পারবেনা, অনেকেরই ফোন আসা শুরু হয়ে গেছে, তারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করতে প্রস্তুত। অনেকে কংগ্রেস এ যোগদান করছে ? লকেট-সাগরদিঘী নির্বাচন আমরা দেখেছি জিতে তৃণমূলে চলে যাওয়া। এটা একটা রাস্তা তৃণমূলে থাকতে না পেরে কংগ্রেসে গিয়ে জিতে আবার তৃণমূলে ব্যাক করবে। ঘুরিয়ে নাক দেখানো আর কে তৃণমূল কংগ্রেস সিপিএম সব এক। তারা আবার ফিরে আসার জন্যই কংগ্রেসে গিয়ে ঘুরপথে আসছে।

হাম রুবেলা টিকাকরণের কর্মসূচি সফল ভাবে শেষ হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুন ঃ ৯ থেকে ১৫ বছর বয়সী প্রায় আড়াই কোটি শিশুকে টিকা দানের মধ্যে দিয়ে রাজ্যে হাম রুবেলা টিকাকরণের কর্মসূচি সফল ভাবে শেষ হয়েছে। আজ টুইট করে এই সাফল্যের কথা জানিয়েছেন রাজ্যোরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। সাফল্যের সঙ্গে টিকাকরণ শেষ করার জন্য তিনি স্বাস্থ্যকর্মীদের অভিনন্দন জানান। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন ৯ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ আড়াই মাসের টিকাকরণ কর্মসূচিতে রাজ্যে মোট ২.২৩ কোটি শিশু এবং কিশোর কিশোরীকে হাম রুবেলার টিকা দেওয়া হয়েছে। টিকাকরণের হারের গতি গোটা দেশের মধ্যে যে সব রাজ্যে বেশি ছিল, তাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম। রাজ্যের ৯৩ শতাংশ শিশুকে হাম রুবেলার টিকা দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যে ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সিদের মধ্যে ৯৩ শতাংশই টিকা পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, রাজ্যে ১০ দিনে ১ কোটি এবং ৩০ দিনে ২ কোটি শিশু এবং কিশোর কিশোরীকে টিকা দেওয়া হয়েছে। ৪০ দিনেই লক্ষ্যমাত্রার ৯৫ শতাংশ বাচ্চাদের টিকা দেওয়া হয়েছে। আগামী কাল দিল্লিতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই প্রকল্পের বিষয়ে বিশদে জানানো হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু এবং ইউনিসেফ সহ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞেরা সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

চন্ডীতলায় গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু!

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৩ জুন ঃ চন্ডীতলার কুমিরমোরা কোলেপাড়ার বাসিন্দা রামপ্রসাদ ঘোষ। পেশায় চন্ডীতলার ভিলেজ পুলিশ। তার স্ত্রীর নাম লাবনী কোলে(২৫)। বছর তিনেক আগে দুজনের বিয়ে হয়।বধুর মা চম্পা কোলের অভিযোগ,বিয়ের কিছুদিন পর থেকে মেয়ের উপর অত্যাচার শুরু করে।ভালো করে খেতে দিত না। অত্যাচার মাত্রা ছাড়ালে চন্ডীতলা থানাতেও জানানো হয়।গত রবিবার বিষ পান করে বধু।আগে প্রথমে চন্ডীতলা গ্রামীণ হাসপাতাল সেখান থেকে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতাল হয়ে এস এস কে এম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আঙুলের ছাপ মিলিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ শুরু হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুন ঃ আগামী মরশুম থেকে রেশনের খাদ্যশস্য বিলির ধাঁচে আঙুলের ছাপ মিলিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ শুরু হবে। রাজ্যের খাদ্য দফতর সূত্রে একথা জানা গেছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে আধার তথ্য যাচাই করে ধান সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। তার পরের ধাপ হিসেবে আগামী নভেম্বর মাস থেকে ই পস যন্ত্রে আঙুলের ছাপ দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহ করা শুরু হচ্ছে। রাজ্যে মূলত নভেম্বর থেকে অগাস্ট মাস পর্যন্ত কৃষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহের কাজ চলে। তবে নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত এই কাজের গতি থাকে সব থেকে বেশি। উল্লেখ্য চলতি মরশুমে রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ৫৫ লক্ষ মেট্রিকটন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। যার মধ্যে ৫০ লক্ষ মেট্রিকটন ধান সংগ্রহের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে।

জেলায় নেতাদের পাঠানোর সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুন ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আবহে দলের মধ্যে গোষ্ঠিকোন্দল ও বিক্ষোভ এড়াতে তৃনমূল কংগ্রেস বিভিন্ন জেলায় রাজ্য নেতাদের পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মনোনয়ন জমা থেকে শুরু করে প্রতীক বিতরন সহ সব ধরনের কাজকে কেন্দ্রীয় ভাবে নিয়ন্ত্রন করার লক্ষ্যে এই দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। ফিরহাদ হাকিম কে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, কুনাল ঘোষকে পূর্ব মেদিনীপুর, স্নেহাশিষ চক্রবর্তীকে দক্ষিন চব্বিশ পরগনা, তাপস রায়কে জলপাইগুড়ি, রাজীব বঃে দ্যাপাধ্যায়কে কোচবিহারে পাঠানো হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য এই দায়িত্ব সাধারনত দলের ব্লক বা জেলা সভাপতিদের হাতেই থাকত।

নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর গোঘাট ২পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কি করে সরকারি গাড়ি ব্যবহার করছেন প্রশ্ন এলাকার মানুষের

বনস্পতি দে , গোঘাট, ১৩ জুন ঃ পঞ্চায়েত ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। রাজ্যজুড়ে লাগু হয়ে গিয়েছে। আর এরই মধ্যে দেখা গেল গোঘাট২ পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি অনিমা কাটারি সরকারি গাড়িতে চেপে যাতায়াত করছেন। সোমবার সরকারি গাড়িতে চেপে বিডিও অফিসে ঢুকতে দেখা গেল তাঁকে। আর এই নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে জেলার রাজনীতির অন্দরমহলে। সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি। মনোনয়ন পর্ব চলাকালীন পঞ্চায়েত সমিতির একজন বিদায়ী সভাপতি কীভাবে সরকারি গাড়ি ব্যবহার করছেন? তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা। যদিও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিমা কাটারি বলছেন, 'আমার কিছু কাজ পড়ে রয়েছে। সেই জন্য অফিস থেকে নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসা করছে গাড়ি।' কিন্তু এইসময়ে কি তিনি সরকারি গাড়ি ব্যবহার করতে পারেন? প্রশ্ন করায় তিনি জানান, 'বিডিও সাহেব বলেছেন, বাড়ি থেকে অফিস যাতায়াত করা যাবে। আমি বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে পারব না।' পঞ্চায়েত সমিতির

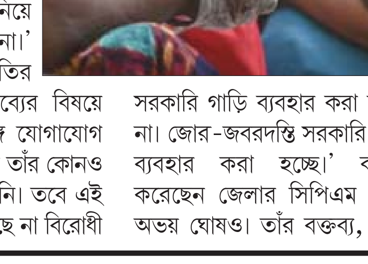

সভাপতির এই বক্তব্যের বিষয়ে স্থানীয় বিডিওর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও এই বিষয়ে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে এই নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়ছে না বিরোধী দলগুলি। জেলার বিজেপি নেত্রী দোলন দাস বলেন, 'নির্বাচনটা এত তাড়াতাড়ি ঘোষণা করেছে কমিশন, যে তৃণমূল নেত্রী ভুলে গিয়েছেন সরকারি গাড়ি ব্যবহার করা চলবে না। জোর-জবরদস্তি সরকারি গাড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে।' কটাক্ষ করেছেন জেলার সিপিএম নেতা অভয় ঘোষও। তাঁর বক্তব্য, 'এটা তো অত্যাশ্চর্য ঘটনা। নির্বাচনী বিধি লাগু হয়ে যাওয়ার পর, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি লোগো ব্যবহার করে সরকারি গাড়ি ব্যবহার করতে পারেন না। কিন্তু তিনি হয়ত জানেন না। সেক্ষেত্রে বিডিওর দায়িত্ব ছিল, দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব ছিল বিষয়টি দেখার। যদি তিনি এটা করে থাকেন, তাহলে নির্বাচন বিধি সরাসরি লঙ্ঘিত হচ্ছে।' এই বিষয়ে যোগাযোগ করা হয়েছিল আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সহসভাপতি স্বপন নন্দীর সঙ্গেও। তিনি বলেন, 'উনি তো একদম গ্রামের গরিব মহিলা। উনি কিছু জানেন না এই বিষয়ে। তবে যদি এইরকম হয়ে থাকে, তাহলে আর সরকারি গাড়ি ব্যবহার করবেন না।'

রাজ্যপাল নিয়োজিত উপাচার্যদের বেতনে কোপ, প্রতিবাদ জুটার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুন ঃ রাজ্যপাল নিয়োজিত উপাচার্যদের বেতনের ওপর রাজ্যের শিক্ষা দফতরের নিষেধাজ্ঞার সমালোচনা করল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (জুটা)। সংগঠনের মতে, ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে একরকমভাবে নিজের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে সরকার। জুটার সাধারণ সম্পাদক পার্থ প্রতিম রায় মঙ্গলবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের স্পেশাল কমিশনার স্বাক্ষরিত একটি নির্দেশিকা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারদের পাঠানো হয়েছে। যেখানে আচার্যের দ্বারা নবনিযুক্ত মাননীয় উপাচার্যদের নির্দিষ্ট বেতন সহ অন্যান্য প্রাপ্য দিতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ হিসেবে এই নিয়োগ আইনানুগ নয় বলে জানানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মামলা এখন হাইকোর্টের বিচারাধীন এবং কোন চূড়ান্ত রায়দান হয়নি বলেই সংবাদমাধ্যম সূত্রে জেনেছি। একইভাবে মাসখানেক আগে খারিজ হয়ে যাওয়া উপাচার্যদের সেই সময়ের বেতন ও প্রাপ্য সুযোগসুবিধা যদি 'অবৈধ' হবার কারণে ফেরত চায় কেউ, তাও কি খুব সমীচীন হবে? এই ঘটনায় আমরা স্তম্ভিত এবং আশ্চর্য এই ভেবে যে এই নির্দেশ আসলে বলবৎ করা হচ্ছে আমাদেরই সহকর্মী শিক্ষকদের উদ্দেশে। এঁরা কেউই এই পদের আবেদনকারী ছিলেন না। রাজ্য সরকারের বেআইনী নিয়োগ আর আইনানুগভাবে যথাযথ সময়ে পূর্ণ সময়ের উপাচার্য নিয়োগ না হবার কারণেই এই পরিস্থিতি। আমরা মনে করি এই নির্দেশ সরকারি ক্ষমতার এক জঘন্য প্রকাশ যা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে একরকমভাবে নিজের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তির উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ বাড়তে পারে কিন্তু শিক্ষার সামগ্রিক স্বার্থে পরিস্থিতির কোন ইতিবাচক বদল হবেনা। সরকার এবং আচার্যের অসুস্থ টানাপোড়েনে এইরকম পদক্ষেপ কার্যত শিক্ষক সমাজেরই অপমান। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং শিক্ষকদের সম্মানজনক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হবার সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৯৪ সংখ্যা, বুধবার, ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০

নির্বাচন মানেই রক্ত ঝরা

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন আসা মানেই হল রক্ত ঝরা। রক্ত না ঝরলে নির্বাচন হয় না পশ্চিমবঙ্গে তা নিয়ে বহু কথা শুনতে হয়েছে। শুরু হয়ে যায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ। ক্ষমতা দখলের লড়াই। পাঁচ বছর নিশ্চিত হওয়ার ক্ষমতা দখল করার জন্য ভোটে জিততে তাই নিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র বের হতে বেশি সময় নেয় না। পুলিশকে সব দিকে নজর রাখতে হয়। নির্বাচন কমিশনের কথা অনুসারে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ করার কথা বলা হয়ে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন শান্তিপূর্ণ উপায়ে করার কথা বলে থাকেন। কিন্তু এক শ্রেণি কট্টর রাজনৈতিক সমর্থকেরা রয়েছেন তাঁর কিন্তু একটু অন্য ধরনের কথা বললেই মাথা গরম করে ফেলে। তারা দলীয় নির্দেশকে মান্য করে চলে। দলের নেতাদের কথা ওঠ বস করে। তারাই কিন্তু বিরোধী দলের রাজনৈতিক আদর্শকে গ্রহণযোগ্য বলে গ্রহণ করে না। বিরোধী দল বলে বাংলায় কিছু থাকতে পারে না এই রকম মনোভাব গ্রহণ করে চলে এখনকার রাজনৈতিক তাত্ত্বিক নেতারা। তারা বলে থাকেন বিরোধী দল আবার কি? তারা জনগণের ভোট দরবারে গিয়ে পরাস্ত হয়েছে। জনগণ তাদেরকে পচ্ছন্দ করে নি। ভোট না পেয়ে ক্ষমতা দখল করতে পারেনি। তাদের আবার কথা বলার অধিকার কারা দিল? কে তাদের কথায় কান দিচ্ছে। ক্ষমতায় যারা বসে রয়েছে তারাই হচ্ছে প্রকৃত জন প্রতিনিধি। তারাই জনগণের সেবা করতে বিধানসভা থেকে শুরু করে লোকসভা এবং পঞ্চায়েত ভবনে উপস্থিত। এর পরে আবার কেন বিরোধী দলের কথাকে গ্রহণ করা হবে। যাদের জনগণের কাছে কোনও গুরুত্ব নেই তাদের কেন বিরোধী দলের তকমা দিয়ে তাদের কথাকে গুরুত্ব দিতে হবে। কোনও বেশি রকমের কথা না বললেই ভালো। বিরোধী দল বলে কোন কিছুই থাকতে পারে না। ১৯৭১ সলের পর বাংলার নির্বাচনের এই রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। এর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া খুবই মুশকিল। কলকাতা পুরসভায় কোনও বিরোধী দল ছিল না। বিধানসভায় বিরোধী দল ছিল না। বিরোধী নেতা বলে এক সময়ে কিছু ছিল না। পরে বিজেপি বিরোধী দল হিসাবে তকমা পেল। তাদের কথাকে শাসক দল বেশি পচ্ছন্দ করে না। তার ফলে সংঘাত দেখা দিতে শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন বেশি করে রক্ত ঝরতে দেখা যায়। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পঞ্চায়েত দখল যে দল করতে পারবে তাদের হাতেই রাজ্যের ক্ষমতা থাকবে। সেই কারণে পঞ্চায়েত দখল করতে রাজনৈতিক দলের মধ্যে এত বেশি মন কষাকষি। রক্ত দিয়ে লিখে যাব আমাদের নাম এই রকম মনোভাব গ্রহণ করে পঞ্চায়েত নির্বাচন বাংলায় হয়ে থাকে। বিরোধী কোনও প্রার্থী থাকা চলবে না। রাজনৈতিক ক্ষমতাবান দলের নেতারাই এলাকা আগে থেকে দখল করে থাকে। যে দলের রাজনৈতিক ক্ষমতা যে গ্রামীন অঞ্চলে বেশি তারাই পঞ্চায়েতে আসন দখল করে থাকে। এটাই হয়ে আসতে শুরু করেছে। পুলিশকে এর জন্য কম ঝামেলা পোহাতে হয় না। বহু ঝামেলা সামাল দিতে হয়। তাদের চোখে ঘুম থাকে না। কোনও রকম পঞ্চায়েতে নির্বাচন নিয়ে সংঘর্ষ করা চলবে না বলে জোরদার প্রচার করতে শুরু করে দেয় পুলিশ প্রশাসন। নির্বাচন কমিশনও এখন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করতে শুরু করে দিয়েছে।

বাংলা স্কুল উঠে যাচ্ছে

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক সময়ে বাংলার গ্রামাঞ্চলে বাংলা বিদ্যালয় খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহু প্রাথমিক স্কুল তৈরি করে গিয়েছিলেন। সেই সব প্রাথমিক স্কুলগুলিতে পড়াশুনা করানোর জন্য বাংলা পাঠ্য পুস্তক রচনা করে গিয়েছিলেন। 'বর্ণ পরিচয়' রচনা করেছিলেন। 'বোধদয়' রচনা করেছিলেন। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বই রচনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারও স্কুল স্থাপন করতে বেথুন সাহেবকে সহযোগিতা করেছিলেন। মহিলাদের জন্য স্কুল তৈরি করতে বেথুন সাহেবকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাঁর দুই কন্যা সন্তানকে বেথুন স্কুলে ছাত্রী করিয়েছিলেন। এইভাবে স্কুল গড়ে তোলার মানসিকতা সেই সময়ে বাংলার মনীষীদের মধ্যে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। প্যারীচাঁদ সরকার ফাস্ট বুক রচনা করলেন যাতে অতি সহজেই ইংরজি ভাষা বাংলার ছেলে মেয়েরা শিখতে পারে। তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়বাদের উত্থান করা। ভারতবাসী হিসাবে মাথা তুলে যাতে জনগণ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার জন্য স্কুল তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই সময়ে বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার প্রসার বৃদ্ধি লাভ করে। বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা শুরু হল আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস এবং আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের হাত ধরে। অক্ষয় কুমার দত্তও এই পথের পথিক ছিলেন। আচার্য জগদীশ বোস তৈরি করলেন বসু বিজ্ঞান মন্দির। ভগিনী নিবেদিতা এই বসু বিজ্ঞান মন্দির তৈরি করতে অর্থ জোগাড় করে দিলেন। ভারতবাসীরা বিজ্ঞান চর্চা করে যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা এবং জগদীশ চন্দ্র বোস। বিজ্ঞান চর্চার শ্রীবৃদ্ধির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজাবাজারে সায়েন্স কলেজ নির্মাণ করলো। আজকে সেখান থেকে হাজার হাজার ছেলে বিজ্ঞান চর্চা করে পাশ করে বিশ্বের দরবারে নাম করতে শুরু করে দিয়েছে। বসু বিজ্ঞান মন্দির থেকে বহু বিজ্ঞান মেধাবি ছাত্র পাশ করে বিশ্ব বিজ্ঞান চর্চায় নাম করতে শুরু করে দিয়েছে। এই ছিল বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা চিত্র। এই সব মেধা তৈরি হয়েছিল প্রাথমিক স্কুল থেকে। সেই প্রাথমিক স্কুলগুলিকে এখন বন্ধ হযে যেতে শুরু করেছে। আজকে ছাত্রদের অভাবে স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করেছে। স্কুল ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। পড়াশুনা করার মানসিক শক্তি এখন আর ছাত্রদের নেই বলতে গেলে চলে। তারা এখন ফঁাকি দিয়ে পড়াশুনা করতে চায়। এটাই তাদের লক্ষ্য। বেশ কিছু সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলের নেতারা এখন ছাত্র সংগঠনকে মজবুত করতে উৎসাহ দিচ্ছেন। তারা ছাত্র আন্দোলন করতে ছাত্রদের উস্কানি দিতে শুরু করেছেন। ক্লাস বয়কট করতে বলছে। এমনকী স্কুল বন্ধ করে দিতেও উৎসাহ দিচ্ছে। তার ফলে বাংলার শিক্ষার মান ক্রমশ নিচের দিকে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। যে বাংলা স্কুলে ভর্তি হওয়া খুবই কষ্টকর ছিল এখন সেখানে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র নেই।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

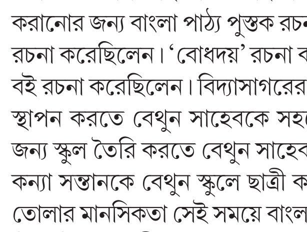

শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রাণাম নিয়ত
মাথা ঠেকিয়ে পায়
নিজের ভাল হলেও কিন্তু তাঁর
আয়ুটি ক্ষয়েই যায়।
শরীরটা তোর লম্বা যত ততখানি
ভুঁই বাদ, করলে প্রণাম পাবি
প্রাণে আনন্দ-প্রাসাদ।

স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম চিন্তা

স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেন পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

বিপ্লবী রাসবিহারীর রাজনৈতিক জীবন দর্শন

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর) দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেই তাঁর পিতা চন্দননগরে নিয়ে এলেন স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্র রাসুকে। তিনি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে রাসুকে চন্দননগরের বিখ্যাত ডুপ্লে কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়ে উচ্চ শিক্ষিত করাবেন। রাসুর কাঁধে হাত রেখে পিতা বিনোদ বিহারী বলেন, "Rasu, you must learn to tame the turmoil within your heart and mind. That will enrich you and make you a stronger person"। কিন্ত শৈশবে যে দীক্ষাগুরু ঠাকুরদার কাছ থেকে যে স্বদেশি মন্ত্র লাভ করেছিলেন তাকেই অবলম্বন করেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলেছেন। পিতার কথাকে গুরুত্ব না দিলেও অবজ্ঞা করেননি। যার ফলে তিনি সরকারি চাকরি গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং পাশাপাশি গোপনে বিপ্লবী দলের হয়ে কাজ করতেও শুরু করেন খুবই সতর্ক হয়ে। পরে রাস বিহারী যখন জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন পিতা সব কিছু জানতে পারেন। তার আগে তিনি পুত্রের স্বদেশি আন্দোলনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। পিতার কথাকে অমান্য না করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বাধ্য হন সরকারি চাকরিতে অংশ গ্রহণ করতে। আবার স্বদেশি মন্ত্র যা লাভ করেছিলেন তাঁর ঠাকুরদার কাছ থেকে তাকেও পালন করেছিলেন। একদিকে তাঁর পিতামাতার মন রেখে চলা এবং অন্য দিকে তাঁর বিপ্লবী চেতনা এই দুয়ের মধ্যে একটি একটি ভারসাম্য অবস্থা তাঁকে করতে হয়েছিল। তিনি খুবই শক্ত ধাতের মানুষ ছিলেন বলেই সব কিছুকেই এক সঙ্গে সামাল দিতে পেরেছিলেন। পিতা স্বাধীনতার পক্ষে থাকলেও তিনি আবার বিপ্লবী আন্দোলনের ভক্ত ছিলেন না। তাঁর পুত্র রাসুকে যাতে স্বদেশি আন্দোলন গ্রাস না করে তার দিকে লক্ষ্য রাখতেন। আবার রাসু পিতার অজান্তে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। দেরাদুনে সরকারি কাজ করতে গিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনে জন্য বেশি সময় ব্যয় করতে পারছিলেন না। ফলে স্বতঃস্ফূর্ত স্বদেশি আন্দোলনে ব্যাঘাত এসে উপস্থিত হচ্ছিল। সে যাই হোক তা নিয়ে পড়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। চন্দননগরে ডুপ্লে কলেজের ছাত্র থাকালীনই তাঁর বন্ধু হলেন শ্রীশ চন্দ্র ঘোষ। দুই বন্ধুই ছিলেন সুবলদহ গ্রামের বাসিন্দা। দুই বন্ধুই চন্দননগরে এসে উপস্থিত হয়েছেন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে। সাহেব শিক্ষকতে অপমান করার অপরাধে প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র থাকালীন সুভাষ চন্দ্র বোস যে রকমভাবে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন রাস বিহারীর ক্ষেত্রে অনেকটা সেই রকম ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়। ডুপ্লে কলেজের শিক্ষক এডওয়ার্ড গোমসের মতের সঙ্গে মেলাতে পারলেন না রাসু। ছাত্র রাসবিহারীর কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে শিক্ষক গোমস কলেজ অধ্যক্ষ চারু চন্দ্র রায়ের কাছে অভিযোগ করলেন। তারপর থেকে অধ্যক্ষ চারু চন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় গভীর হতে থাকে। ইতিমধ্যে তিনি কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। পরিবর্তে এসেছেন নতুন অধ্যক্ষ। রাস বিহারী তখন নবম শ্রেণির ছাত্র। সেই সময়ে সেখানকার শিক্ষক হাওয়ার্ড রথম্যানের ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশ করলে তার প্রতিবাদ করেছিলেন রাসবিহারী। তা নিয়ে কলেজে বিশাল হইচই। রথম্যান মনে করতেন যে বখতিয়ার খিলজি বাংলা দখল করেছিলেন মাত্র সতেরো জন অশ্বারোহী সেনা নিয়ে। ইংরেজদের বাংলা শাসন একটি আর্শীবাদ বলে গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষকের এই কথার প্রতিবাদ করেন রাসবিহারী। তাঁর প্রতিবাদী বক্তব্য ছিল যে বখতিয়ার খিলজি যখন এসেছিলেন তখন তাঁর বহু অস্ত্রধারী সেনা ছিল। বাংলা তখন প্রস্তুত ছিল না। বাংলার সন্তানরা ভীরু নয়। তবে একটি সময়ে সারা বিশ্বের কাছে প্রমাণ করে দেবে বাংলা যে উপনিবেশবাদ আর বেশি দিন চলবে না। রাসুর এই ধরনের উক্তির ভিত্তিতে পরের দিন অধ্যক্ষের কক্ষের রাসবিহারীর উপস্থিতিতে বিচার সভা বসল। সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে রাসবিহারীকে আর ডুপ্লে কলেজে রাখা চলবে না। ডুপ্লে কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষকেরা এ ব্যাপারে নীরব ছিলেন। তখন রাসবিহারী নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে এই স্কুলে আর থাকবেন না। উপস্থিত সকলের সমানে তিনি কয়েকটি কথা বলে কলেজ ত্যাগ করেন, "I reject the allegations. It is Mr. Rathman who inflicts heinous abuse upon Indians. I had simply put forth my objection. Yes, I did, because I am proud of my birth and ethnicity, as a son of Mother India. Moreover, I won't allow you an oppertunity of expelling me. Before that, I myself am leaving..' (A life story of Rash Behari Basu by Kshitish Chandra Das)। পিতার কাছেএই সংবাদ পৌঁছাতে বেশি দেরি হয়নি। তাঁর ওপরে অসন্তুষ্ট হলেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে পুত্রকে আর চন্দননগরে রাখা চলবে না। এবারে তাঁকে কলকাতার কোনও স্কুলে ভর্তি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পিতা বিনোদ বিহারী তাঁকে মর্টন স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু ভর্তি করে দিলে কী হবে তাঁর মাথায় ভূত চেপেছে যে তিনি ব্রিটিশ সেনা বিভাগে সেনানী হয়ে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে চান। গোপনে আবার তিনি শুরু করলেন সেনা বিভাগে আবেদন করতে। সেনা বিভাগে আবেদন করে কোনও লাভ হল না। সেনা বিভাগে প্রবেশ করতে গেলে যে লোক পরিচিতি থাকার খুবই প্রয়োজন। বাংলাকে বিশ্বাস করে না ব্রিটিশ। তারা বাংলাকে পাশ কাটিযে যায়। ফলে রাসু যা চেষ্টা করছে তা কোনও দিন সফল হতে পারবে না যদি না তাঁকে হয়ে কেউ অনুমোদন না করে। অবশেষে একজনের পরিচয়ের মাধ্যমে ফোর্ট উইলিয়ামে চাকরি পেলেন কেরানীর। সেই কাজে রাসু মন ছিল না। তিনি তো সেনা হওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছেন। সেনা অফিসের কাজে তাঁর মন বসবে কেন? ফলে তিনি কী ভাবে সেনা হওয়া সম্ভব এবং সেনা হতে গেলে কী কী প্রয়োজন ইত্যাটি সম্পর্কে কৌতুহল প্রদর্শন করতে থাকেন। সেনা বিভাগের নিয়ম রয়েছে কাজের বাইরে বেশি কৌতুহল প্রকাশ করা চলবে না। ১৮ বছরের কিশোর রাসু তা করতে গিয়ে সেনা অফিসারদের সন্দেহের দৃষ্টিতে পড়ে গেলেন। তাঁকে একজন সেনা অফিসার ডেকে পরিস্কার করে বলে দিলেন বাংলা থেকে সেনা হওয়া চেষ্টা করা বৃথা। কারণ বাংলাকে বিশ্বাস করেন না ইংরেজ প্রশাসন। এই আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখার প্রয়োজন রয়েছে যে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বরোদাতে গিয়ে সেখানকার সেনা বিভাগে নাম লিখিয়েছিলেন। অরবিন্দ তখন বরোদায়। তিনিই সেই সুযোগটা করে দিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পরে অরবিন্দের নির্দেশে কলকাতায় এসে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গুপ্ত সমিতির সদস্যদের সামরিক শিক্ষা দিতেন। (ক্রমশ)

মেসির কী এবার ঘরে ফেরা'র পালা ?

আর্জেন্টিনাবাসীরা যেমন মারাদোনাকে মনে রেখে দিয়েছে অজীবন ঠিক সেই রকম মেসিকে দেশের প্রতিটি ফুলবল প্রেমিকেরা মনে রাখতে শুরু করে দিয়েছে। শুধু ফুটবল প্রেমীরা কেন সব আর্জেন্টিনাবাসীরা মেসিকে দ্বিতীয় ঈশ্বর মনে করে থাকে। মারাদোনা প্রথম ঈশ্বর। আর মেসি হয়েছেন দ্বিতীয় ঈশ্বর। ফুটবল বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এবারে মেসির ঘরে ফেরার পালা। তাঁর উচিত হচ্ছে মাঠে ফুটবল না খেলে নিজেকে দক্ষ প্রশিক্ষক হিসাবে গড়ে তোলা। নতুন নতুন প্রতিভাবান ফুটবল খেলোয়াড় তৈরি করা। তাহলে মেসির নাম ফুটবল ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। মারাদোনা ফুটবল থেকে বিদায় গ্রহণ করে তিনি আর ফুটবল জগতে ফিরে আসতে পারেননি। ভালো ফুটবল প্রশিক্ষক হিসাবে নামও করতে পারেননি। তিনি ফুটবলকে ভালোবাসলেও কিন্তু পরে তিনি ক্রমশ হতাশ হয়ে মানাসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। মেসির ক্ষেত্রে সেটা যাতে না হয় তার জন্য ফুটবল বিশেষজ্ঞরা বলতে শুরু করেছেন এখন আর মেসির মাঠে ফুদল খেলার দক্ষতা দেখানোর কোনও প্রয়োজন নেই। তিনি ইচ্ছা করলে ভলো ফুটবল প্রশিক্ষক হতে পারবেন। কিন্তু কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ পাইয়ে দিয়ে তিনি এখন নিজের বাজার দরকে যাচাই করতে শুরু করে দিয়েছেন। নিজেই স্থির করতে পারছে না কোনও দলের হয়ে শেষ জীবনটা কাটাবেন। সেই কারণে বারবার তিনি দল বদল করতে শুরু করে দিয়েছেন। ফরাসি ত্যাগ করে তিনি আবার বার্সেলোনাতে ফিরে আসছেন বলে জানতে পারা গেল। তাঁর স্ত্রী আস্তোলেনা রোকুজ্জো বার্সেলেনার জার্সি পরিহিত মেসির ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করে লিখেছেন, এবারে ঘরে ফিরে চলো। আর নয় বিশ্ব ভ্রমণ। সেই বার্তা দেখে সকলেই মনে করতে শুরু করেছেন যে মেসি ক্যাম্প ন্যুকে ফিরতে চলেছেন। মেসির বাবা বার্সেলোনার সভাপতি জোয়ান লাপোর্তার বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখান তাঁর পিতার সঙ্গে বার্সেলোনার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কী কথা হয়েছে তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা গিয়েছে যে আলোচনা ইতিবাচক হয়েছে। তবে তাঁপ পিতা সাংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন যে মেসি আবার এই ক্লাবে ফিরতে চায়। তা নিয়েই আলোচনাা হয়েছে। প্যারিসে সঁ জরমেঁর এক শ্রেণি দর্শকেরা

মেসির ছেলেকে লক্ষ্য করে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতে শুরু করে দিয়েছিল। তাঁর পিতা বলেছেন, পিএসজির সমর্থকেরা লিও পুত্রকে নিয়ে নিম্নমানের বিদ্রুপ করেছে। যে কারণে মানসিক দিক দিয়ে আঘাত পেরেছেন। আমি চাই না লিও এই রকম একটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে থাকুক। সেই কারণে পুত্রের প্যারিস ত্যাগ করা উচিত। পিতা আরও জানান যে মেসি নাকি দুই বছর বন্দি জীবন কাটিয়ে ছিলেন। স্ত্রী পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে এইভাবে থাকা যায় না। চিন থেকে ফিরে আসলেই মেসি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন কবে তিনি বার্সেলোনাতে যোগ দেবেন। মেসি এখন চিনে গিয়েছেন সেখানে আর্জেন্টিনার হয়ে খেলতে। দেশের জার্সিতে আবার খেলতে দেখা যাবে। আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি বলেছেন, দেশের হয়ে মেসি খেলতে শুরু করলে আবার মানসিক শক্তি অর্জন করতে থাকবে। তারপরে যদি ও বার্সায় ফেরে তাহলে খুবই আনন্দের কথা। প্রেসিডেন্ট লাপোর্তা বলেছেন যে মেসির জন্য সব সময়ে দরজা খোলা রয়েছে। সেই কারণে তাঁকে গ্রহণ করাটা কোনও বিরক্তির কারণ হবে না। এদিকে স্পেনের একজন সাংবাদিক দাবি করলেন যে লিওনেল মেসি বেকহ্যামের ক্লাব ইন্টার মিয়ামিতে যোগ দিতে পারেন। সেই রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এদিকে ফরাসি সংবাদ মাধ্যম দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে যে মেসি বিশাল অঙ্কে টাকায় সোদি আরবের ক্লাব আল হিলালে সই করেছেন। কিন্তু প্যারিস ত্যাগ করে কোন ক্লাবে নাম লেখাবেন তা অবশ্য জানতে পারা সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর পরিবার বলতে শুরু করেছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন স্বয়ং মেসি। এদিকে স্পেনের সাংবাদিক বলেছেন মিয়ামিতে এক বছর খেলার পর তারপরে মেসি বার্সায় ফিরে যেতে পারেন। তবে যেভাবে মেসি আবার টাকার লোভে একের পর এক ক্লাব ত্যাগ করে ফুটবল জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছেন তাতে মেসির সুনামে খানিকটা কালো দাগ লাগতে শুরু করেছে যেটা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল মারাদোনার মধ্যে। মারাদোনা রক্ষা পেযে গিয়েছিলেন ফিদেল কাস্ত্রোর জন্য। মেসির পাশে তাঁর পিতা রয়েছেন বটে। কিন্তু মারাদোনার মতো সেই দিকে পা বাড়ালে তাতে মেসিরই সুনাম নষ্ট হবে। আর কারোর কোনও ক্ষতি হবে না। সে সম্মান লাভ করেছেন মেসি ফুটবল জগতে তাকে রক্ষা করা উচিত। সেই কারণে বলা হচ্ছে মেসিকে তিনি ময়দানী ফুটবল ত্যাগ করে দক্ষ প্রশিক্ষক হয়ে দেখা দিন। প্রশিক্ষক হওয়ার সময় তাঁর এসে গিয়েছে। সেই দিকে তিনি নজর রাখতে তাঁর সুনাম বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

বাম, কংগ্রেস এবং বিজেপি বিরদ্ধে লড়াই তৃণমূলের

এবারে নির্বাচন কমিশন থেকে বলা হয়েছে মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে গেলে নির্দিষ্টি কারণ দেখাতে হবে। কেন প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করলেন তার কারণ দর্শাতে হবে। নাহলে কিন্তু মনোনয়ন প্রতাহার করা যাবে না। পশ্চিমবঙ্গে বাম দলের কোনও বিরোধী দল হওয়ার মতো যোগ্য নেই। সেই কারণে তারা এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে আসন দখল করতে। যেসব স্থানে বাম দলের ভিত অতি শক্ত হয়ে রয়েছে দল থেকে বলা হয়েছে তারা যেন সেখান পঞ্চায়েত ভোটের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করে। কংগ্রেস বাম দল যৌথভাবে এবারে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তার ফলে তৃণমূল কংগ্রেসকে তিনটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নির্বাচনী লড়াই করতে হবে। বাম, কংগ্রেস এবং বিজেপি বিরদ্ধে তাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। ত্রি শক্তির বিরুদ্ধে একা তৃণমূল কংগ্রেস কীভাবে লড়াই করে জয়লাভ করে সেটাই সবাই দেখার অপেক্ষায় বসে রয়েছে। এদিকে আদালত বলতে শুরু করেছে ৯ জুন থেকে ১৫ জুন ছয় দিনের মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া পর্যাপ্ত সময় নয়। নির্বাচনকে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নির্বাচনে মোতায়েন করা যাবে না। আদালত এখন এই সব বিষয় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে আদালত এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। কংগ্রেস বিজেপি দল পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় সীমা বৃদ্ধি করার পক্ষে রয়েছে। সময় সীমা বৃদ্ধি করে ১৪ জুলাই করা যায় কিনা তা নিয়ে চলছে ভাবনা চিন্তা। নির্বাচন কমিশন থেকে বলা হয়েছে যে সকাল এগারো থেকে তিনটে পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা নেওয়ার কথা লেখা রয়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এখন আদালত কী বলে তার ওপরে পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে গ্রাম বাংলার বাইক বাহিনী তৎপর হতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এলাকা যার মস্তানি তার। ফলে সেখানেই বেশি করে সংঘাত দেখা দিতে শুরু করেছে। এদিকে বাম দল আবার তাদের পঞ্চায়েত ক্ষমতা দখল করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। বাম দলের শক্তিই ছিল পঞ্চায়েত শাসন। তারপরে ধীরে ধীরে তারা পুরসভা এবং রাজ্য সরকারের ক্ষমতা দখল করে। কৃষি আন্দোলনের ওপরে ভিত্তি করেই বাম দল বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল। সেই কৃষকদের দিয়েই তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী বাম দলকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। এবারে আবার বাম দলের নেতারা কৃষকদের ওপরে নির্ভর করে বাংলার পঞ্চায়েত রাজকে দলের পক্ষে নিয়ে আসার জন্য মরিয়া। এখন দেখা কাদের দখলে থাকে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত রাজ?

পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে ভাবলাম যাই, একটু দীঘা ঘুরে মনটা তৈরি করে আসি

পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে ভাবলাম যাই, একটু দীঘা ঘুরে মনটা তৈরি করে আসি। গেলাম। আর দীঘায় গিয়ে এবার একটা নতুন বাখান শিখলাম। শেখাবো, আপনাদেরও শেখাবো...গ্যাঁড়া বলেছে, বাখান ভাগ করে দিতে খেতে হয়, তাতে বাখানের উন্নতি হয়। তার আগে একটু প্রেক্ষাপট বলে নিই। সকাল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা হবে। নিউদীঘায় স্নানের লাইনে অন্তত হাজার তিনেক হাফপ্যান্ট নাইটির ভিড়। সমুদ্রের জল তখনও বেশ কিছুটা বালিয়াড়ি বাঁচিয়ে দূরে ঢেউ জমাচ্ছে। আমি দুটো কুকুরের পিছু পিছু স্নানের ঘাটকে পিছনে রেখে এগিয়ে গিয়েছি অনেকটা দূরে, ঐ ঢেউসাগর পার্কটার থেকেও বেশ খানিকটা দূরে। পাড়ের ত্রিকোণাকৃতি সিমেন্টের স্ট্রাকচার গুলো থেকে জল অনেকটা দূরে তখনও। আমি তেমনই একটা পিলার দখল করে বসে ঢেউ গুনছি, কিছু কেমন ঢেউ পছন্দ হলে দরদাম করছি, পছন্দ না হলে ফেরৎ দিয়ে সেম কালারের অন্য ডিজাইনের নতুন ঢেউ দেখাতে বলছি। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। খেয়াল করলাম, ইতিমধ্যে আমার আশে পাশে আরও বেশ কয়েকজন এসে বসেছে। বেশিরভাগই মোবাইলে সমুদ্র দেখতে আসছে, মানে সমুদ্রের দিকে মোবাইল তাক করে স্ক্রীণে চোখ। ডাইরেক্ট সমুদ্রে প্রচন্ড এলার্জি বোধ হয়। একটি বাচ্চা ছেলে এসে আমার পাশের পিলারে বসল। পাশেই তার বাবা মা দাদু দিদা, কিন্তু বাচ্চাটা কেমন যেন ঠিক স্বতস্ফূর্ত নয় বলেই মনে হল। একটু মুডি ভাব, গম্ভীর ভাবে গালে হাত দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। ঐ হয় না, বাচ্চা পছন্দের খেলনা কিনে দিতে বললে গার্জেন যদি না কিনে দেয় তাহলে একটা রাগ অভিমানের প্রেক্ষাপট আসে, ঠিক তেমনই একটা অভিব্যক্তি। ভাবলাম ভাব জমাই, তার আগেই তার মা এসে ফোন ধরিয়ে দিয়ে বললেন,'এ লে, মাসিমনি ফোন কচ্চে। কথা বল...'মাসিমনির কথা শুনতে পাইনি, তবে ছেলেটিকে ঠোঁট উল্টে বলতে শুনলাম,-'বাপিও হাপ্প্যান পলেতে, মাম্মাও হাপ্প্যান পলেতে, দাদু দিদুন থবাই হাপ্প্যান পলেতে, থুদু আমাকেই গদা গদা জিনছেল প্যান পলিতে...'বাবু একটু সরে বসো তো, ঐ ঐ পাশের টায় গিয়ে বসো হ্যাঁ!'অনুপ্রবেশ ঘটল আমার নায়ক নায়িকা আর ভিলেনের। এক বছর পঁয়তাল্লিশের স্থুলাকায় ভদ্রমহিলা, বগলে ততোধিক শীর্ণ বছর পঞ্চাশের এক ভদ্রলোককে প্রায় টেনে নিয়ে এসে দখল করল আমার পাশের দুটো পিলার। প্রায় আশি কেজির ভদ্রমহিলা হাউসকোট পরে আছেন, চল্লিশ কেজির ভদ্রলোক যথারীতি ট্রাকসুট আর স্যান্ডোগেঞ্জি। এই গেল নায়ক নায়িকা। আর আমার ঠিক তিনটে পিলার ডানদিকে আর এক ভদ্রমহিলা একা এসে বসেছেন। ইনি মানে দ্বিতীয় ভদ্রমহিলা একাই আছেন, চুপচাপ বসে সমুদ্র দেখছেন। এক হাতে বিস্কুট ছিল, কুকুর দুটোকে ডেকে কিছু দিলেন, কিছু টুকরো করে ভাসিয়ে দিলে কাকগুলো এসে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল। অন্য হাতে সিগারেটের প্যাকেট, ঘটনায় ইনিই ভিলেন। যাইহোক, ওদিকে হাউসকোট কাকিমা আগের বাচ্চাটাকে সরিয়ে বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁকা করে নিয়েছেন। একটা বড় ব্যাগের ভেতর থেকে মোবাইল বের করে কাকুর হাতে দিলেন। আমার আর কি, চুপচাপ বসে সমুদ্র দেখতে দেখতে মাঝেমধ্যে এসবও নজর আসছিল। হয় না, যে আপনি বাজারে গেছেন পেঁয়াজ কিনতে, পাশে আলু আছে দেখে একবার হাত বুলিয়ে নিলেন। গেছেন জামা কিনতে, দুটো প্যান্ট ও দেখে নিলেন। এই আর কি। কাকু ব্যাগ খুলে দাঁড়িয়ে আছেন, কাকিমা একে একে জিনিসপত্র বের করছেন। একটা ছোট্ট আয়না দিলেন কাকুর হাতে, সেই আয়নাতেই চোখে কাজল লাগালেন, লিপস্টিক সহ আরও নানান প্রসাধনী মেখে চুল খুলে রেডি হলেন। কাকু ব্যাগপত্র সরিয়ে রেখে মোবাইল বাগিয়ে স্ট্যান্ডবাই মোডে। পরমুহুর্তেই আমার ব্ল্যাক আউট! ভদ্রমহিলা বেমালুম হাউসকোট খুলে ভদ্রলোকের কাঁধে ঝুলিয়ে দিলেন, ভেতরে স্কিন কালারের স্কিনটাইট ইয়ে!

হেরিটেজ

স্ট্যাচু অব লিবার্টি

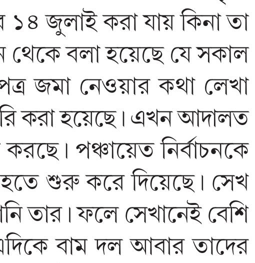

আমেরিকার সবচেয়ে সেরা সম্পদ হচ্ছে 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি'। স্বাধীনতা প্রতীক। এটা শুধু আমেরিকার গর্ব নয়, এটা এখন সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশের গর্ব। ফ্রান্সের লোকজন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে এটাকে উপহার দিয়েছিল। স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের সর্বজনীন প্রতীক হিসবে এই স্ট্যাচুটি স্বীকৃত। ১৮৮৬ সালে আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছিল ফ্রান্স। হাডসন নদীর মুখে যেখানে জাহাজ নোঙর করে সেখানে মশাল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি'। ফ্রান্সের বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে উৎসর্গ করা হয়েছিল ২৪ অক্টোবর ১৮৮৬ সালে। ভাস্কর্য এবং কাঠামার নক্সা তৈরি করেছিলেন ফেড্রিক বারথোল্ডি এবং গুস্তাব আইফেল, যিনি ফ্রান্সের আইফেল টাওয়ার তৈরি করেছিলেন। 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি 'দেখতে হলে নিউ জার্সিতে নামতে হবে। এর আয়তন ১২ একর। উচ্চতা ৯২.৯৯ এম। দর্শনার্থীর সংখ্যা প্রতি বছরে ৪,২৩৫,৫৯৫ জন। আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ এবং প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ সম্মান দিতে ফ্রান্স সরকার এই 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' দিয়েছে আমেরিকাকে। আসলে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্বীকৃতি দিয়েছে ফরাসি দেশের জনগণ। ফেটারনিটি, ইক্যুলিটি এবং লিবার্টি নিয়ে ফরাসি দেশে রাজবিদ্রোহ হয়েছিল। পরে সেই বিদ্রোহ থেকে জন্ম গ্রণ করে গণতান্ত্রিক ফরাসি সরকার। পরে যদি নেপোলিয়ন ফরাসি বিদ্রোহের পর সম্রাট হয়েছিলেন। কিন্তু ফ্রান্স কোনও সময়ে গণতন্ত্রকে ভুলে থাকতে পারেনি। তারা সব সময়ে চেষ্টা করে দিয়েছে গণতান্ত্রিক ফরাসি স্থাপন করতে। বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে ফরাসিদের। তারা সেই কারণে প্রতিটি স্বাধীন দেশকে সম্মান জানায়। ফরাসি বিপ্লবী আন্দোলনকে গ্রহণ করে বিশ্বের বহু দেশ স্বাধীন হয়েছে। তার মধ্যে আমেরিকা, ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা রয়েছে।

নির্বাচনের আগে বিধিভঙ্গের অভিযোগ কান্দি ব্লক অফিসে

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ১৩ জুন ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন চলছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। এমত অবস্থায় 'মডেল কোড অফ কন্ডাক্টে'র বিধিভঙ্গের অভিযোগ উঠল কান্দি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরের বিরুদ্ধে। কান্দি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় সরকারিভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রচার লক্ষ্য করা গেল, আর যার পরই পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিধিভঙ্গের অভিযোগ খোদ বিডিও অফিসের দিকে। এই ঘটনায় বিরোধীরা সোচ্চার হয়েছেন। বিডিও অফিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কংগ্রেস নেতা তথা কান্দির প্রাক্তান বিধায়ক সফিউল আলম খান বলেন, সরকার এবং তৃণমূল মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। আসলে সরকারি অফিসাররা তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়েছে। সিপিএম এবং বিজেপির পক্ষ থেকে এই ঘটনায় তারা নির্বাচন কমিশনারের দ্বারস্থ হবেন বলে জানান। অন্যদিকে কান্দি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি ওসমান গনি বলেন, এই পোস্টার-ব্যানার তৃণমূল কংগ্রেস ওখানে লাগায়নি। বিডিও অফিস লাগিয়েছে তারাই বলতে পারবে কেন লাগিয়েছে। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য এই পোস্টার ব্যানার আগে থেকেই লাগানো ছিল। মন্তব্য করেন তিনি। তবে নির্বাচন ঘোষনার পরও মমতা ব্যানার্জীর ছবি বিডিও অফিসে রয়েছে তা জানতে পেরে সরিয়ে ফেলার আশ্বাস দেন। কান্দি মহকুমা নির্বাচনী আধিকারিক তথা কান্দি মহকুমা শাসক নবীন কুমার চন্দ্রকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি এই বিষয়ে কিছু জানি না, তবে যদি এরকম ধরনের কিছু ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে আমি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। স্বভাবতই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আবহে কান্দি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে এই ধরনের পোস্টার-ব্যানার ঘিরে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগে সরগরম কান্দির রাজনীতি।

সিপিএম প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা নিশ্চিত করলেন তৃণমূল বিধায়ক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৩ মে ঃ সিপিএমের মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে সোমবার বাম-তৃণমূলের ধস্তাধস্তির অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার একদিন পরেই মঙ্গলবার বর্ধমান ২ নং ব্লকের বড়শুলের বিডিও অফিসে পুনরায় মনোনয়ন জমা দিতে আসা সিপিএম নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেন বর্ধমান উত্তরের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক নিশীথ কুমার মালিক। ইতিমধ্যেই বড়শুলের ঘটনায় ন'জন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার শক্তিগড়ের বিডিও কার্যালয়ে আসেন নিশীথ মালিক এবং তিনি নিশ্চিত করেন যাতে সিপিএম প্রার্থীদের মনোনয়ন পেশ করতে বা প্রচার করতে কোনও সমস্যা না হয়। নিশীথ মালিক এই প্রসঙ্গে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আমরা নির্দেশ পেয়েছি, রাজ্যের সর্বত্রই যাতে বিরোধীরা মনোনয়ন পেশ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে। তাই, আজ আমি নিজে এসেছি, কোনও অনভিপ্রেত ঘটনা যাতে না ঘটে। আমার এলাকায় যদি বিরোধীদের মনোনয়ন পেশ করতে কোনও সমস্যা হয়, তাহলে আমার অনুরোধ, তারা যেন সরাসরি আমাকে জানান। বিডিও কার্যালয়ে উপস্থিত সিপিএম নেতা সাগর মল্লিক এই পদক্ষেপের জন্য তৃণমূল নেতা নিশীথ মালিককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আজ আমরা শান্তিপূর্ণভাবেই নিজেদের মনোনয়ন পেশ করতে পেরেছি। যদিও ইতিমধ্যেই অধিকাংশ ডিসিআর পেশ করা হয়ে গিয়েছে, তা সত্ত্বেও মনোনয়ন পেশ করতে কিছুটা সময় লাগছে। নিশীথ মালিককে আমি অনুরোধ করব, এই প্রক্রিয়াটি যাতে দীর্ঘায়িত হয়ে অধিক সময় না লাগে, সেই বিষয়েও তিনি হস্তক্ষেপ করুন। তবে বিধায়কের এই গান্ধিগিরিতে আপ্লুত সিপিএম কর্মীরা।

বদলার অঙ্কে বগটুইয়ে দ্বিতীয় সংসদেও প্রার্থী স্বজনহারাদের

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৩ জুন ঃ ভাদু শেখের খুনের বদলায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে পুড়ে মরতে হয় দশজনকে। সেই স্বজনহারানো পরিবারেরা এখন রাজনৈতিকভাবে বদলা নিতে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন সোমবার ও মঙ্গলবার পরপর দুই দিনই বগটুই গ্রামের দুই সংসদে। মঙ্গলবার রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লক অফিসে বগটুই সংসদে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ালেন বড়শাল পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভাদু সেখ খুনের মূল অভিযুক্ত পলাশ শেখের মা মেরিনা বিবি। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আমার পরিবারের সদস্যদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছে। আমার নির্দোষ ছেলেকে জেলে ভরেছে। জনগণের রায়ে আমি তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ভোটে দাঁড়িয়েছি। তার দাবি, একসময় সকলে তৃণমূল কংগ্রেস করতেন। কিন্তু ওদের অত্যাচারে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। মেরিনা বিবির মা নুরনেহার বিবি এবং বোন রুপালি বিবি বগটুই গণহত্যা কাণ্ডে মারা গিয়েছেন। সোমবার মিহিলাল শেখ, সীমা খাতুন নামে তার পরিবারের এক গৃহবধূকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা করান। সেই মিহিলাল শেখের পরিবারের আরও একজন মহিলা মেরিনা বিবি বগটুই গ্রাম সংসদ পদে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। প্রসঙ্গত, গত ২১ মার্চ পানাগড়-মোড়গ্রাম ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে রামপুরহাট বগটুই মোড়ে বোমা মেরে খুন করা হয় রামপুরহাট এক নম্বর ব্লকের বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভাদু শেখকে। তারপরই খুনের বদলা নিতে বগটুই গ্রামে একাধিক বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরদিন সকালে শিশু ও মহিলা সহ সাতজনের পোড়া মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। অভিযোগ ওঠে, পেট্রল ঢেলে তাদের পুড়িয়ে মারা হয়েছে। পরে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরও তিন জন মহিলার মৃত্যু হয়। ভাদু শেখ খুনের কয়েক দিন পরই সামনে আসে সিসিটিভি ফুটেজ। সেই ফুটেজ দেখে চারজনকে গ্রেফতার করে সিবিআই, তার মধ্যে অন্যতম পলাশ শেখ। সেই পলাশ শেখের মা মেরিনা বিবি আজ বগটুই সংসদের বিজেপির প্রার্থী। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বগটুই গ্রামে বিজেপির সংগঠন না থাকলেও মেরিনা বিবির দাবি, তিনি জিতবেন। গ্রামের মানুষের সম্মতি নিয়ে তিনি ভোটে দাঁড়িয়েছেন, বলে তাঁর দাবি। এখনও রাজ্যবাসীর মনে টাটকা ২০২২ সালের বগটুই গণহত্যার স্মৃতি। গণহত্যার পরই তোলপাড় হয়ে ছিল রাজ্য রাজনীতি। বীরভূমের রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বরশাগ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান তৃণমূল নেতা ভাদু শেখকে খুনের ঘটনার পর চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। এরপরই রাতের অন্ধকারে বাড়িতে পুড়িয়ে মারা হয় ১১জনকে। বাতাসে ভাসছিল পোড়া লাশের গন্ধ। ঘটনার পর সিবিআই তদন্ত শুরু করে। এই ঘটনার পর স্বজনহারা পরিবারের পক্ষ থেকে তৃণমূলের মিহিরলাল শেখ শুভেন্দুর সভায় গিয়ে বিজেপিতে যোগদান করেন।

ধর্নায় মহিলারা

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১৩ জুন ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও কুৎসা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে, পাশাপাশি ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা সহ অন্যান্য খাতে বাংলার প্রাপ্য টাকা অবিলম্বে দেওয়ার দাবিতে ধর্ণা বিক্ষোভে সামিল হল মুর্শিদাবাদ জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার বহরমপুরে কান্দি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত চলে এই ধর্ণা বিক্ষোভ। রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নির্দেশ অনুসারে এই ধর্ণা বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। মূলত বাংলার প্রতি বঞ্চনার প্রতিবাদে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূলের এই ধর্ণা বিক্ষোভ শুরু হয়েছে আজ রাজ্য জুড়ে বলে জানিয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী শাহনাজ বেগম।

তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৩ জুন ঃ তৃণমূল দলের টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসে যোগদান করলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি সাম তাবরেজ ওরফে বাবু। গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়া এলাকায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। সেই যোগদান সভায় গোয়ালপোখর ব্লকের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি কংগ্রেসে যোগদান করেন। তার হাতে কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন প্রদেশ কংগ্রেসের সহ সভাপতি তথা চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক আলী ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর। যোগদানকারী যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি সাম তাবরেজ ওরফে বাবুর অভিযোগ, দলের নেতৃত্বরা তাকে তৃণমূলের জেলা পরিষদের টিকিট দেওয়ার কথা বলে ছিল। কিন্তু দল তাকে টিকিট না দেওয়া আজকে কংগ্রেসে যোগদান করেন তিনি। অন্যদিকে পাল্টা তৃণমূলের কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি ফিরোজ খানের দাবি তিনি ব্লকের যুব সহসভাপতি থাকা সত্ত্বেও দলের কাজে সক্রিয় ছিলেন না। মিটিং মিছিলে যেতেন না। এবং তাকে তৃণমূলের কেউ কোনও জেলা পরিষদের টিকিটের জন্য আশ্বাস দেয়নি। তাছাড়া এই যোগদানে তৃণমূলে উপর কোনও প্রভাব পড়বে না বলে তিনি জানিয়েছেন। যদিও এই যোগদান অনেকটাই প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

তৃণমূলের সৌজন্য দেখলেন দিলীপ

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৩ জুন ঃ সৌজন্য দেখালো শালবনি। রাজনীতির রঙ ভুলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল তৃণমূল। তীব্র দাবদাহে হাঁসফাঁস বিজেপি সাংসদের কাছে পানীয় জল নিয়ে এগিয়ে গেলেন তৃণমূল কর্মীরা। মঙ্গলবার এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকলো শালবনি বিডিও অফিস। মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি ব্লকের বিডিও অফিসে বিজেপি প্রার্থীদের নমিনেশন করাতে এসেছিলেন মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। অতিরিক্ত গরম ছিল এদিনও। হাঁসফাঁস অবস্থা সকলের। আর তখনই দেখা গেল তাকে জল এবং ওআরএস খাওয়ালেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। সাংসদ দিলীপ ঘোষ এজন্য তৃণমূল কর্মীদের ধন্যবাদও জানাতে ভোলেননি। সেই সঙ্গে তারা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন কিনা তাও তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের কাছ থেকে খোঁজখবর নেন। সাংসদ দিলীপ ঘোষ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের বলেন, আপনারা নমিনেশন জমা দিন। আমাকে ঠান্ডা জল এবং ও আরএস খাওয়ানোর জন্য আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দিলীপ ঘোষকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা জানান, তারা মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন। শালবনি বিডিও অফিসে মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা অবশ্য ঘটেনি। হাসিমুখে সবাই বিডিও অফিসে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। মঙ্গলবার দিলীপ ঘোষকে অন্য ভূমিকায় দেখল শালবনি বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকার মানুষ। তিনি শালবনির তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের ব্যবহারে খুশি বলেও জানান। এরপর তিনি বিজেপির নেতা ও কর্মীদের পাশাপাশি যারা পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের প্রার্থী হয়েছেন তাদের সাথে কথা বলেন। শালবনি বিডিও অফিস প্রাঙ্গনে উপস্থিত সকলের সাথে কুশল বিনিময় করে তিনি শালবনি বিডিও অফিস প্রাঙ্গণ থেকে নিজের গাড়িতে করে অন্য এলাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু এক মহিলার

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১৩ জুন ঃ পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার রঘুনাথপুর ২নম্বর ব্লকের জোরাডি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উকা গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক মহিলার মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যুর ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃত ঐ মহিলার নাম কল্যাণী মল্লিক (৪১)। বাড়ি উকা গ্রামের মল্লিক পাড়াতে। ঘটনা সূত্রে জানা যায় অন্যান্য দিনের মত মঙ্গলবার সকালে কল্যাণী দেবী গ্রামের অদূরে একটি পুকুর পাড়ে শিব মন্দির পরিস্কার করতে আসেন। ঐ শিব মন্দিরের পাশেই একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে হাত দিতেই তিনি বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হন। ঐ সময় সামনের পুকুরে থাকা এক মহিলা ঘটনাটি দেখতে পেয়ে তাকে বাঁচাতে গেলে তিনিও বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হন। ঘটনাটি গ্রামবাসীদের নজরে আসতেই কোনভাবে তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় চেলিয়ামার বাঁন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে কল্যাণী মল্লিককে মৃত বলে ঘোষণা করেন ঐ হাসপাতালের চিকিৎসকরা। রঘুনাথপুর থানার পুলিশ চেলিয়ামার বাঁন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ঐ মহিলার দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ঘটনা ঘিরে শোকের ছায়া উকা গ্রামজুড়ে।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পিন-৭১১১০১ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লিউডি/এমইএস/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থার রেজিস্ট্রিকৃত সমের অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন [illegible]

[illegible]

(HWH-98/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

শিয়ালদহ ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে পণ্যের স্টল

এক স্টেশন এক পণ্য প্রকল্পের অধীনে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ দেশজ পণ্য নিয়ে কাজ করেন এমন ব্যক্তিবিশেষ, সেলফ্ হেল্প গ্রুপস্ (এসএইচজি), সমাজের প্রান্তিক অথবা দুর্বল শ্রেণী প্রভৃতিদের থেকে শিয়ালদহ ডিভিসনের দুটি স্টেশনে [illegible]

[illegible]

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন নং সিএমএম/ই-অকশন/এইচডব্লুএইচ/২০২২, তারিখ : ০৯.০৬.২০২৩ [illegible]

[illegible]

(HWH-97/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

সংশোধনী

নং : পিসিএমএম/সিএলডব্লু/ডিকেএনআই/ই-প্রোকিওরমেন্ট/কারিজেন্ডাম/২৩/০৯ তারিখ : ০৯.০৬.২০২৩। বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ প্রস্তুতকরণের কাজে উপকরণ সরবরাহের জন্য আহ্বান করা ই-টেন্ডারের প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সংশোধনী। সম্ভাব্য দরদাতাদের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in [illegible]

[illegible]

PR4-052

www.facebook.com/clwrailways

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার নোটিস

টেন্ডার নোটিস নং. পিসিএমএম/ সিএলডব্লু / ডানকুনি/ ই-প্রোকিওরমেন্ট/ ২৩/ ৩৪ তারিখ ঃ ০৮/ ০৬/ ২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে পিসিএমএম / সিএলডব্লু / ডানকুনি আহ্বান করছেন ইলেক্ট্রনিক দরপত্র প্রতিষ্ঠিত বিশ্বস্ত উৎপাদকের কাছ থেকে নিম্নলিখিত সামগ্রী যোগানের জন্য। উল্লেখিত ই-টেন্ডার যোগানের জন্য ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ নির্মান সামগ্রী। আগ্রহী / ইচ্ছুক যোগানদাতাদের অনুরোধ [illegible]

... ২০২৩, ₹ ০.০০। (১১৮), ৩৪২৩১১৯৫, বার ফিল্টার কিউবিকেল ডব্লুএজি-৯ লোকোমোটিভের জন্য, নকশা নং. ১২০৯-১৫.১৪৩-০০৪ পরিবর্ত-১২ (যোগানের সুযোগ ক্যাটাগরি নং. আর / ৯/০০৩৭, সিওডি নং. টি৩২২/০০০ এবং বি৩২২/০০৪ টেন্ডার খোলার তারিখে যা সিএলডব্লু ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত) টেন্ডার / নথি অনুসারে, ১৪/০৭/২০২৩, ₹ ০.০০। (১১৯), ৩৪২৩২৭৩৪, (১) কনটাক্টর টাইপ-৬, (২) কনটাক্টর কন্ট্রোল ইলেকট্রনিকস এবং কন্ট্রোল সার্কিট 'ওন' এর জন্য, (কনটাক্টর টাইপ-৪) সিএলডব্লু নির্দিষ্ট নং. সিএলডব্লু /ইএস/৩/০০৩৪/সি বা অত্যাধুনিক টেন্ডার / [illegible]

PR2/050

Like us on : www.facebook.com/clwrailways

Tender ID No(s):
2023_PHED_540178_1 to 2023_PHED_540178_34 and 2023_PHED_541881_1 to 2023_PHED_541881_20

e-tender is invited for e-NIT No: 10 & 11 of EE/BOL.M.D of 2023-24 for O & G of pumping machinery at different PWSS in the district of Birbhum. The details can be obtained from the web site http:\\wbtenders.gov.in and divisional notice board. BID sub end date and time (Online) : 21.06.2023 at 12.00 Noon for Tender No: 10. BID sub end date and time (Online) : 24.06.2023 at 12.00 Noon for Tender No: 11.

Sd/-E E /BOL.M.D./PHED

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows.

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
52/GPW/WBFDC/2023-24	Supply of Garden Materials for Maintenance of Landscaping & Beautification work at DSTPS/DVC, Andal.	14.06.2023 (10.00 AM)	22.06.2023 (05.00 PM)

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/Zone-III, KMC invites e-tender online percentage rate two part bid system for the following works:

(1) N.I.T. No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/83
Name of the Work : **Repairing of bustee lighting system at Kustia Masjid Bari Lane and different places in Ward no. 66, Borough-VII**; Estimate Amount : **Rs. 1,49,804.21**; Earnest Money : **3,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(2) N.I.T. No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/84
Name of the Work : **Improvement of street lighting system by energy efficient LED fittings at East Topsoa Road, Topsia Road and different places in Ward no. 66, Borough-VII**; Estimate Amount : **Rs. 4,98,651.14**; Earnest Money : **10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(3) N.I.T. No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/85
Name of the Work : **Supply and delivery of LED street light fittings at Picnic Garden Bye Lane and different places in Ward no. 66, Borough-VII**; Estimate Amount : **Rs. 4,96,923.00**; Earnest Money : **10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(4) N.I.T. No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/86
Name of the Work : **Improvement of street lighting system at Picnic Garden Road and surrounding area in Ward no. 66, Borough-VII**; Estimate Amount : **Rs. 4,99,538.93**; Earnest Money : **10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last date & Time of submission of Bid : **26.06.2023 at 12.30 p.m.** (for Sl. no. 1 to 4); Bid opening date for Technical Proposals : **28.06.2023 at 12.30 p.m.** (for Sl. no. 1 to 4); The bid forms and other details are available on and from **13.06.2023 at 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 4).

(5) N.I.T. No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/73
Name of the Work : **Repairing of street lighting system at different places in Ward no. 88**; Estimated Amount : **Rs. 1,98,107.46**; Earnest Money : **4,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(6) N.I.T. No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/74
Name of the Work : **Supply & delivery of LED street light fittings for different places in Ward no. 88**; Estimated Amount : **Rs. 4,96,654.00**; Earnest Money : **10,000.00**; Period of Completion : **15 Days**;

(7) N.I.T. No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/75
Name of the Work : **Renovation of street lighting system at Taratala Road, C.G.R. Road & other different places in Ward no. 80**; Estimated Amount : **Rs. 1,97,113.62**; Earnest Money : **4,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(8) N.I.T. No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/76
Name of the Work : **Repairing of street lighting system at different places in Ward no. 80**; Estimated Amount : **Rs. 1,97,154.02**; Earnest Money : **4,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(9) N.I.T. No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/77
Name of the Work : **Restoration of street lighting system at Hide Road, Sonai Bustee & Jinjira Bazar damage due to storm on 15.05.2023 in Ward no. 80**; Estimated Amount : **Rs. 3,82,992.00**; Earnest Money : **7,800.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(10) N.I.T. No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/78
Name of the Work : **Renovation of street lighting system at C.P.T. Colony & other different places in Ward no. 80**; Estimated Amount : **Rs. 2,98,107.56**; Earnest Money : **6,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(11) N.I.T. No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/79
Name of the Work : **Supply & delivery of LED street light fitting for different places in Ward no. 80**; Estimated Amount : **Rs. 4,93,700.00**; Earnest Money : **10,000.00**; Period of Completion : **15 Days**;

(12) N.I.T. No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/87
Name of the Work : **Improvement of bustee lighting system at 48, 49 Kalighat Road, 2B, Balaram Bose Ghat Road, 63, Harish Chatterjee Street & other bustee areas in Ward no. 73**; Estimated Amount : **Rs. 2,48,295.35**; Earnest Money : **5,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last date & Time of completion of Bid : **23.06.2023 up to 2 p.m.** (for Sl. no. 5 to 12); Tender Opening Date : **24.06.2023 at 2 p.m.** (for Sl. no. 5 to 12); The bid forms and other details are available on and from **13.06.2023 from 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 5 to 12).

(13) N.I.T. No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/80 (1st Call)
Name of the Work : **Improvement of street lighting system at 10B, Harish Mukherjee Road to 56, Harish Mukherjee Road in Ward no. 71**; Estimated Amount : **Rs. 2,49,862.89**; Earnest Money : **5,000.00**; Period of Completion : **20 Days**; Last date & Time of submission of Bid : **23.06.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 13); Bid opening date for Technical Proposals (online) : **23.06.2023 at 4 p.m.** (for Sl. no. 13); The bid forms and other details are available on and from **13.06.2023 at 4 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 13).

The Director General (Mechanical)/Roads, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) N.I.T. No.: KMC/ASPH/GG/BN-20/2022-23 (1st call)
Name of the Work : **Improvement of road from 95/2, Becharam Chatterjee Road to 44/5, Becharam Chatterjee Road in Ward no. 130, Borough-XIV, under Roads Mechanical Department**; Estimate Amount (including GST, Contingency & CESS) : **Rs. 4,84,143.47**; Earnest Money : **10,000.00**; Period of Completion : **15 Days**;

(2) N.I.T. No.: KMC/ASPH/GG/BN-21/2022-23 (1st call)
Name of the Work : **Development of road at Acharya Prafulla Chandra Bidyapith to 36/1 Dr. A. K. Paul Road in Ward no. 128, Borough-XIV, under Roads Mechanical Department**; Estimate Amount (including GST, Contingency & CESS) : **Rs. 4,91,701.87**; Earnest Money : **10,000.00**; Period of Completion : **15 Days**;

(3) N.I.T. No.: KMC/ASPH/GG/BN-23/2022-23 (1st call)
Name of the Work : **Development of road surface by lowering and allied civil works from P-199 Oxytown to P-184 Oxytown in Ward no. 127, Borough-XIV, under Roads Mechanical Department**; Estimate Amount (including GST, Contingency & CESS) : **Rs. 3,77,253.21**; Earnest Money : **8,000.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last date & Time of submission of Bid : **28.06.2023 at 12.30 p.m.** (for Sl. no. 1 to 3); Bid opening date for Technical Proposals : **30.06.2023 at 12.30 p.m.** (for Sl. no. 1 to 3); The bid forms and other details are available on and from **16.06.2023 after 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. no. 1 to 3).

(4) N.I.T. No.: KMC/RRD/GM03/23-24
Name of the Work : **Continuation of operation of different Road Rollers by engagement of drivers on contractual basis under Road Roller Department**; Estimated Cost : **Rs. 4,86,133.20**; Earnest Money : **10,000.00**; Period of Completion : **320 Days**; Last date & Time of submission of Bid : **24.06.2023 upto 11 a.m.** (for Sl. no. 4); Bid opening Date and Time for Technical Proposal : **26.06.2023 at 11 a.m.** (for Sl. no. 4); The bid forms and other details are available on and from **12.06.2023 at 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 4).

(5) N.I.T. No.: KMC/ASPH/GG/ASP-24/2022-23 (1st call)
Name of the Work : **Development of uneven road surface in front of S R K Memorial School in Ward no. 114, Borough-XI under Road's(M) Department**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,89,800.66**; Earnest Money : **6,000.00**; Period of Completion : **7 Days**;

(6) N.I.T. No.: KMC/ASPH/GG/ASP-05/23-24 (1st call)
Name of the Work : **Development of uneven road at West Chowbaga from B/27 West Chowbaga to B/21 West Chowbaga in Ward no. 108, Borough-XII under Road's(M) Dept.**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 3,99,971.11**; Earnest Money : **10,000.00**; Period of Completion : **7 Days**; Last date & Time of submission of Bid : **20.06.2023 at 5 p.m.** (for Sl. no. 5 & 6); The bid forms and other details are available on and from **13.06.2023 after 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 5 & 6).

(7) N.I.T. No.: KMC/ASPH/PB/KM-12/22-23 (1st call)
Name of the Work : **Development of road surface from premises no. 3/2 Indra Biswas Road to 59B Anath Nath Deb Lane in Ward no. 03, Borough-01, under Roads Mechanical Department**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,97,103.08**; Earnest Money : **10,000.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last date & Time of submission of Bid : **24.06.2023 at 11.30 a.m.** (for Sl. no. 7); Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **26.06.2023 at 11.30 a.m.** (for Sl. no. 7); The bid forms and other details are available on and from **14.06.2023 after 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 7).

CORRIGENDUM

NIT No. (1) LTG/33/54/VI/Z-II/23-24 (2) LTG/34/54/VI/Z-II/23-24 (3) LTG/35/61/VI/Z-II/23-24. Published in this Newspaper on 06.06.2023 (Key No. 232/23-24) (Sl. No. 1, 2 & 3) of **Electrical/Lighting/Z-II Department**. Last date and time of submission of bid will be read as **22.06.2023 upto 1 p.m.** instead of 14.06.2023 upto 1 p.m. (Sl. No. 1, 2 & 3).

275/23-24

Chandernagore Municipal Corporation

1.Tender No. WBMAD/CMC/COMMISSIONER/PWD/NIT-07(e)/2023-24, Dt-13.06.2023
Memo No. 3133/PWD/TENDER/23-24/07, Dt- 13.06.2023

Various Developments of Municipal Areas
For details, please visit the website- www.chandernagoremunicipalcorporation.in

Engineer
Chandernagore Municipal Corporation

Government of West Bengal
Office of the Block Development Officer
Sankrail Dev. Block, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Block Development Officer, Sankrail Dev. Block, invites e-tender for Preparation of DCRC, Counting Hall & allied works in connection with Panchayat General Election-2023 at Sankrail Dev. Block, Howrah vide following **Tender ID – 2023_ZPHD_542066_2.** The last date of online submission of the tender is **20.06.2023.** Intending bidders are requested to visit the website **https://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- Panchayat Returning Officer
& Block Development Officer
Sankrail Dev. Block, Howrah

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

রোজকার খাদ্যাভাসেই চুলের ক্ষতি করে থাকে, সাবধান হোন

''চুল তার কবে কার অন্ধকার বিদিশার নিশা।'' বিদিশার নিশার

মতো ঘন কালো চুল এখন অতীত বটে। নানা সমস্যায় জর্জরিত মাথার চুল। তাই চুল নিয়ে মেয়ে ও মহিলাদের বড়ই চিন্তা। কি করা যেতে পারে নিয়ে চিন্তা বেড়েছে। আর এর জন্য দায়ী আমাদের রোজকার কিছু অভ্যাস। এই অভ্যাসের মধ্যেই পড়ে খাবারের অভ্যাস। কী খাচ্ছেন, একটু ভেবে খান। কারণ এর প্রভাব আপনার সাধের চুলে পড়তে পারে। মিষ্টি খেতে অনেকেই ভালবাসেন। কিন্তু বেশি মিষ্টি খাওয়া উচিত নয়। তা যেমন শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক, তেমনই মাথার চুলের পক্ষে। শরীরে মিষ্টির পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে প্রদাহের সমস্যা দেখা দিতে পারে, আবার হরমোনের ভারসাম্যও বিগড়ে যেতে পারে। এতেই চুলের ক্ষতি হয়। চুল পড়ার সমস্যাও বেড়ে যেতে পারে। বর্তমান জীবনের ইঁদুরদৌড়ে রেডিমেড, প্রসেসড ফুডের চল বেড়েছে। কিন্তু এতে কখনও মেদ বেশি থাকে, কখনও ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয়। বেশি সময় ধরে এই ধরনের খাবার খেলে চুলের গোড়া দুর্বল হয়ে যেতে পারে। ফাস্টফুড অনেকেরই প্রিয়। একটু ক্রিস্পি চিকেন, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বা বার্গার হলে যাঁদের মন্দ হয় না তাঁরা জেনে রাখুন এতে আপনার চুলের মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। চুলের বৃদ্ধিতেও এই ধরনের খাবার বাধা সৃষ্টি করতে পারে। নুন শরীরে ভারসাম্য রক্ষা করে। কিন্তু এই নুন খাবারে বেশি হলে তা চুলের পক্ষে ক্ষতিকারণ। ডিহাইড্রেশনও হয়। কাঁচা নুন তো একেবারেই খাবেন না। এছাড়া অতিরিক্ত মদ্যপান যেমন শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর তেমনই চুলেও এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। ভাল চুলের মূল কথা পুষ্টিকর খাবার। শাকসবজি বেশি করে খাওয়া উচিত বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

পেঁয়াজের রসেই চিরতরে বন্ধ হবে চুল পড়া

অত্যধিক চুল ঝরছে? চুল পাতলা হয়ে গিয়েছে? কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। তা হলে পেঁয়াজের রস লাগান। চুলের নানা সমস্যা দূর করতে হেঁশেলের এই উপাদান একাই একশো! গবেষকরা বলছেন, পেঁয়াজের রসে আছে এমন উপাদান, যা চুলের যে কোনও সমস্যা দূর করতে পারে। সেই কারণে আজকাল নানা বিউটি প্রোডাক্টেও পেঁয়াজের ব্যবহার করা হচ্ছে। পেঁয়াজে রয়েছে ফলিক অ্যাসিড, সালফার এবং ভিটামিন সি-এর মতো শক্তিশালী উপাদান। সালফার চুল পড়া কমায়, চুল ঘন করে এবং নতুন চুল গজাতেও সাহায্য করে। তাছাড়া, পেঁয়াজে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, যা স্ক্যাল্প ইনফেকশন এবং চুলের অকাল পক্বতারোধ করে। এমনকি খুশকিও কমাতেও সাহায্য করে পেঁয়াজ। জেনে নিন কীভাবে? মুখ ভরছে দাগছোপে? রোজের এই ৮ অভ্যাসই ডাকছে বিপদ! পেঁয়াজের রস ও অলিভ অয়েল পেঁয়াজের রসের সঙ্গে অলিভ অয়েল মিশিয়ে স্ক্যাল্পে ও চুলে লাগান ভাল ভাবে। কিছুক্ষণ ম্যাসাজ করুন। দুই ঘণ্টা পর শ্যাম্পু করে নিন। সপ্তাহে একবার এটি চুলে লাগান। পেঁয়াজের এই হেয়ার মাস্ক স্ক্যাল্পে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, চুলের ফলিকল মজবুত করে এবং চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পেঁয়াজের রস, লেবুর রস ও ল্যাভেন্ডার অয়েল ৩ চা চামচ পেঁয়াজের রসের সঙ্গে ২ চা চামচ পাতিলেবুর রস এবং ২ চা চামচ ল্যাভেন্ডার এসেনশিয়াল অয়েল ভাল ভাবে মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণটি ৩০ মিনিট চুলে লাগিয়ে রাখুন। তারপর শ্যাম্পু করে নিন। সপ্তাহে একবার এই হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করুন। পেঁয়াজের তেল একটি সসপ্যানে ২ টেবিল চামচ নারকেল তেলের মধ্যে ৩ টেবিল চামচ পেঁয়াজের রস দিয়ে মিনিট পাঁচেক ফোটান। তেলটা ঠান্ডা হলে ছাঁকনিতে ছেঁকে নিন। তারপর স্ক্যাল্প ও চুলে ভাল ভাবে লাগিয়ে ফেলুন। কমপক্ষে ৩ ঘণ্টা চুলে রাখুন এই তেল। তারপর শ্যাম্পু করে নিন। সপ্তাহে একবার পেঁয়াজের তেল চুলে লাগান। পেঁয়াজের এই তেল চুলে পুষ্টি জোগায়, অকালে চুল পেকে যাওয়া রোধ করে এবং চুল পড়াও আটকায়। পেঁয়াজের রস ও মধু ১/৪ কাপ পেঁয়াজের রসের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে স্ক্যাল্পে লাগিয়ে নিন। মিনিট পাঁচেক ম্যাসাজ করার পর, আরও আধ ঘণ্টা চুলে রেখে দিন এই মিশ্রণটি। তারপর শ্যাম্পু করে ফেলুন। সপ্তাহে দু'বার এই হেয়ার মাস্ক লাগালেই ফল পাবেন হাতেনাতে! পেঁয়াজের রস ও টক দই একটি পাত্রে ৫-৬ টেবিল চামচ পেঁয়াজের রস নিন। তার মধ্যে দুই টেবিল চামচ টক দই মিশিয়ে মাথার ত্বক ও চুলে লাগান ভাল ভাবে। আধ ঘণ্টা পর শ্যাম্পু করে নিন। সপ্তাহে একবার এই প্যাক ব্যবহার করতে পারেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেল আসন্ন ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়ের কারণে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ১৩ জুনঃ পশ্চিম রেলের উপর আসন্ন ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা হবে। ট্রেন বাতিল ১। ১২৯০৫ পোরবন্দর-শালিমার এক্সপ্রেস, ১৪.৬.২৩ এবং ১৫.৬.২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা বাতিল থাকবে। ২। ১২৯০৬ শালিমার -পোরবন্দর এক্সপ্রেস, ১৬.৬.২৩ এবং ১৭.৬.২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা বাতিল থাকবে। ট্রেনের শর্ট টার্মিনেশন ৩। ২২৯০৬ শালিমার-ওখা এক্সপ্রেস, ১৩.৬.২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা সুরেন্দ্রনগরে সংক্ষিপ্তভাবে শেষ হবে। ৪। ১২৯০৬ শালিমার - পোরবন্দর এক্সপ্রেস, ১০.৬.২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা হাপাতে সংক্ষিপ্তভাবে শেষ হবে ট্রেনের সংক্ষিপ্ত উৎপত্তি ৫। ২২৮২৯ ভুজ-শালিমার এক্সপ্রেস, ১৩.০৬.২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রাটি আহমেদাবাদ থেকে সংক্ষিপ্ত হবে। ৬। ১২৯৪৯ পোরবন্দর- সাঁতরাগাছি এক্সপ্রেস, ১৬.৬.২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রাটি আহমেদাবাদ থেকে সংক্ষিপ্ত হবে।

Name Change

I, ANIRABAN RAY CHAUDHURI and ANIRBAN RAY CHOUDHURY is wrongly recorded in my School Certificate and Aadhaar Card. S/o- ADWAITYA RAY CHAUDHURI. Residing at Vill - Kaligram, Post- Kaligram, Ps- Chanchal, Dist- Malda, Pin- 732126, West Bengal. Shall henceforth be known as ANIRBAN RAYCHAUDHURI. That my name ANIRBAN RAYCHAUDHURI and ANIRBAN RAY CHAUDHURI and ANIRBAN RAY CHOUDHURY is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, AKHAREJUL SK is wrongly recorded in my Passport No- M5849919. S/o- KANTA SEKH. Residing at Vill - Namu bahara, Post- Tikepara, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742187, West Bengal. Shall henceforth be known as AKHREJUL SK. That my name AKHREJUL SK and AKHAREJUL SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ASMA BIBI (old name) W/O ABDUL HAI MOLLA residing at Chandbari Mr Para, PO-Chandbari, PS-Jibantala, Baruipur-743502 W B, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ACHHUMA BIBI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/06/2023. ASMA BIBI and ACHHUMA BIBI both are same and one identical person.

Name Change

I, JHURULLA SK is wrongly recorded in my Passport no- L6206953 S/o- IMAMUL SK. Residing at Vill - Nonadanga, Post- Mahalandi, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742180, West Bengal. Shall henceforth be known as JAHURULLA SK. That my name JAHURULLA SK and JHURULLA SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SHAFIUR RAHAMAN LASKAR (old name) S/O KORBAN ALI LASKAR residing SEULI PARA, DAKSHIN KASHI, PO-KHANKARBAZAR, PS-MAGRAHAT, Dist-Diamond Harbour-743355 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD SHAFIUR RAHAMAN LASKAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/06/2023. SHAFIURRAHAMAN LASKAR and MD SHAFIUR RAHAMAN LASKAR both are same and one identical person.

Name Change

I, AKTAR HALDAR (old name) S/O ANWAR ALI HALDAR residing at W-73 , HAZI RATAN LANE,PO BARTALA,PS NADIAL Dist-KOLKATA -7000182 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) AKTAR ALI HALDER, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/06/2023. AKTAR HALDAR and AKTAR ALI HALDER both are same and one identical person.

Name Change

I, AFTABUDDIN (old name) S/O DAUD HOSSAIN residing at U- 79/1, MEHERULLA SHAH DARGA LANE,Dist- KOLKATA- 700018, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) AFTABUDDIN MOLLA vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/06/2023. AFTABUDDIN and AFTABUDDIN MOLLA both are same and one identical person.

জেল্লা হারাচ্ছে ক্রমশ? মুখ ভরছে দাগছোপে? কি করবেন

ত্বকের কোমলতা ও জেল্লা ধরে রাখতে চেষ্টায় খামতি রাখেন না কেউই। নামীদামী পণ্য থেকে ঘরোয়া টোটকা, রূপচর্চার রুটিন থেকে বাদ যায় না কিছুই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ত্বক রুক্ষ ও নির্জীব হয়ে পড়ে। বলিরেখা, দাগছোপ, ব্রণ, ডার্ক সার্কেল দেখা দেয়। এত চেষ্টা করেও ত্বকের হাল ক্রমশঃ কেন খারাপ হচ্ছে, তার নেপথ্যে থাকতে পারে রোজকার কিছু বদভ্যাস। জেনে নিন, কোন কোন বদভ্যাসের কারণে ত্বকের ক্ষতি হয়। মেকআপ না তুলে ঘুমানো রাতে শুতে যাওয়ার আগে অবশ্যই ভাল ভাবে মুখ পরিষ্কার করুন। মেকআপ তুলে তবেই ঘুমাতে যান। সারা দিন ধরে ত্বকে প্রচুর ধুলোবালি, ময়লা, তেল, ঘাম জমতে থাকে। এগুলি ত্বকের ছিদ্র আটকে দেয়। যার ফলে ব্রণ, পিম্পল, ব্ল্যাকহেডস, হোয়াইটহেডস হতে পারে। তাই ঘুমানোর আগে ফেসওয়াশ বা ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করা জরুরি। **ত্বক ময়শ্চেরাইজ না করা ঃ** ঘুমাতে যাওয়ার আগে ত্বকে অবশ্যই ময়শ্চেরাইজার লাগান। হাইড্রেট এবং কোমল ত্বক পেতে হলে ময়শ্চেরাইজার লাগাতেই হবে। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের মতে, শোওয়ার আগে ময়শ্চেরাইজার লাগালে ত্বক আর্দ্র থাকে। তবে অবশ্যই আপনার ত্বকের ধরন অনুযায়ী ময়শ্চেরাইজার কিনুন। সারা রাত চুলে তেল লাগিয়ে রাখা চুলের পরিচর্যায় তেল লাগানো খুবই উপকারী। কিন্তু সারা রাত চুলে তেল লাগিয়ে রাখা খুবই খারাপ। চুলে সারা রাত তেল লাগানো থাকলে, ত্বকে তেল প্রবেশ করতে পারে। যার ফলে ত্বকের ছিদ্র আটকে যায় এবং ব্রণ - পিম্পল দেখা দেয়। শোওয়ার আগে মদ্যপান বিশেষজ্ঞদের মতে, ঘুমানোর আগে মদ্যপান করলে হ্যাংওভার তো হয়ই, এ ছাড়াও মুখ ফুলে যেতে পারে। অ্যালকোহল ডিহাইড্রেশনের কারণ এবং ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। যার ফলে ত্বকে খারাপ প্রভাব পড়ে। ত্বক সুস্থ রাখতে হলে মদ্যপান থেকে দূরে থাকুন, বিশেষ করে শোওয়ার আগে না পান করাই ভাল। ধূমপান করা সিগারেটে নিকোটিনের পরিমাণ বেশি। নিকোটিন ত্বকের বলিরেখা বা রিঙ্কেলসের সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। চামড়া কুঁচকে যায়। ত্বকে পর্যাপ্ত পুষ্টি এবং অক্সিজেনের সরবরাহ কমিয়ে দেয়। ত্বকে প্রয়োজনীয় কোলাজেন এবং প্রোটিন তৈরি হতে দেয় না। যার ফলে ত্বকের ক্ষতি হয়। ঘুম না হওয়া ত্বক ভাল রাখতে পর্যাপ্ত ঘুম হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাতে কোলাজেন তৈরি করে ত্বক। ঘুম ঠিকমতো না হলে ত্বকের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে। ত্বক নিস্তেজ হয়ে যায়, ডার্ক সার্কেল এবং ত্বকে প্রদাহ বাড়ে। তাই ত্বক সুস্থসবল রাখার জন্য রাতে ৭-৯ ঘণ্টা ভাল ঘুম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ত্বক অতিরিক্ত এক্সফোলিয়েট করা ত্বক ভেতর থেকে পরিষ্কার রাখার জন্য এক্সফোলিয়েট বা স্ক্রাব করা খুবই প্রয়োজন। স্ক্রাব ব্যবহার করার ফলে ত্বকের মৃত কোষ, ময়লা, ব্ল্যাকহেডস, হোয়াইটহেডস ইত্যাদি দূর হয়ে ত্বক মসৃণ হয়। কিন্তু অতিরিক্ত এক্সফোলিয়েট বা স্ক্রাব করলে ত্বকের বিরাট ক্ষতি হতে পারে। অত্যধিক ঘষাঘষির ফলে ত্বকে রুক্ষ-শুষ্কভাব, কালো দাগছোপ, পিগমেন্টেশন দেখা দিতে পারে। সপ্তাহে দু'বার স্ক্রাব করতে পারেন। সানস্ক্রিন ব্যবহার না করা সূর্যের ক্ষতিকারক UR রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করতে সানস্ক্রিন ব্যবহার অপরিহার্য। সানস্ক্রিন ত্বককে রোদে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা করে, ত্বকে বলিরেখা পড়তে দেয় না এবং ত্বকের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। এমনকি মেঘলা দিনেও সানস্ক্রিন প্রয়োগ করা উচিত।

হাওড়া মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেছেন জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ১৩ জুনঃ শহর ও শহরতলির সমস্ত চলমান মেট্রো প্রকল্পগুলি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে গতি পেয়েছে। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেল দক্ষ নেতৃত্বে এই প্রকল্পগুলির নিয়মিত

অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং মূল্যায়ন করা হচ্ছে এবং কাজ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কাজের অগ্রগতি দেখতে মহাব্যবস্থাপক ব্যক্তিগতভাবে প্রকল্পের স্থান পরিদর্শন করছেন। শ্রী পি উদয কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেল আজ অর্থাৎ ১৩.০৬.২০২৩ তারিখে গ্রীন লাইনের হাওড়া মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেছেন। এই পরিদর্শনের সময হাওড়ার ডিভিশনাল রেল ম্যানেজার শ্রী মনীশ জৈন এবং মেট্রো রেলের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাঁর সাথে ছিলেন। শ্রী রেড্ডি হাওড়া স্টেশনে মেট্রো রেল এবং পূর্ব রেল প্যাসেঞ্জার ইন্টারচেঞ্জিং পয়েন্টগুলি পরিদর্শন করেছেন। তিনি প্ল্যাটফর্ম স্ক্রিন দরজাগুলিও পরিদর্শন করেছেন যা ইনস্টল করা হচ্ছে। এই পরিদর্শনের সময়, শ্রী রেড্ডি ভূগর্ভস্থ হাওড়া স্টেশন, ট্র্যাকশন সাবস্টেশন, পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম, বায়ুচলাচল ও শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করেন। হাওড়া মেট্রো স্টেশন হতে চলেছে দেশের গভীরতম মেট্রো স্টেশন। এই পরিদর্শনকালে, তিনি স্টেশনের বিভিন্ন প্রযুক্তিগত পরামিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং সেখানে যাত্রীদের যে সুযোগসুবিধা দেওয়া হয় তার স্টক নেন। শ্রী রেড্ডি কাজের অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সকলকে মুলতুবি থাকা কাজগুলি নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যে শেষ করার পরামর্শ দেন।

'ইট রাইট স্টেশন' প্রমাণপত্র অর্জন করল গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন

মালিগাঁও, ১৩ জুন ঃ যাত্রীদের উচ্চমানের পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ এফএসএসএআই (ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথোরিটি অব ইন্ডিয়া)-এর পক্ষ থেকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনকে 'ইট রাইট স্টেশন' প্রমাণপত্র প্রদান করা হয়েছে। এফএসএসএআই-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নির্দেশনাগুলির যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন এবং এই মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মধ্যে এটিই প্রথম রেল স্টেশন হয়ে উঠেছে। এই প্রমাণপত্রটি ২ জুন, ২০২৩ থেকে ২ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, যাত্রীদের সুরক্ষিত ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার দেওয়া নিশ্চিত করার প্রচেষ্টায় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রঙিয়া, লামডিং, তিনসুকিয়া, আলিপুরদুয়ার জং. ও কাটিহারের মতো আরও স্টেশনকে ভবিষ্যতে গ্রহণ করার পরিকল্পনা করেছে এবং এফএসএসএআই-এর দ্বারা 'ইট রাইট স্টেশন'-এর স্বীকৃতি অর্জনের প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে গুণমানসম্মত খাদ্য সংরক্ষণ ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা রেলওয়ে স্টেশনগুলিকে এফএসএসএআই-এর দ্বারা 'ইট রাইট স্টেশন' প্রমাণপত্র প্রদান করা হয়। যাত্রীদের সুরক্ষিত ও স্বাস্থ্যকর খাবার দেওয়ার ক্ষেত্রে যে রেল স্টেশনগুলি মান নির্ধারণ করে তাদের এফএসএসএআই এই প্রমাণপত্র দিয়ে থাকে। এফএসএসএআই-এর তালিকাভুক্ত থার্ড-পার্টি অডিট এজেন্সির সিদ্ধান্তমর্মে স্টেশনকে এই প্রমাণপত্র দেওয়া হয়। প্রত্যেক ভারতীয়র জন্য সুরক্ষিত, স্বাস্থ্যকর ও টেকসই খাবার নিশ্চিত করতে দেশের খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তরের লক্ষ্যে এফএসএসএআই-এর এক বৃহৎমাপের প্রচেষ্টা 'ইট রাইট ইন্ডিয়া' অভিযানের একটি অংশ এই প্রমাণপত্র।

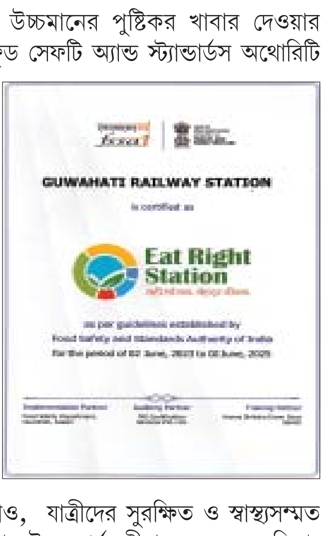

অনলাইন গেম নিয়ে আরও কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে কেন্দ্র সরকার

নয়াদিল্লি, ১২ জুন ঃ অনলাইন গেম নিয়ে আরও কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তিন ধরনের অনলাইন গেম নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা নিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। বেটিং, যে সব গেম মানুষের জন্য ক্ষতিকারক এবং যে সব গেমে আসক্তির সম্ভাবনা রয়েছে- মূলতঃ এই তিন ধরনের অনলাইন গেম নিষিদ্ধ করার ভাবনাচিন্তা করছে সরকার। সোমবার এ কথা জানিয়েছেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর। প্রযুক্তির দৌলতে অনলাইন গেমের জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বাড়ছে। অনেকেই অনলাইন গেমের প্রতি আসক্ত হচ্ছেন। আবার এই ধরনের গেমে অংশ নিয়ে অনেকেই প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে এ বার অনলাইন গেম নিয়ে পদক্ষেপ করার কথা ভাবছে সরকার। মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, কোন ধরনের অনলাইন গেমকে ছাড় দেওয়া হবে, তা ঠিক করতে একটি স্ব-নিয়ন্ত্রক সংস্থা তৈরি করা হবে। অনলাইন গেম নিয়ে এই প্রথম এই ধরনের পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। অনলাইন গেমের পাশাপাশি কৃত্রিম মেধা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) নিয়েও আলোচনা চলছে। গত শুক্রবার 'চ্যাটজিপিটি'র উদ্ভাবক সংস্থা ওপেনএআই-এর কর্ণধার স্যাম অল্টম্যানের সঙ্গে দিল্লিতে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই বৈঠকের পরই তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জানান যে, কৃত্রিম মেধায় লাগাম পরাতে চায় সরকার। মন্ত্রী জানিয়েছেন, কৃত্রিম মেধাকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। দেশের ডিজিটাল দুনিয়ার নাগরিকদের যাতে ক্ষতি না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা হবে।

সরকারি কর্মীর গাড়ি যোগীরাজ্যে পিষে দিয়ে গেল তিন কৃষককে

উত্তরপ্রদেশ, ১২ জুন ঃ চাষের ক্ষেতের লাগোয়া রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করছিলেন বয়স্ক তিন কৃষক। ভরসন্ধ্যায় মাঠ থেকে বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি চলছিল। আচমকাই সেখানে চলে আসে একটি গাড়ি। প্রবল গতিবেগে সেই গাড়ি ছুটে যায় কৃষকেরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক সেখানে দিয়েই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রক্তাক্ত অবস্থায় ছিটকে পড়েন তিন কৃষক। গাড়ির ধাক্কায় তিন জনেরই মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। সোমবার সন্ধ্যায় উত্তরপ্রদেশের কানপুরের ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, কানপুরের বিলহউর টাউনে এই দুর্ঘটনার জন্য যে গাড়িটি একজন সরকারি কর্মীর। অযোধ্যার পিডব্লিউডি বিভাগের এক প্রযুক্তিবিদের নামে রেজিস্ট্রেশন রয়েছে গাড়িটির। তবে পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সময় তিনি গাড়িতে ছিলেন না। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন অজিত কুমার পাণ্ডে নামের এক ব্যক্তি। পুলিশ গাড়িটি আটক করেছে। ওই গাড়ির চালককেও গ্রেফতার করেছে। উত্তরপ্রদেশের এই ঘটনায় লখিমপুর খেড়ির ঘটনার ছায়া দেখছেন অনেকে। সেই ঘটনায় ভিড়ে ঠাসা রাস্তা দিয়ে প্রবল গতিতে গাড়ি চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছিল কৃষক আন্দোলনের চার কৃষক-সহ মোট ৮ জনের। জখম হয়েছিলেন ১০ জনেরও বেশি। উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির পুত্রের বিরুদ্ধে গাড়ি চালানোর অভিযোগ ছিল। সোমবার কানপুরের ঘটনাটিতে পুলিশ জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের ওই সরকারি কর্মীর গাড়িটি চালাচ্ছিলেন তাঁর চালক। তবে তিনি মত্ত অবস্থায় ছিলেন। সম্ভবত সে জন্যই গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। বিলহউর টাউনের লখনউ- এটাওয়া রোডের এই ঘটনায় ঘটনাস্থলেই ৩ কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত কৃষকদের নাম সুরেন্দ্র সিংহ, আহিবরণ সিংহ এবং ঘাসিটে যাদব। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত কৃষকদের প্রত্যেকেরই বয়স ষাট বছরের উপরে। সড়ক পথ লাগোয়াই তাঁদের ফলের বাগান। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেই বাগানের পরিচর্যার কাজই করছিলেন তাঁরা। সেই সময়েই ঘটে ঘটনাটি।

নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে উত্তাল সমুদ্রে ৫ কিশোর, মুম্বইয়ের জুহু বিচে তলিয়ে মৃত ৩, নিখোঁজ এক

মুম্বই, ১২ জুন ঃ ''বিপর্যয়''-এর প্রভাবে সমুদ্র তখন উত্তাল, বড় বড় ঢেউ উঠছে। সেই সময়ে 'লাইফগার্ড'দের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সমুদ্রে নেমে তলিয়ে যায় মুম্বইয়ের ৫ কিশোর। এক কিশোরকে জল থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত নিখোঁজ এক'জন। ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বইয়ের জুহু বিচে। সাইক্লোন 'বিপর্যয়'-এর আগমনের জেরে মুম্বই এবং মহারাষ্ট্রের সমস্ত বিচে সাধারণের প্রবেশ আপাতত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই সমুদ্রে নেমে পড়ে পাঁচ কিশোর। সোমবার বিকেল সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে জেটির দিক থেকে সমুদ্রের কাছে হাজির হয় তারা। জেটিতে উপস্থিত লাইফগার্ড নিয়ম মাফিক বাঁশি বাজিয়ে তাদের চলে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু নিষেধ উপেক্ষা করে জেটিতে লুকিয়ে জলে নেমে পড়ে পাঁচ কিশোরই। সেই সময় আরব সাগর উত্তাল। কিছু ক্ষণের মধ্যে পাঁচ কিশোরই জলের তোড়ে ভেসে যায়। তা বুঝতে পেরে ছুটে আসেন 'লাইফগার্ড'। কিন্তু তত ক্ষণে ধরাছোঁয়ার বাইরে তারা। মঙ্গলবার বিকেলে বিএমসি জানিয়েছে, সোমবার জুহু বিচে তলিয়ে যাওয়া ৫ কিশোরের মধ্যে একজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং একজনের এখনও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ভাগলপুর-আনন্দ বিহার এক্সপ্রেস আজ পুনর্নিধারিত

কলকাতা, ১৩ জুনঃ সংশ্লিষ্ট ডাউন লিঙ্ক ট্রেনের দেরিতে আসার কারণে, ২২৪০৫ আপ ভাগলপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল গরীব রথ এক্সপ্রেস ভাগলপুর থেকে ১৫ টায় ছেড়ে যাবে। আজ (১৩.০৬.২০২৩) এর নির্ধারিত প্রস্থান সময়ে পরিবর্তে ১৩.৫৫ টায়। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত। অন্য দিকে যাত্রীদের ভালো আরামের জন্য, রেলওয়ে ২২৯১১ / ২২৯১২ ইন্দোর - হাওড়া- ইন্দোর শিপ্রা এক্সপ্রেস ১৭.১০.২০২৩ তারিখে এবং হাওড়া থেকে ১৯.১০.২০২৩ তারিখে ছেড়ে যাওয়ার জন্য দুটি (০২) এসি ৩- টায়ার ইকোনমি কোচ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

চিনা হ্যান্ড গ্রেনেড উদ্ধার

শ্রীনগর, ১২ জুন ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলায় লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিদের এক মদতদাতাকে গ্রেফতার করল সুরক্ষা বাহিনী। বান্দিপোরা জেলার হাজিন বাহারাবাদ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে লস্কর জঙ্গিদের ওই মদতদাতাকে। ধৃত জঙ্গির কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দু''টি চিনা হ্যান্ড গ্রেনেড। কাশ্মীর পুলিশ মঙ্গলবার সকালে জানিয়েছে, বান্দিপোরা পুলিশ, সেনাবাহিনীর ১৩ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস ও সিআরপিএফ-এর ৪৫ নম্বর ব্যাটেলিয়নের যৌথ অভিযানে বান্দিপোরা জেলার হাজিন বাহারাবাদ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে লস্কর জঙ্গিদের ওই মদতদাতাকে। তাদের কাছ থেকে দু''টি চিনা হ্যান্ড গ্রেনেড উদ্ধার হয়েছে। অস্ত্র আইনে রুজু করা হয়েছে মামলা।

মৃত দুই জঙ্গি

শ্রীনগর, ১২ জুন ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। যৌথ অভিযানে নিকেশ হয়েছে দুই সন্ত্রাসবাদী।

Name Change

I, ADWAITA RAY CHAUDHURI and ADWAITY ROY CHOWDHURY is wrongly recorded in my Voter Card and my son's Aadhaar Card. S/o- MANINDRANATH RAY CHAUDHURY. Residing at Vill - Kaligram, Post- Kaligram, Ps- Chanchal, Dist- Malda, Pin- 732126, West Bengal. Shall henceforth be known as ADWAITYA RAYCHAUDHURI. That my name ADWAITYA RAY CHAUDHURI and ADWAITA RAY CHAUDHURI and ADWAITY ROY CHOWDHURY is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, TAIBUR RAHAMAN (old name) S/O SAMSHER ALI MOLLA residing at Vill-Deuli, PS- Jibantala, Baruipur, Dist-(S) 24 Pgs 743502 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) TAIBUR RAHAMAN MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/06/2023. TAIBUR RAHAMAN and TAIBUR RAHAMAN MOLLA both are same and one identical person.

Name Change

I, RICHARD SUBHOJIT SARKAR is wrongly recorded in my School Certificate. S/o- SAJAL SARKAR. Residing at 69/3 S.N Banerjee Road, Kolkata, Pin- 700014, West Bengal. Shall henceforth be known as SUBHOJIT SARKAR. That my name SUBHOJIT SARKAR and RICHARD SUBHOJIT SARKAR is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, AYUSH R. PATEL (old name) S/O RAJESH PATEL residing at Bodhi, 5 th Floor, Flat 5A, 75 CHAKRABERIA ROAD NORTH, L.R. Sarani, Kolkata-700020 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) AYUSH PATEL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/06/2023. AYUSH R. PATEL and AYUSH PATEL both are same and one identical person.

Name Change

I, KHALEK SEIKH is wrongly recorded in my Son's Passport No- R5850336. S/o- HARUN AL RASHID. Residing at Vill - Bharatpur, Post- Bharatpur, Ps-Bharatpur, Dist- Murshidabad, Pin-742301, West Bengal. Shall henceforth be known as ABDUL KHALEK. That my name ABDUL KHALEK and KHALEK SEIKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, GAUTAM AGARWAL (old name) S/O DINESH KUMAR AGRAWAL residing at Flat-1B, Netaji Co-Op, CB-113, Premises No- 0/256, New Town, Action Area-1C, Bidhannagar-700156 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) GAUTAM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/06/2023. GAUTAM AGARWAL and GAUTAM both are same and one identical person.

Name Change

I, SEIKH MOHAMMED FAJLE HAQUE is wrongly recorded in my Son's Passport No-L2037715. S/o- ABDUL RAKIB. Residing at Vill - Bharatpur Kholifapra, Post- Bharatpur, Ps- Bharatpur, Dist- Murshidabad, Pin-742301, West Bengal. Shall henceforth be known as MD FAZLE HOQUE. That my name MD FAZLE HOQUE and SEIKH MOHAMMED FAJLE HAQUE is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SALAMA BIBI (old name) W/O SEKH SAHABUDDIN residing at PANCHUR GAZI PARA, JOLARDHAR, PO BIDHANGARH, DIAMOND HARBOUR-700066 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SALAMA BIBI SHAIKH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/06/2023. SALAMA BIBI and SALAMA BIBI SHAIKH both are same and one identical person.

Name Change

I, MD ROHIM MOMIN is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- NUR ISLAM. Residing at Vill - Chachanda, Post- Basudebpur, Ps- Samserganj, Dist- Murshidabad, Pin- 742224, West Bengal. Shall henceforth be known as RAHIM MOMIN. That my name RAHIM MOMIN and MD ROHIM MOMIN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, NAJIMADDIN SEKH (old name) S/O HAJI SEKH MORSALIM residing at PANCHUR GAZI PARA, JOLARDHAR, PO BIDHANGARH, DIAMOND HARBOUR-700066 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SEKH NAZIMUDDIN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/06/2023. NAJIMADDIN SEKH and SEKH NAZIMUDDIN both are same and one identical person.

Name Change

I, NURBAX SEKH is wrongly recorded in my Son's Passport No- K6215338. S/o- UMMAR SEKH. Residing at Vill - Beuchitala, Post- Beuchitala, Ps-Daulatabad, Dist- Murshidabad, Pin-742302, West Bengal. Shall henceforth be known as NURBAKAS MONDAL. That my name NURBAKAS MONDAL and NURBAX SEKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, NIKHAT PARVEEN alias LIKHAT PARVIN (old name) W/O MD MANJOOR ALAM residing at 11C Tiljala Shibtala Lane, 1st Floor, PO & PS: Tiljala, Kolkata-700039 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) LIKHAT PRAVIN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/06/2023. NIKHAT PARVEEN, LIKHAT PARVIN and LIKHAT PRAVIN both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Debasish Chakraborty, S/o Madhusudan Chakraborty, R/o: Flat: B4, 2nd Floor, Jeet Residency, Phase-II, 843, Madurdaha, E.K.T., Kolkata- 700107, West Bengal. My Last Name is wrongly spelled as Chakrabarty instead of Chakraborty, changed via Notary Affidavit Serampore Court, Hoogly. Henceforth, Debasish Chakraborty & Debasish Chakrabarty are same & identical person

Name Change

I, LALIT SHARMA (old name) S/O SHIV KUMAR SHARMA residing at 493/C/A, GT ROAD, PO- SHIBPUR, PS-JAGACHHA, PIN-711102, WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) LALIT KUMAR SHARMA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/06/2023. LALIT SHARMA and LALIT KUMAR SHARMA both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Aparna Chakraborty, W/o Debasish Chakraborty, R/o: Flat: B4, 2nd Floor, Jeet Residency, Phase-II, 843, Madurdaha, E.K.T., Kolkata- 700107, West Bengal. My Last Name is wrongly spelled as Chakrabarty instead of Chakraborty, changed via Notary Affidavit Serampore Court, Hoogly. Henceforth, Aparna Chakraborty & Aparna Chakrabarty are same and identical person

দেশ বিদেশের ২৫০ রকমের আম নিয়ে প্রথম ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যাল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ জুন ঃ ছাত্র- ছাত্রীদের কুইজ ক্লাবের পরিচালনায় আয়োজিত এই আম উৎসব প্রদর্শনীতে প্রায় ২৫০ প্রজাতির আম তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে বিশেষ কোহিনুর প্রজাতির আম।

রয়েছে থাইল্যান্ডের বিখ্যাত ডগ মাই নেম আম। এছাড়া দেশিয় তোতাপুরী, সূর্যপুরী, কমলাভোগ, কাঞ্চনকষা, ক্ষীরসাপতি, রাজভোগ সহ আরও অনেক দুর্লভ প্রজাতির আম প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি আম ভর্তা, আম দই, আম স্কোয়াশ, আম্পানা, আম জ্যাম, আমের আচার সহ প্রদর্শনীতে রয়েছে বিভিন্ন আমজাত দ্রব্য। প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ কর্মী সূর্যকমল বণিক, কাউন্সিলর দিলীপকুমার বর্মা, শিক্ষক সুজয়কুমার বর্মন সহ বিশিষ্টজনেরা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল ভাস্কর চক্রবর্তী বলেন, আম আমাদের অর্থনৈতিকভাবে কতটা প্রভাব বিস্তার করে তা নিয়ে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে বলেন, প্রথমবার জলপাইগুড়িতে এই আম উৎসব ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে ভীষণ সাড়া পাচ্ছি। ছাত্রদের পাশাপাশি শহরবাসীও খুব উৎসাহিত। আগামী বছর জলপাইগুড়ি শহরে আমরা তিন দিনব্যাপী আম উৎসবের আয়োজন করবো। ২৫০ টির বেশি প্রজাতির আম প্রদর্শন করা হবে। সেখান থেকে যে টাকা উপার্জন হবে তা আমরা দুঃস্থ ছাত্র- ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেব।

কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা এবং ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে আন্দোলন

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৩ জুন ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা এবং ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে এবার রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করলো কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। আজ কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোচবিহার ব্রাহ্ম মন্দির সংলগ্ন এলাকায় প্রতীকি ধর্ণা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের দাবি কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে বঞ্চনা করছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা পাচ্ছে না

সাধারণ মানুষ। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আবাস যোজনা টাকা। অতি দ্রুত সমস্ত বকেয়া টাকা প্রদান করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। পাশাপাশি এদিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদেও প্রতিবাদ জানায় মহিলা তৃণমূল। আজ কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোচবিহার ব্রাহ্ম মন্দির সংলগ্ন এলাকায় প্রতীকি ধর্ণা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের দাবি কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে বঞ্চনা করছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা পাচ্ছে না সাধারণ মানুষ। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আবাস যোজনা টাকা। অতি দ্রুত সমস্ত বকেয়া টাকা প্রদান করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। পাশাপাশি এদিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদেও প্রতিবাদ জানায় মহিলা তৃণমূল।

দেহ ব্যবসার নামে মেয়েদের ছবি পাঠিয়ে প্রতারণার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ জুন ঃ দেহ ব্যবসার নাম করে যুবতীদের ছবি পাঠিয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠলো দুই টোটো চালকের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর্দা ফাঁস করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)। গ্রেফতার করা হয়েছে দুজনকে। ধৃতদের নাম প্রশান্ত সাহা (৩১) এবং বাপী সূত্রধর(৩০)। দুজনই শিলিগুড়ির ভক্তিনগরের বাসিন্দা। অভিযুক্ত দুজনই বিবেকানন্দ রোডে টোটো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। গ্রাহকদের দেখেই যুবতীদের ছবি দেখিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিত তারা। এই ধরণের বেশকিছু অভিযোগ পায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নামে এসওজি। এরপরই এসওজি শিলিগুড়ির সেবক রোডে অভিযান চালিয়ে দুই প্রতারককে গ্রেফতার করে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ধৃত দুজনকে এদিন শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

তারকেশ্বরে সিলিন্ডার বোঝাই গাড়িতে ভয়াবহ আগুন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৩ জুন ঃ গ্যাস সিলিন্ডার গাড়িতে ভয়াবহ আগুন। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির তারকেশ্বরে কাড়ারিয়া রোডে। জানা যায়, প্রায় ৭০ থেকে ৮০ টি গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে গাড়িটি যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় ওই গাড়িটিতে হঠাৎই আগুন লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন লাগে গাড়িতে থাকা সিলিন্ডারে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরার ঘটনা স্থানীয়দের নজরে আসে। এলাকার মানুষজন খবর দেয় দমকল বিভাগ ও পুলিশকে। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ইঞ্জিন। ধীরে ধীরে ভয়ানক আকার নেয় আগুন। যা আতঙ্কের সৃষ্টি করে এলাকার মানুষজনের মধ্যে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল কর্মীরা। বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন স্থানীয়রা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই গাড়িটি তারকেশ্বরের দিকে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি এসে বাজারের পাশে একটি ফাঁকা জায়গায় গাড়িটি দাঁড় করিয়ে গ্যাস সিলিন্ডারগুলি নামিয়ে দেয় এবং পুলিশকে খবর দেয়। ভয়ানক আগুন লাগায় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি পৌঁছায় তারকেশ্বর থানার পুলিশ। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এসবিআই লাইফ গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডার খেতাব জিতেছে

১৩ জুন ঃ এসবিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্স, দেশের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রাইভেট লাইফ ইনসুরার, নতুন এআই টেকনোলজি, চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে। ইন্ডিয়া কা প্যাশন প্লেজ ক্যাম্পেইন চালু করেছে এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে একটি প্যাশন ক্যাম্পেইনের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত'-এর জন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের অ শিরোনাম নিজের নামে করেছে। সারাদেশের লোকেরা এই প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল, যেখানে ব্যবহারকারীরা তাদের পরিবারের আর্থিক প্রয়োজনের যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি তাদের প্যাশন অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি অনলাইন শপথ নিয়েছিল। ব্যবহারকারীদের তাদের প্যাশন অনুসরণ করার জন্য উৎসাহিত করতে, এসবিআই লাইফ এআইপ্রম্পট 'প্লেজ ওন মাইক্রোসাইট' লঞ্চ করেছে যা আর্থিক পরিষেবা সেক্টরে এই ধরনের প্রথম উদ্যোগ যেটি পার্সোনালাইজড প্লেজ তৈরি করার জন্য চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করেছে। মাইক্রোসাইট ব্যবহারকারীদের প্লেজ জেনারেশন প্রম্পটে মৌলিক তথ্য যেমন তাদের নাম, লিঙ্গ, যোগাযোগ নম্বর, ব্যক্তিগত প্যাশন আদি ভরার পরে তাদের একটি পার্সোনালাইসড প্লেজ তৈরি করার অনুমতি দেয়। ব্যবহারকারীরা একটি কাস্টমাইজড প্রতিশ্রুতি পেয়েন যা পরে একটি অডিও ফাইলে রূপান্তরিত হয়েছে।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর বাড়ি ফেরার পথে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু সিপিএম প্রার্থীর!

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৩ জুন ঃ মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর বাড়ি ফেরার পথে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু সিপিএম প্রার্থীর। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার শীতলকুচির খলিসামারি গ্রামের বাসিন্দা আয়েশা তাঁর ছেলের স্কুটিতে চেপে শীতলকুচি বিডিও অফিসে যান মনোনয়ন জমা দিতে। সিপিএম প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে আবার ছেলের স্কুটির পিছনের আসনে বসে বাড়ি ফিরছিলেন। বাউদিয়া বাজার এলাকায় একটি ডাম্পার দ্রুত গতিতে এসে তাঁদের স্কুটিতে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। মা ও ছেলে দু'জনেই রাস্তার এক ধারে ছিটকে পড়েন। আয়েশা বিবির মাথায় আঘাত লাগায় দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। সামান্য আহত হয়েছেন তাঁর ছেলে। এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন সিপিএম নেতৃত্ব। সিপিআইএমের জেলা কমিটির সদস্য সদানন্দ রায় বলেন, ''আয়েশা বিবি খলিসামারি ১৪৫ নম্বর বুথের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে একটি ডাম্পারের চাকার নীচে চাপা পড়ে মারা যান।'' তিনি এই দুর্ঘটনার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে দায়ী করেছেন। সদানন্দ আরও বলেন, ''প্রশাসনকে বার বার বলা হয়েছে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য। ওই এলাকায় যে ভাবে ডাম্পার যাতায়াত করে তাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে রাস্তায় চলাফেরা করাই বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। আমরা চাই, অতি দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার করে তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।'' দুর্ঘটনার প্রসঙ্গে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, ''মনোনয়ন জমা দিয়ে বাড়ির ফেরার পথে রাস্তার কাজে ব্যবহৃত ডাম্পার এবং স্কুটিটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। তাতে ঘটনাস্থলেই ১ জন মারা যান। এই বিষয়ে আমরা একটি অভিযোগ পেয়েছি। যদিও প্রাথমিক তদন্তে এটি একটি দুর্ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। ডাম্পারটিকে আটক করা হয়েছে। কিন্তু চালক পলাতক। তাঁর খোঁজ চলছে।''

''ওরা আমাকে কাজ করতে দিচ্ছিলো না!'' বিজেপিতে যোগ দিয়েই বললো চাঁপা মন্ডল

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৩ জুন ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে ক্রমাগত তাসের ঘরের মতো তৃণমূলের ঘরে ভাঙ্গন ধরাচ্ছে বিজেপি। এবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিল নবদ্বীপ ব্লকের মাজদিয়া পানশিলা এলাকার তৃণমূলের জয়ী সদস্যা চাঁপা মন্ডল। তিনি নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির জন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। মঙ্গলবার দুপুরের বিজেপি নবদ্বীপ ব্লক ZP ২৫ - এর সভাপতি মধুসূদন সেন এর হাত থেকে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে নেয় চাপা মন্ডল সহ ৫০ টি পরিবার। চাঁপা মন্ডল জানায় রাজ্য জুড়ে দুর্নীতি ও তৃণমূলের একাংশের স্বজন পোষণ - এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে পারছিলাম না, তাই আজ বিজেপিতে যোগ দিলাম। বিজেপি নেতৃত্ব মধুসূদন সেন বলেন, তৃণমূলের দুর্নীতির কালো ছায়া নবদ্বীপ ব্লকেও পরেছে, তবে যারা প্রকৃত মানুষের জন্য কাজ করতে চায় তারা কেউ ওখানে থাকতে পারবে না আজ শুধু চাপা মন্ডল নয় তার সাথে পঞ্চাশ টি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে

যোগ দেয় পাশাপাশি এলাকায় বহু সিপিএমের কর্মীরাও যোগ দেয়। আগামী দিনে এই এলাকায় বিজেপি মানুষের রায়ে মানুষের পঞ্চায়েত গড়বে এদিন বিজেপিতে যোগ দিয়েই চাঁপা মন্ডল বিজেপির হয়ে মনোনয়ন জমাও করে নবদ্বীপ মহেশগঞ্জ বিডিও অফিসে।

শৌচাগারে আধিকারিকদের ঢুকিয়ে ও আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ব্যাঙ্ক ডাকাতি সিউড়িতে

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ১৩ জুন ঃ ব্লকব্লাস্টার বলিউড সিনেমাকেও হার মানাবে সিউড়ির একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে মঙ্গলবারের ডাকাতির ঘটনা। এদিন ব্যাঙ্ক খুলতেই হানা ডাকাতরা। আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে কয়েক মুহূর্তে লুটপাট চালিয়ে চম্পট দেয় দুস্কৃতীরা। মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনা ঘটেছে বীরভূমের সিউড়ি থানার রবীন্দ্র পল্লী এলাকার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শাখায়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ এবং এই ঘটনায় কারা যুক্ত রয়েছেন তা খুঁজে বের করতে ইতিমধ্যেই পুলিশের তরফ থেকে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ঠিক কি ঘটেছিল এদিন সকালে? জানা যাচ্ছে মঙ্গলবার সকাল ৯.৪৪ নাগাদ ব্যাংকের সবেমাত্র দরজা খোলা হয়। সেই সময় গ্রাহক সেজে ছ'জন ব্যাংকে ঢুকে পড়ে। দুজন দুস্কৃতি পকেট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে ক্যায়িরের মাথায় ঠেকিয়ে হুমকি দেয় তারা। বাকি কর্মীদের ঘাড় ধরে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে বন্দী করেন। বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয় বাথরুমের দরজা। তারপরই চলে লুটপাট। ভাঙা হয় একাধিক তালা। ব্যাংক কর্মীদের শৌচালয়ে বন্দি করে দেওয়ার কারণে তারা সেই সময় নিরুপায় হয়ে পড়েন। দু'টি ব্যাগে নগদ টাকা এবং ভল্টে থাকা গয়না ঢুকিয়ে নেয়। প্রায় ১৫ মিনিট ধরে চলে অপারেশন। দুস্কৃতীরা যাওয়ার সময় সিসিটিভির হার্ডডিস্ক খুলে নিয়ে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। বেলা দশটার পরে গ্রাহকরা পৌঁছে দেখেন ব্যাঙ্ক খোলা। কোন আধিকারিক টেবিলে নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই হঠাৎ বাথরুমের ভেতর থেকে চিৎকার শুনতে পান কয়েকজন গ্রাহক। তখন বাথরুমের কাছে গিয়ে দেখেন সব কর্মী আটক হয়ে আছেন বাথরুমের ভেতরে। গ্রাহকরা কর্মীদেরকে উদ্ধার করে পুলিশে খবর দেয়। গ্রাহক পার্থ সারথি নায়েক বলেন, ঠিক দশটা নাগাদ চেক জমা দিতে ব্যাংকে এলাম। দেখি ব্যাংকের সব টেবিল ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। দু- চার মিনিট বসতেই হঠাৎ বাথরুম থেকে চিৎকার এলো দরজা খুলুন দরজা খুলুন। কাছে গিয়ে দেখি সবাই বাথরুমে বন্দি। ব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় ঠিক কত টাকা বা অন্য সামগ্রী ব্যাংক থেকে তুলে নিয়ে গেল ডাকাতের দল তা এখনো পর্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যাংকের তরফ থেকে জানানো হয়নি। ব্যাংকের ম্যানেজার চঞ্চল ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয় ঠিক কত টাকার বা অন্য কোন অলংকার ব্যাংক থেকে ডাকাত দলরা তুলে নিয়ে গেছে। পুরোটাই হিসাব চলছে এবং সেই হিসাবের পরই সঠিক হিসাব জানানো যাবে। তবে একটা ঘটনা ঘটে গেছে তা মানতে হবে। সূত্রের খবর, ডাকাত দল দুটি ব্যাগে নগদ টাকা এবং ভল্টে থাকা কিছু অলঙ্কার নিয়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা এবং লোনের জন্য রাখা কিছু অলংকার ব্যাংক থেকে চুরি গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়েই ডিএসপি'র অয়ন সাধু নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে পৌঁছান বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার রাজ নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। তিনি নিজে ঘটনা স্থল পরিদর্শন করে ব্যাংক কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। বীরভূম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পরাগ ঘোষ বলেন, ''সদ্য ঘটনাটি ঘটেছে। কিছুটা তদন্ত চালানোর পর আমরা বিষয়টি বলতে পারব। আমরা প্রযুক্তিবিদদের ডেকেছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কত টাকা লুট হয়েছে তা হিসাব করে দেখছেন ব্যাঙ্কের কর্মীরা।'' ব্যাংক চত্বরে থাকা অন্য একটি সংস্থার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ। তা খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেছে দেখা যাচ্ছে হেলমেট পড়ে মোট ৬ জন দুস্কৃতি এক এক করে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে যায়। প্রথম তিনজনের হাতেই ছিল তিনটি ব্যাগ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে দুস্কৃতীরা ঝাড়খণ্ডের দিকে পালিয়ে গেছে। সিউড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ব্যাঙ্কে ডাকাতির খবর পেয়ে ভিড় জমাতে শুরু করেন উদ্বিগ্ন গ্রাহকেরা।

উত্তর- পূর্ব রেলে নবনিযুক্ত যুবকদের প্রায় ৭০,০০০ নিয়োগপত্র বিতরণ

গোরক্ষপুর, ১৩ জুন ঃ বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থায় নবনিযুক্ত যুবকদের প্রায় ৭০,০০০ নিয়োগপত্র বিতরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জাতীয় চাকরি মেলায় ভাষণ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থায় নবনিযুক্ত যুবকদের প্রায় ৭০,০০০ নিয়োগপত্র বিতরণ করেছেন। সারাদেশ থেকে নির্বাচিত যুবকদের আর্থিক পরিষেবা বিভাগ, ডাক বিভাগ, স্কুল শিক্ষা বিভাগ, উচ্চশিক্ষা বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, রাজস্ব বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পরমাণু শক্তি বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, অডিট বিভাগ এবং অ্যাকাউন্টস বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইত্যাদি বিভাগে নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সময় সারাদেশে ৪৩ টি স্থান মেলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ৭০,০০০ নিয়োগের মধ্যে, ভারতীয় রেলের জন্য নির্বাচিত ২৮,৩১২ জন প্রার্থীকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে ২২,৭৫২ প্রার্থীকে নিরাপত্তা বিভাগের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতীয় চাকরি মেলা বর্তমান সরকারের নতুন পরিচয়ে পরিণত হয়েছে, কারণ আজ ৭০ হাজারের বেশি লোককে নিয়োগপত্র হস্তান্তর করা হয়েছে। স্বাধীনতার স্বর্ণযুগ সবে শুরু হয়েছে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেছিলেন যে যারা সরকারি চাকরিতে যোগ দিচ্ছেন তাদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত কারণ তাদের সামনে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে। অবদান প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে বর্তমানের পাশাপাশি, দেশের ভবিষ্যতের জন্য আপনার সবকিছু দেওয়া উচিত। নরেন্দ্র মোদী এই অনুষ্ঠানে নবনিযুক্ত যুবক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের অভিনন্দন জানান। প্রধানমন্ত্রী অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্ম সংস্থানের উদীয়মান সুযোগের কথা বলেছেন। তিনি মুদ্রা যোজনা, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়ার মতো প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এখন এই যুবকরা চাকরিদাতা হয়ে উঠছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তরুণদের সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রচারণা নজিরবিহীন।

কোচবিহারে অনুপ্রবেশের অভিযোগে ধৃত চার বাংলাদেশি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৩ জুন ঃ কোচবিহারের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশের অভিযোগে ধৃত এক পরিবারের চারজন বাংলাদেশী নাগরিক। রমেশ বর্মণ (৪৮), তার মা, স্ত্রী ও ছেলেসহ মোট চারজনকে আটক করেছে বিএসএফ। মঙ্গলবার বিএসএফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যমতে, রমেশ বর্মন তার পরিবারসহ জীবিকার প্রয়োজনে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় ধরা পড়ে। ধৃতদের কাছ থেকে ২ হাজার ৮৫৫ বাংলাদেশি টাকা, একটি মোবাইল ও দুটি ভারতীয় ভোটার কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত সামগ্রী বাংলাদেশিদের কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সঠিক দাম না মেলায় রাস্তায় সবজি ফেলে বিক্ষোভ কৃষকদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ জুন ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে ঢ্যাঁড়স ফেলে দিয়ে বিক্ষোভ কৃষকদের। বাজারে ঢ্যাঁড়সের চাহিদা নেই , এমনকি ঢ্যাঁড়স কেনার জন্য কোন পাইকার আসছে না। মঙ্গলবার হাটে বিক্রি করতে নিয়ে আসা ব্যাগ ভর্তি ঢ্যাঁড়স রাস্তায় ফেলে দিয়ে বিক্ষোভ দেখালো কৃষকরা। কৃষকদের অভিযোগ, কেনাতো দূরের কথা, একজন পাইকারও ঢ্যাঁড়সের দাম করতে আসে না। কালিরহাট , শালবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে গাড়ি ভাড়া দিয়ে হাটে ঢ্যাঁড়স নিয়ে এসে ভাড়ার টাকাও উঠছে না। তাই বাধ্য হয়ে কুইন্ট্যাল কুইন্ট্যাল ঢ্যাঁড়স রাস্তায় ফেলে দিয়েছে কৃষকরা। এমনকি অনেকে আবার গরুকে খাওয়াচ্ছে ঢ্যাঁড়স। প্রসঙ্গত, বেশ কিছুদিন আগে সুপার মার্কেটে একইভাবে প্রতিবাদ জানায় কৃষকরা। ঢ্যাঁড়স বিক্রি করতে না পেরে খালি হাতে বাড়িতে ফিরতে হচ্ছে কৃষকদের। এদিন ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে তাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন।

বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হল শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ জুন ঃ ১১০০০ ভোল্টে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হল শ্রমিকের। জানা গেছে মৃত শ্রমিকের নাম মসিউর রহমান (৫০)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝিকোডাঙা গ্রামে। তার দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে রয়েছে বাড়িতে। মঙ্গলবার সকালে লক্ষণপুর স্ট্যান্ডে দোকান ঘরের ছাউনি মেরামতের কাজ করছিল সে। হঠাৎ ১১০০০ ভোল্টেজের তারে সংঘর্ষ লাগলে ছিটকে পড়ে মসিউর। স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে তাকে তড়িঘড়ি করে চাঁচল সুপার স্পেশাল্যাটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। দেহটি ময়নাতনদের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছিলো পুলিশ। তারপর ময়নাতদন্ত করার পর দেহটি বাড়িতে নিয়ে আসে এদিন সন্ধ্যায়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। পরিবারটি সরকারি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিমানবিহারী বসাক বলেন, ঘটনাটি শুনেছি খুব দুঃখজনক। তিনি পরিবারটির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্ণা ও অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুন ঃ ভোটের মুখে আলিপুরদুয়ার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ম্যাকউইলিয়াম স্কুলের পাশে ধর্না ও অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এটি চলবে সন্ধ্যে ৬ টা পর্যন্ত। মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কুৎসা অপপ্রচার, আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজ সহ অন্যান্য খাতে বাংলার টাকা অবিলম্বে দেওয়ার দাবিতে এই ধর্না ও বিক্ষোভ। গলায় প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে এই ধর্ণায় সামিল হয়েছেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। রাজ্য জুড়ে এই কর্মসূচি চলছে।

দেড়শো টাকা দৈনিক মজুরি বিশ্বভারতী অতিথি শিক্ষকের!

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৩ জুন ঃ দেড়শো টাকা দৈনিক মজুরি বিশ্বভারতী অতিথি শিক্ষকের! চোখ কপালে অনেকের! এটা ভাবা যায়! দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই পদে সর্বোচ্চ বারো হাজার বেতনে একজনের সংসার কেমন করে চলবে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই। বিশেষ করে

যেখানে শুধুমাত্র আদালতে সহকর্মীদের দৌড় করাতে বিশ্বভারতীর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে। বিশ্বভারতীর নিজস্ব ওয়েবসাইটে এমন বিজ্ঞাপন দেখা গেছে। অবাক লাগারই কথা! বিশ্বভারতীর শিক্ষাসত্র বিভাগে উইভিং বিভাগে একজন অতিথি শিক্ষক নেওয়া হবে। সর্বোচ্চ মাসিক মাইনা বারো হাজার। পাশাপাশি উল্লেখ করা রয়েছে মোট আশিটি ক্লাস নিতে হবে। অর্থাৎ ক্লাস পিছু দেড়শো টাকা হিসেবে মজুরি পাবেন অতিথি শিক্ষক। এত নূন্যতম বেতন পরিকাঠামো পশ্চিমবঙ্গে কোথাও নেই। পশ্চিম বাংলায় নগরকেন্দ্রিক কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় অদক্ষ শ্রমিকদের দৈনিক বেতন ১৪৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০২ টাকা, স্বল্পদক্ষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ১৭২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০৩ টাকা ও নতুন সৃষ্টি করা দক্ষ শ্রমিকদের দৈনিক বেতন করা হয়েছে ৪০০ টাকা। অথচ কোনো ক্ষুদ্র সংস্থা নয়। একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অতিথি শিক্ষকের এমন বেতন কাঠামো দেখে নিন্দার ঝড় বিভিন্ন মহলে। শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা বা বিএফএ ডিগ্রী। পাশাপাশি থাকতে হবে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে সম্যক জ্ঞান। আর বেতন ক্লাস পিছু দেড়শো টাকা। আবেদনের শেষ তারিখ ২২ জুন। আবেদনের ভিত্তিতে হবে ইন্টারভিউ। এই ব্যাপারে বিশ্বভারতীর জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শিক্ষাসত্রে আগেও এইভাবেই নিয়োগ হয়েছে। এটা যে এই প্রথম হয়েছে, এমনটা নয়। এগুলো সংশ্লিষ্ট বিভাগের গাইড লাইন মেনেই হয়ে থাকে। এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। বিশ্বভারতীর একটি সূত্র মারফত জানা গেছে, ছুটি বাদ দিয়ে মাসে বাইশটি ক্লাস নিতে হবে। সেদিক থেকে মাসে গড়ে চারটি ক্লাস পেলে দৈনিক ছয়শো টাকা আয় হবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (WS/BDT), KMC** invites e-Tender for the following work (Submission of bid through online):
NIT No. : KMC/WS/BPS/X/95/23-24/02
Name of work : **Installation of lighting arrangement for the booster pumping station at Samajgarh WD-95, BR-X.** Estimated Amount(Including GST & CESS): **Rs. 4,43,712.00.** Earnest Money: **Rs. 9,000.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last date and time of online submission of tender: **21.06.2023 at 5 p.m.** For full and further details, please visit the website **https://www.wbtenders.gov.in.** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The **Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC** invites online percentage rate tender in two bid system for following work:
NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/014/2023-24, Dated : 13.06.2023
Name of work : **Construction of proposed raised platforms for VIP seating in connection with the visitors of Ganga-Arati Rituals at the parks adjacent to Bajakadamtala Ghat.** Estimated cost(Including G.S.T. & L.W.C.): **Rs. 2,93,588.48.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **21 Days.** Last date and time of submission of bid: **22.06.2023 at 11 a.m.** The bid form and other details are available on and from **13.06.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The **Director General (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/DG_PS/B12/REM_PLANT/23-24 (1st call)
Name of work : **Plantation five hundred (500) nos departmentally supplied sapling including supply of 500 nos Bamboo Tree Guards in different places of ward no. 101, 102, 105, 106 & 107, Br-XII.** Estimated cost: **Rs. 3,61,145.53.** Earnest Money: **Rs. 7,300.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **21.06.2023 at 2 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **13.06.2023 at 10 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The **D. G (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/S-D/DLPS/E/10/23-24 (1st call)
Name of work : **Repairing & renovation of main L.T distribution panel at DLPS.** Estimated Amount: **Quoted Amount.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **10 Days.**
2. NIT No. : KMC/S-D/DLPS/E/09/23-24 (1st call)
Name of work : **Rewinding, heat varnishing & overhauling of stator of submersible motor of pump unit no. (DWF) (252 LPS) at Topsia point A. D. P. Station.** Estimated Amount: **Quoted Amount.** Earnest Money: **Rs. 11,000.00.** Period of Completion: **10 Days.**
3. NIT No. : KMC/MDPS/ACS/05/23-24, (1st call)
Name of work : **Servicing, repairing & replacing of damaged power drive roller chain of ACS m/c & its other allied accessories at MDPS.** Estimated cost: **Open Quotation.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**
4. NIT No. : KMC/DR/PBPS/M-02/2023-2024
Name of work : **Thorough repairing, overhauling and replacement of defective parts of 11 numbers monoblock pumps & 7 numbers submersible dewatering pumps at DWF and SWF Station & other allied work for monsoonal season of PBPS (DRG.) S&D.** Estimated cost: **Quotation.** Earnest Money: **2% of quoted rate.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **30.06.2023 at 5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2) and **27.06.2023 at 5 p.m.** (for sl. no. 3) and **23.06.2023** up to **3 p.m.** (for sl. no. 4). The bid forms and other details are available on and from: **16.06.2023 at 5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2) and **14.06.2023 at 5 p.m.** onwards (for sl. no. 3) and **13.06.2023 at 5 p.m.** (for sl. no. 4) from the website : **https://etender.wb.nic.in** For corrigendum etc, if any, the same website has to be seen (for sl. no. 1 & 2). And **https://wbtenders.gov.in** For corrigendum etc, if any, the same website has to be followed (for sl. no.3) and **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 4).

The **Director General (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/65 (1st call)
Name of work : **Laying seal coat at E.M. Byepass from V.I.P. Nagar to Passport Office in wd.-108 (Eastern Flank), Br-XII.** Estimated Amount(Including GST and CESS) (Excl. Contingency Amt.): **Rs. 4,62,359.83.** Earnest Money: **Rs. 9,250.00.** Period of Completion: **15 Days.**
2. NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/64 (1st call)
Name of work : **Laying seal coat at E.M. Byepass from Ambedkar Bridge to Matongini Colony in wd.-66 & 108 (Eastern Flank), under Br-VII & XII.** Estimated Amount(Incl. GST and CESS) (Excl. Contingency Amt.): **Rs. 3,01,976.00.** Earnest Money: **Rs. 6,050.00.** Period of Completion: **15 Days.**
3. NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/62 (1st call)
Name of work : **Laying seal coat at E.M. Byepass from Ruby Hospital to V.I.P. Bazar in wd.-108 (Western Flank), Br-XII.** Estimated Amount(Incl. GST and CESS) (Excl. Contingency Amt.): **Rs. 3,11,830.28.** Earnest Money: **Rs. 6,250.00.** Period of Completion: **15 Days.**
4. NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/63 (1st call)
Name of work : **Laying seal coat at E.M. Byepass from V.I.P. Bazar to Ambedkar Bridge in wd.-66 (Western Flank), Br-VII.** Estimated Amount(Incl. GST and CESS) (Excl. Contingency Amt.): **Rs. 3,95,529.65.** Earnest Money: **Rs. 7,950.00.** Period of Completion: **15 Days.**
5. NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/53 (1st call)
Name of work : **Repairing of road at different places of Chowbaga Road, Das Para Road under Br-XII.** Estimated Amount(Incl. GST and CESS) (Excl. Contingency Amt.): **Rs. 4,98,751.64.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **180 Days.**
6. NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/58 (1st call)
Name of work : **Repairing of road at different places of Deodhar Rahaman Street and Golf Club Road under Br-X.** Estimated Amount(Incl. GST and CESS) (Excl. Contingency Amt.): **Rs. 4,98,401.85.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **180 Days.**
7. NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/41 (1st call)
Name of work : **Repairing of potholes and Undulated Road surfaces at different places of Roads in Bidhan Pally Postal Park & H.L. Sarkar in ward no. 111, 112 & 113 by laying Hotmix under Br-XI.** Estimated Amount(Incl. GST and CESS) (Excl. Contingency Amt.): **Rs. 4,99,788.68.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **60 Days.** Last date and time of submission of bids: **28.06.2023 at 12 noon** (for sl. no. 1 to 6) and **22.06.2023 at 12 noon** (for sl. no. 7). The bid forms and other details are available on and from **16.06.2023 at 12 noon** (for sl. no. 1 to 6) and **13.06.2023 at 12 noon** (for sl. no. 7) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 7).

273/23-24

চ্যাম্পিয়ন কোচেই আস্থা, জুলাইয়ে শুরু সিনিয়র দলের অনুশীলন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুনঃ চ্যাম্পিয়ন কোচেই আস্থা রাখল মোহনবাগান। আরও এক বছর হুয়ান ফেরান্দোকে কোচ হিসেবে রেখে দিল সবুজ-মেরুন শিবির। গত মরসুমেই স্প্যানিশ কোচের হাত ধরে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মোহনবাগান। লিগ শিল্ড না জিতলেও, ট্রফি এসেছে ঘরে। তাই ফেরান্দোর উপরেই আস্থা রাখল সবুজ-মেরুন টিম ম্যানেজমেন্ট। এ বছর আইএসএলের লিগ শিল্ড জেতার লক্ষ্যে ঝাঁপাতে চায় মোহনবাগান। ফেরান্দোর হাতে আরও শক্তিশালী দল তুলে দিতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট। সেই মতো দলগঠনেও জোর দিচ্ছেন কর্তারা। কলকাতা লিগে মোহনবাগানের কোচিং করাবেন বাস্তব রায়। মূলত ডেভেলপমেন্ট টিমের ফুটবলাররাই খেলবেন কলকাতা লিগে। নতুন মরসুমে ফেরান্দোর প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট এএফসি কাপ। ১৫ জুলাই থেকে অনুশীলনে নামছে মোহনবাগানের সিনিয়র দল। দিমিত্রি পেত্রাতোস, ব্রেন্ডন হ্যামিলরা এখন ছুটি কাটাচ্ছেন। নতুন মরসুমে এএফসি কাপ দিয়েই অভিযান শুরু করবে ফেরান্দোর দল। সূচি এখনও ঘোষণা হয়নি। কলকাতা লিগ আর ডুরান্ডে খেলবে মোহনবাগানের ডেভেলপমেন্ট টিমই। এএফসি কাপে শেষ দু'বছর ভালো শুরু করেও, শেষটা ভালো হয়নি। এ বারে এএফসিতে ভালো পারফরমেন্সের লক্ষ্যে মরিয়া মোহনবাগান। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভালো ফল করার ব্যাপারে আশাবাদী মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের অন্যতম ডিরেক্টর সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। ফেরান্দোর সঙ্গে আরও ১ বছরের চুক্তি নবীকরণের পর তিনি বলেন, ''গত মরসুমে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর নতুন মরসুমে ওর কাছ থেকে আরও বেশি সাফল্য আর ট্রফি প্রত্যাশা করছি।'' সবুজ-মেরুনে আরও এক বছর থাকতে পেরে খুশি ফেরান্দা। তিনি বলেন, ''১৫ জুলাইয়ের আগেই ফুটবলাররা কলকাতায় এসে যাবে। সমর্থকদের কাছে আমার প্রতি প্রত্যাশা আরও বেড়ে গিয়েছে। আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চ্যালেঞ্জ তো থাকবেই। একই সঙ্গে এএফসিতে ভালো ফল করতেও চাই।''

রোহিতরা হয়তো বিশ্রামে

ক্যারিবিয়ান সফরে ডাক পেতে পারেন রিঙ্কু-যশস্বীরা

মুম্বই, ১৩ জুনঃ আপাতত মাস খানেকের বিশ্রাম। ১২ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে ভারতীয় দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলবে ভারতীয় দল। সফরে দুটি টেস্ট, তিনটি ওডিআই এবং পাঁচটি টি-২০ ম্যাচ খেলবে ভারত। সফরে এই দুটি টেস্ট, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন সাইকেলের অন্তর্ভূক্ত। শুরু হচ্ছে আরও একটা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সফর। সব কিছুর মাঝে লক্ষ্য থাকবে বিশ্বকাপ প্রস্তুতির। মাসখানেকের এই সফরের জন্য সম্প্রতি সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। দল ঘোষণা এখনও বাকি। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যর্থতার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকজন সিনিয়র ক্রিকেটার বাদ পড়তে পারেন। তেমনই ১৬তম আইপিএলে হিট এমন বেশ কয়েকজন তরুণ ক্রিকেটার টি-২০ সিরিজের জন্য জাতীয় দলে ডাক পেতে পারেন। টানা দ্বিতীয় বার বিশ্ব

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের দোরগোড়া থেকে ফিরে আসতে হয়েছে। সমালোচনায় বিদ্ধ বেশ কয়েকজন সিনিয়র ক্রিকেটার। যাঁদের ব্যর্থতা এই ব্যর্থতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। প্রথমেই আসে চেতেশ্বর পূজারার নাম। দীর্ঘদিন ধরে কাউন্টি খেলে বশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য প্রস্তুতি সেরেছিলেন। ওভালের ফাইনালে যার ছিঁটেফোটা সুবিধেও পায়নি ভারত। এছাড়াও উমেশ যাদবের পারফরম্যান্সও আতসকাচের নীচে। রবিচন্দ্রন অশ্বিনের পরিবর্তে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে খেলেছিলেন তিনি। এই দু'জনের বিকল্প হিসেবে জাতীয় দলের নির্বাচন কমিটি ভাবছে যশস্বী জয়সওয়াল ও মুকেশ কুমারের কথা। পরের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সাইকেলে শুরু থেকেই এই তরুণদের তৈরি করে রাখতে চায় বোর্ড। টেস্ট ফরম্যাটে রোহিত শর্মা আগামী দু'বছর নেতৃত্ব দেবেন কি না তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। কারণ পরবর্তী বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের সময় রোহিতের বয়স দাঁড়াবে ৩৮ বছর! তবে একটি বিষয়ে কোনও অস্পষ্টতা নেই তা হল টি-২০ ফরম্যাটের ক্যাপ্টেন্সি। আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দিতে পারেন হার্দিক পান্ডিয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে টি-২০ ফরম্যাটে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের মতো সিনিয়রদের বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। তরুণদের নিয়ে টি-২০ সিরিজ সামলাবেন হার্দিক পান্ডিয়া। যেহেতু টি-২০ ফরম্যাটে ডাক পাওয়া আইপিএলের পারফরম্যান্সের উপর অনেকটাই নির্ভর করে তাই রিঙ্কু সিং, জীতেশ শর্মা প্রথম বার ডাক পেতে পারেন। টিমে ফিনিশারের অভাব রয়েছে। সেই জায়গা ঢাকতে রিঙ্কু, জীতেশদের প্রয়োজন। এছাড়া ক্যারিবিয়ান সফরে দলে কামব্যক হতে পারে ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের। টেস্ট স্কোয়াডের পাশাপাশি টি-২০তেও ডাক পেতে পারেন যশস্বী জয়সওয়াল।

সৌরভ বললেন

বিরাটের নেতৃত্ব ছাড়া একেবারেই অপ্রত্যাশিত, প্রস্তুত ছিলাম না

নয়াদিল্লি, ১৩ জুনঃ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ব্যর্থতার পর ফের একবার নেতৃত্ব প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। টেস্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে মাঠে নেমে রোহিত ব্রিগেডের মধ্যে সেই আগ্রাসন দেখা যায়নি, যা বিরাটের নেতৃত্বকালে দেখা যেত। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ থেকে সাধারণ সমর্থকরা বলছেন, বিরাট অধিনায়ক থাকলে অস্ট্রেলিয়ার কাছে এভাবে অসহায় আত্মসমর্পণ করত না ভারত। কমপক্ষে লড়াই করার মানসিকতা দেখা যেত। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল ফের একবার বিরাট কোহলি ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে পুরনো বিবাদের ঘা খুঁচিয়ে তুলেছে। অকপটে যার উত্তর দিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, বিরাটের টেস্ট ক্যাপ্টেন্সি ছাড়া একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। বোর্ডের কেউই এই বিষয়ে জানতেন না। হঠাৎ সরে দাঁড়ানোয় সেই মুহূর্তে টেস্ট ফরম্যাটের নেতৃত্ব তুলে দেওয়ার জন্য সেরা বিকল্প ছিলেন রোহিত শর্মা। বিরাট কোহলি এমন একটা সময়ে টেস্ট ক্যাপ্টেন্সি ছেড়েছিলেন যখন বোর্ডের সঙ্গে তাঁর তীব্র সংঘাত চলছে। ২০২১ টি-২০ বিশ্বকাপের পর বিরাট কুড়ি বিশের ফরম্যাটের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। এরপর বিরাটকে ওডিআই ফরম্যাটের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। যত সমস্যার শুরু হয় সেখান থেকে। বিরাট কোহলি ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে বিবাদ প্রকাশ্যে চলে আসে। ঘটনা অপ্রত্যাশিত মোড় নেয় যখন ২০২২ সালের ১৬ জানুয়ারি টেস্ট ফরম্যাটের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ হারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নেতৃত্ব ছাড়েন বিরাট। এক টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সৌরভ বলেছেন, ''কোহলি যে নেতৃত্ব ছেড়ে দেবে, বিসিসিআই এর জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের পর এই

সিদ্ধান্ত অপ্রত্যাশিত ছিল।'' বিরাটের দাবি ছিল, হঠাৎ তাঁর ওডিআই ক্যাপ্টেন্সি কেড়ে নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের আগে কোনওরকম আলোচনা করা হয়নি। সেই অভিমান থেকেই কি তড়িঘড়ি টেস্ট ফরম্যাটের নেতৃত্ব ছেড়েছিলেন বিরাট? সৌরভ বলছেন, ''এটা শুধুমাত্র বিরাট বলতে পারবেন। বিরাট কোহলি এখন আর টেস্ট ক্যাপ্টন নন। তাই এসব নিয়ে আলোচনার কোনও কারণ নেই। নির্বাচকদের একজনকে ক্যাপ্টেন হিসেবে বেছে নিতেই হত। সেই সময়ে রোহিতই ছিলেন সেরা বিকল্প।''

শ্রেয়াঙ্কার পাঁচ উইকেট, ৩৪ রানে প্রতিপক্ষকে গুটিয়ে দিল দেশের মেয়েরা!

মং কক (হংকং), ১৩ জুনঃ শুরু হয়েছে এসিসি উইমেন্স ইমার্জিং টিম এশিয়া কাপ। মঙ্গলবার টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচ ছিল ভারত এ বনাম হংকংয়ের মধ্যে। ম্যাচে আয়োজক দেশকে মাত্র ৩৪ রানে গুটিয়ে দেয় ভারত। যার পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান শ্রেয়াঙ্কা পাটিলের। পাঁচটি উইকট নিয়ে হংকংয়ের ব্যাটিং লাইন আপে ধস নামান শ্রেয়াঙ্কা। ৪০ রানও খাতায় তুলতে পারেনি হংকং। কাশ্যপ, তিতাস সাধু, শ্রেয়াঙ্কা পাটিলরা শুরু থেকেই উইকেট নিয়ে চাপে ফেলে দেন বিপক্ষ টিমকে। ১.৩ ওভারে প্রথম উইকেট হারায় হংকং। প্রথম ছয় ওভারের মধ্যে তিনটি উইকেট হারায় তারা। সর্বাধিক ১৪ রান ওপেনার মারিকো হিলের। বাকি ব্যাটারদের মধ্যে আর কেউ দু অঙ্কের ঘরে পা রাখতে পারেনি। ৩৪ রানে গুটিয়ে যায় হংকং। জবাবে শুরুতেই ক্যাপ্টেন শ্বেতা শেরাওয়াতের উইকেট

জবাবে ১টি উইকেট হারিয়ে সহজ লক্ষ্য পার করে যায় ভারতের মেয়েরা। শ্রেয়াঙ্কার ফাইফার ও ৯ উইকেটে জয়ের সুবাদে উইমেন্স ইমার্জিং টিম এশিয়া কাপের শুরুটা দারুণ হয়েছে ভারতীয় এ টিমের। বিপক্ষকে ৩৪ রানে গুটিয়ে দেওয়ার পিছনে অবদান রয়েছে বাংলার পেসার তিতাস সাধুরও। ১টি উইকেট পেয়েছেন তিতাস। মঙ্গলবার ভারত এ বনাম হংকং ম্যাচে টস জেতেন অধিনায়ক শ্বেতা শেরাওয়াত। হংকংকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানান তিনি। মন্নত হারালেও ৫.২ ওভারে লক্ষ্য সহজই উতরে যায় ভারত এ। ম্যাচের সেরা হয়েছেন শ্রেয়াঙ্কা পাটিল। ৩ ওভারে ১টি মেডেন সহ ২ রানের বিনিময়ে ৫টি উইকেট নেন ভারতের এই লেগস্পিনার। মেয়েদের প্রিমিয়র লিগে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে খেলেন শ্রেয়াঙ্কা। বিরাট কোহলির মস্ত বড় ফ্যান। হংকংয়ের পর ১৫ জুন নেপালের বিরুদ্ধে খেলবে ভারতের মেয়েরা। চিরপ্রতিদ্বন্দী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে ১৭ জুন।

বিশ্বকাপ জেতার চেয়েও কঠিন আইপিএল! রোহিতের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন সৌরভ

নয়াদিল্লি, ১৩ জুনঃ বিশ্বকাপ জয়ের চেয়েও নাকি কঠিন আইপিএল ট্রফি জেতা! কথাগুলো বলেছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ও প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে মুখ থুবড়ে পড়েছে ভারত। ২০৯ রানের বড় ব্যবধানে হারের পর রোহিত শর্মার নেতৃত্ব নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এর পাশাপাশি আইপিএলকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগও উঠছে। আইপিএলের কারণে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের আগে প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়নি। ফাইনাল হারের পর প্রস্তুতি নিয়ে রোহিত শর্মা এবং রাহুল দ্রাবিড়ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। ঠিক এমন সময়ে আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করেছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাবি। ক্রিকেট অনুরাগীরা বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে সৌরভের মতো ক্রিকেট ব্যক্তিত্ব বিশ্বকাপের থেকে আইপিএল জেতা বেশি কঠিন মনে করছেন। কিন্তু কেন? টেস্ট ক্যাপ্টেন হিসেবে বিরাট কোহলির বিকল্প বেছে নেওয়া হয়েছিল রোহিত শর্মাকে। তিন ফরম্যাটেই ভারতীয় দলের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন হিটম্যান। সেই রোহিতের নেতৃত্বে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে মুখ থুবড়ে পড়েছে ভারত। লাল বলের ফরম্যাটে রোহিতের ক্যাপ্টেন্সির যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে কাঠগড়ায় ওঠা রোহিত পাশে পেলেন পেয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। কী দেখে বিরাটের পর টেস্ট ক্যাপ্টেন হিসেবে রোহিতকে বেছে নেওয়া হল? তৎকালীন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এর উত্তর দিয়েছেন। সৌরভ জানিয়েছেন, আইপিএলে সর্বাধিক পাঁচটি ট্রফি জয়ের সুবাদে রোহিতের কাঁধেই ক্যাপ্টেন্সির ভার তুলে দেওয়া হয়। টেস্ট ক্যাপ্টেন হিসেবে রোহিতকে বেছে নেওয়ার পিছনে যুক্তি দিচ্ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেটা করতে গিয়ে এমন কিছু কথা বলে ফেললেন যা ক্রিকেট অনুরাগীদের কাছে অপ্রত্যাশিত। তাঁর মতে, বিশ্বকাপের থেকে আইপিএল জেতা বেশি কঠিন। কোন যুক্তিতে এমন কথা বললেন সৌরভ? সৌরভ বলেছেন, ''রোহিত পাঁচটি আইপিএল ট্রফি জিতেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও ভালো পারফরম্যান্স ছিল। তাই ও ছিল সেরা বিকল্প। আমার রোহিতের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আইপিএল জেতা মোটেও সহজ কাজ নয়। ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এক টুর্নামেন্ট। বিশ্বকাপ জেতার চেয়ে আইপিএল জয় বেশি কঠিন। কারণ আইপিএলে ১৪টি ম্যাচ খেললে তবেই প্লে অফের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন। বিশ্বকাপে ৪ থেকে ৫টি ম্যাচ খেললেই সেমিফাইনালে ওঠা যায়। সেখানে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে ১৭টি ম্যাচ খেলতে হয়!''

শনিবার থেকেই হয়তো মাঠে ইস্টবেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুনঃ অন্য দুই প্রধান অনুশীলন শুরু করে দিলেও, ইস্টবেঙ্গল এখনও মাঠে নামেনি। দরজায় কড়া নাড়ছে কলকাতা ফুটবল লিগ। শীঘ্রই প্রিমিয়ার ডিভিশনের সূচি প্রকাশ করবে আইএফএ। ২৫ তারিখ থেকে শুরু কলকাতা লিগ। মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং সোমবার থেকেই অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। কলকাতা লিগে মোহনবাগানের ডেভেলপমেন্ট টিমই খেলবে। কোচিং করাবেন বাস্তব রায়। অন্য দিকে মহমেডান স্পোর্টিংয়ে কোচিং করাচ্ছেন মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু। কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের কোচিং করাবেন বিনো জর্জ। এখনও শহরে আসেননি লাল-হলুদের কোচ। বৃহস্পতিবার কলকাতায় আসার কথা বিনোর। চিকিৎসার জন্য এতদিন কেরলেই ছিলেন বিনো জর্জ। গত মরসুমে বিনোর কোচিংয়ে ডেভেলপমেন্ট লিগে ভালোই পারফর্ম করে ইস্টবেঙ্গল। এমনকি আই লিগ টু-তেও পারফর্ম করেন লাল-হলুদের রিজার্ভ দলের ফুটবলাররা। শনিবার থেকে দল নিয়ে মাঠে নামবেন বিনো জর্জ। প্রথম তিনদিন ট্রায়ালে কয়েক জন ফুটবলারকে দেখে নেবেন তিনি।

ইন্দোনেশিয়া ওপেনের প্রি-কোয়ার্টারে সিন্ধু

জাকার্তা, ১৩ জুনঃ জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী। প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। গত কয়েক মাস ভারতীয় শাটলার পিভি সিন্ধুকে নিয়ে অস্বস্তিতে কাটছিল। টানা ব্যর্থতা তাড়া করছিল পিভি সিন্ধুকে। তবে ইন্দোনেশিয়ায় প্রথম ম্যাচের পারফরম্যান্স কিচুটা স্বস্তি দিতে পারে ভারতের ব্যাডমিন্টন অনুরাগীদের। ক্রমশ যেন ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত পিভি সিন্ধুর। গত দুটো ইভেন্টেই প্রথম রাউন্ডে বিদায় নিয়েছিলেন। বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের এই তারকা ইন্দোনেশিয়া ওপেন ওয়ার্ল্ড টুর সুপার ১০০০ ইভেন্টের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিলেন। প্রথম রাউন্ডে তিনি হারালেন টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেভারিট ইন্দোনেশিয়ার শাটলার জর্জিয়া মারিসাকা তাংজুংকে। মাত্র ৩৮ মিনিটের লড়াই সিন্ধুর পক্ষে ম্যাচের ফল ২১-১৯, ২১-১৫। এই প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে শেষ তিন সাক্ষাতেই হেরেছিলেন সিন্ধু। বছরের শুরুতে মাদ্রিদ মাস্টার্সের ফাইনাল, মালয়েশিয়ান মাস্টার্স সেমিফাইনালে তাংজুংয়ের কাছেই হেরেছিলেন সিন্ধু। টানা ব্যর্থতার জেরে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন ক্রমতালিকায় ১৩ নম্বরে নেমে গিয়েছিলেন পিভি সিন্ধু। ইন্দোনেশিয়ার এই টুর্নামেন্টে ভালো পারফর্ম করতে পারলে হয়তো উন্নতি হতে পারে। প্রথম রাউন্ডে শুরুটা অবশ্য চ্যালেঞ্জিং ছিল সিন্ধুর জন্য। স্থানীয় শাটলার তাংজুংয়ের বিরুদ্ধে ক্রসকোর্ট ড্রপে ৭-৯ পিছিয়ে ছিলেন সিন্ধু। তবে উচ্চতাকে দারুণ ভাবে কাজে লাগিয়ে ম্যাচে ফেরেন। ১১-১০'র লিড নেন সিন্ধু। প্রথম গেম জেতেন ২১-১৯ ব্যবধানে। দ্বিতীয় গেমে অবশ্য দারুণ ছন্দে দেখায় সিন্ধুকে। তাঁর তৈরি করা চাপে ক্রমশ ভুলের পর ভুল করতে থাকেন ইন্দোনেশিয়ার তাংজুং। দ্বিতীয় গেমে ২১-১৫ জয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালও নিশ্চিত করেন সিন্ধু। তাঁর জন্য আরও একটা কঠিন ম্যাচ অপেক্ষা করছে। প্রি-কোয়ার্টারে প্রতিযোগিতার তৃতীয় বাছাই তাই জু ইংয়ের বিরুদ্ধে খেলবেন সিন্ধু। পুরুষদের সিঙ্গলসে প্রি-কোয়ার্টারে জায়গা করে নিলেন ভারতের এইচএস প্রণয়ও। দারুণ ছন্দে রয়েছেন তিনি। ইন্দোনেশিয়া ওপেনের প্রথম রাউন্ডে জাপানের কেন্তো নিশিমোতোকে ৫০ মিনিটের লড়াইয়ে ২১-১৬, ২১-১৪ ব্যবধানে হারালেন প্রণয়।

সৌদি আরবের ফুটবলে অন্ধকার দিকও আছে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো গত জানুয়ারিতে আল নাসরে যোগ দিয়েছিলেন বছরে ২০ কোটি ইউরো পারিশ্রমিকে। যে চুক্তি তাঁকে ক্রীড়া ইতিহাসের সবচেয়ে পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদে পরিণত করেছিল। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সৌদি আরবের প্রো লিগের দল আল ইত্তিহাদে নাম লিখিয়েছেন করিম বেনজেমা। রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চুক্তির এক বছর বাকি থাকতেই সৌদি ক্লাব ফুটবলে যোগ দিয়েছেন বেনজেমা। অর্থের হাতছানি উপেক্ষা করতে পারেননি। আরেক সৌদি ক্লাব আল হিলাল তো লিওনেল মেসির পিছু ছুটেছে। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের প্রস্তাবটা ছিল রীতিমতো অবিশ্বাস্য-বছরে ৪০ কোটি ইউরো। যদিও মেসি সেই অর্থের হাতছানি উপেক্ষা করেছেন। গত সপ্তাহে জানিয়েছেন, তিনি যোগ দিতে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামিতে। কিন্তু সৌদি ক্লাবগুলোর বিশাল অঙ্কের অর্থের হাতছানি কতজন উপেক্ষা করতে পারবেন, সেটি নিয়ে প্রশ্ন আছে। শোনা যাচ্ছে, ইউরোপের শীর্ষ লিগে খেলা বেশ কয়েকজন তারকা ফুটবলারকেই নাকি লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে সৌদি আরবের কয়েকটি ক্লাব। এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার। সৌদি আরবে খেলতে গেলেই প্রচুর টাকা-এমন একটা ধারণা তৈরি হয়েছে জনসাধারণের মধ্যে। তবে এমন ধারণা একেবারেই সত্যি নয়। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম 'দ্য আথলেটিক'র খবর অনুযায়ী সৌদি প্রো লিগে পেট্রোডলারের ঝনঝনানি আছে ঠিকই, কিন্তু সৌদি লিগে খেলে খেলোয়াড়দের ঠিকমতো বেতন না পাওয়া,

চুক্তির খেলাপ করা ইত্যাদি ঘটনাও প্রচুর আছে। অ্যাথলেটিক জানাচ্ছে, ফিফার 'ডিসপিউট রেজল্যুশন' চেম্বারে গত এক বছরে সৌদি লিগ থেকে ৫০টি এমন অভিযোগ জমা পড়েছে। বিশ্বব্যাপী পেশাদার ফুটবলারদের সংগঠন ফিফপ্রো সৌদি লিগে খেলতে যাওয়ার ব্যাপারে ফুটবলারদের সতর্কও করে দিয়েছে। এই সংগঠনটি বিশ্বব্যাপী ৬৫ হাজার পেশাদার ফুটবলারের অধিকার নিয়ে কাজ করে। অ্যাথলেটিক সৌদি লিগে খেলা নটিংহ্যাম ফরেস্টের প্রাক্তন ইংলিশ ফুটবলার লুইস গ্র্যাবানের পরিণতির খবর দিয়েছে। গ্র্যাবান একসময় বোর্নমাউথেও খেলেছেন। গত বছর তিনি সৌদি প্রো লিগের দল আল আহলিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর দাবি, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১ লাখ ১৫ হাজার পাউন্ড সাইনিং বোনাস ও দুই মাসের বেতন পাননি। দুই মাসের বেতন বাবদ তাঁর বকেয়া আরও ১ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড। এক বছরের চুক্তির তিন মাস যেতে না যেতেই তাঁকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। আল আহলি ক্লাব সৌদি আরবের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের অধিকৃত অন্যতম ক্লাব। এই ফান্ডের অধীনে যে কটি ক্লাব আছে, তারা হচ্ছে আল নাসরে, আল হিলাল ও আল ইত্তিহাদ। সৌদি পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড পরিচালিত হয়ে সৌদি রাজপরিবারের অর্থে। এটি বর্তমানে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম শীর্ষ ক্লাব নিউক্যাসল ইউনাইটেডেরও স্বত্বাধিকারী। আল আহলি ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলোয়াড়দের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গের চারটি অভিযোগ ফিফার কাছে গেছে গত ১৮ মাসে। ক্লাবটিকে শাস্তিও দেওয়া হয়েছে। আগামী দুই বছর এই ক্লাব নতুন করে কোনো খেলোয়াড় রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে না। আল আহলিই শুধু নয়, খেলোয়াড়দের সঙ্গে চুক্তির খেলাপের অভিযোগ উঠেছে রোনাল্ডোর আল নাসরের বিরুদ্ধেও। গত নভেম্বরে আল নাসরে বাধ্য হয়েছে ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার পেত্রোকে ২.৬ মিলিয়ন ডলার জরিমানা দিতে। ইংল্যান্ডে এই ধরনের সমস্যার সমাধানে খেলোয়াড়দের ইউনিয়ন ভূমিকা পালন করে। দুনিয়ার অন্যান্য উন্নত ফুটবল খেলুড়ে দেশেও খেলোয়াড়দের ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সৌদি আরবে খেলোয়াড়দের পক্ষে দাঁড়ানোর কোনো সংগঠনই নেই। সে কারণেই বিশব্যাপী পেশাদার ফুটবলারদের সংগঠন সে কারণেই ফুটবলারদের সৌদি আরবের 'বড় অঙ্কে'র প্রস্তাব পেলে ভেবেচিন্তে তা গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছে।

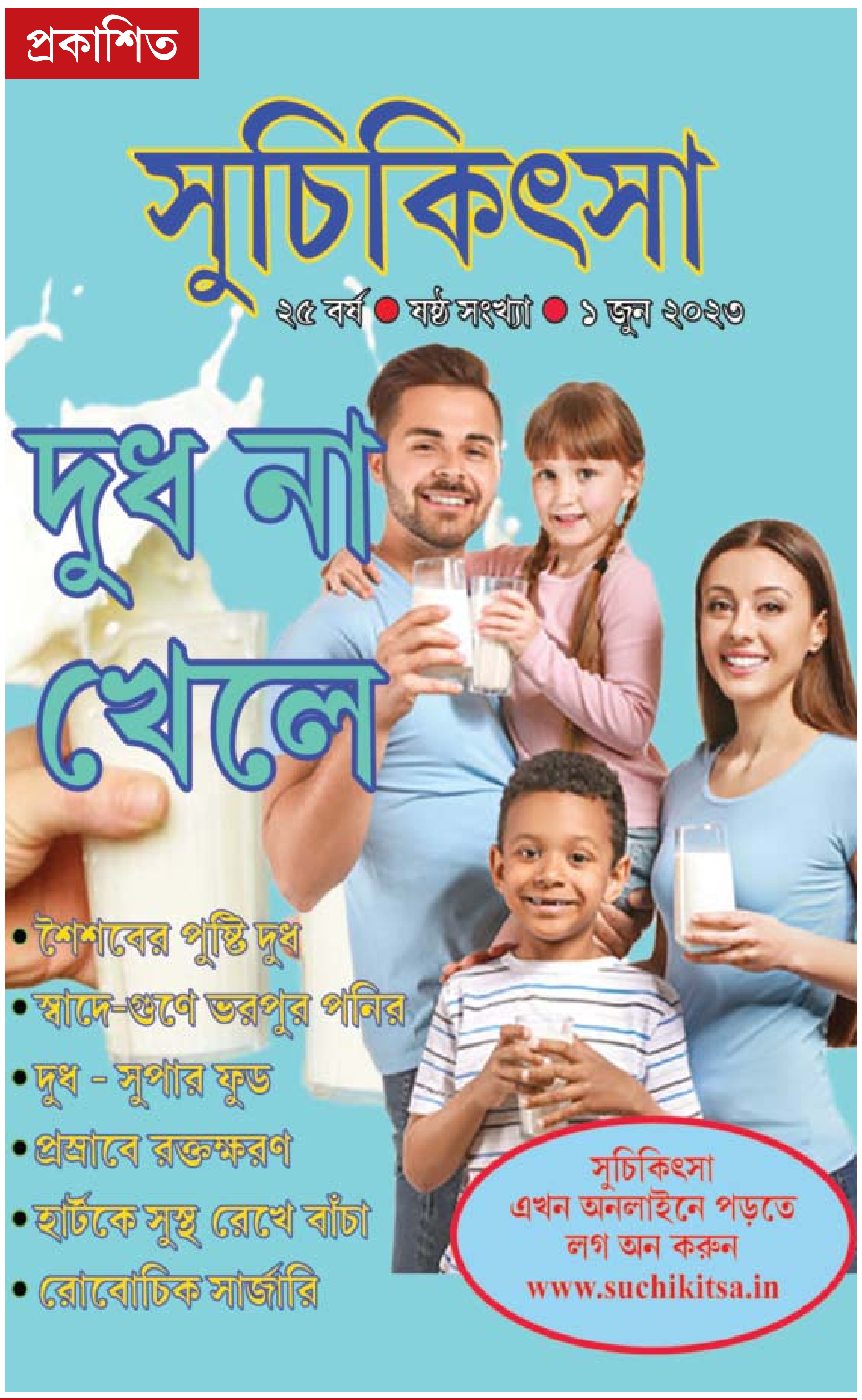

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501